রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

সামুদ্রিক বিজ্ঞান

সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক-শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বেত্তা

৺রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সচিত্র

সামুদ্রিক গ্রন্থাবলী।

সামুদ্রিক শিক্ষা	মূল্য	১॥০
সামুদ্রিক রেখাদি বিচার	„	১॥০
সামুদ্রিক বিজ্ঞান	„	১॥০

সামুদ্রিক বিজ্ঞান

অর্থাৎ

সামুদ্রিক সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক রহস্যের ও
চিহ্ন সংস্থানাদির প্রকৃতিগত
নিগূঢ়তত্ত্বের সঙ্কলন।

[১৬ খানি চিত্র সমন্বিত।]

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

(পঞ্চম সংস্করণ)

CALCUTTA.
BENGAL MEDICAL LIBRARY.
203-1-1, CORNWALLIS STREET.
1939.

ভূমিকা।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় সামুদ্রিক বিজ্ঞান প্রচারিত হইল। "সামুদ্রিক শিক্ষায়" হস্তরেখাদির সংস্থান ও তাহাদিগের ফলাফল নির্ণয় বিষয়ে, মনুষ্যজীবনের সাধারণ ফলের বিষয় সরল ও সুগম্য করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। "সামুদ্রিক রেখাদি বিচারে" তাহার অঙ্কুরোদগম জন্য ফলিতাংশ সমূহের বর্ণমালানুক্রমে প্রাঞ্জল ভাষায় বিচার করা হইয়াছে। সামুদ্রিক সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক রহস্যের ও চিহ্ন সংস্থানাদির প্রকৃতিগত নিগূঢ় তত্ত্বের সমাবেশে সদ্‌গুরুর সাহায্যে অদৃষ্টবাদ ও দৈবপরতার সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ বিচার করিয়া যেরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে, "সামুদ্রিক বিজ্ঞানে" তাহাই সন্নিবিষ্ট হইল। আর সেই মীমাংসার জন্য যে সকল স্থির ফল বিধি-সূত্রাদির সাহায্য লইতে হয়, তৎপুষ্ট বিশিষ্ট বিজ্ঞানের বলে—বিজ্ঞানের বলেই—ভগবানের সৃষ্টি কৌশলের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্যের অদৃষ্ট-তত্ত্ব হস্তগত চিহ্ন দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানা না যাইবে কেন? ভগবান্ আমাদিগের সম্বন্ধে অগ্রে যে বিধান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তদুদ্দেশ্যের অধিগমন করিয়া ফল নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই তাহার একমাত্র উপায়। অপিচ মানবমণ্ডলীর উপর গ্রহগণের বলাবল ও তাহাদিগের অপ্রতিহত শক্তির ক্রিয়ার বিষয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করা হইয়াছে।

এক্ষণে ইহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, আমার তাবৎ পরিশ্রম ও উদ্যম সফল হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য যে, যদি কেহ ইহার সর্ব্বাঙ্গীন বিচারে ও তাহার ফলাফল নির্ণয়ে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার সন্দেহের বিষয় আমাকে বিদিত করিলে সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ইতি—

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

নিবেদন।

সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ জ্যোতির্ব্বেত্তা রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর ইহ-লোকে নাই। কিন্তু তাঁহার আজীবন অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার ফল রত্নস্বরূপ "সামুদ্রিক শিক্ষা" "সামুদ্রিক রেখাদি বিচার" ও "সামুদ্রিক বিজ্ঞান" নামক তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ আছে। পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষ হওয়ায় অনেকেই অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। সেই অসুবিধা দূরীকরণার্থ আমরা উক্ত গ্রন্থত্রয়ের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলাম। এক্ষণে সাধারণের অনুগ্রহ প্রার্থনীয়।

রমণবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি এই সামুদ্রিক শাস্ত্রের লুপ্তরত্নোদ্ধার করিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বহুপরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সফলকাম হইয়াছিলেন। গণনার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে ধনী, নির্ধন, রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি সমবেত হইতেন। এমন কি সুদূর বিলাতেও তাঁহার যশঃরশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে।

প্রকাশক

শিক্ষার্থীর প্রতি

প্রথম পাঠ্য—সামুদ্রিক শিক্ষা।

দ্বিতীয় পাঠ্য—সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।

সামুদ্রিক শিক্ষার সহিত সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ করিতে হইবে; শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখাদি বিচার করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক; নতুবা অনেক স্থান পাঠকের কঠিন ও জটিল বোধ হইবে- এবং বিশেষ কোন ফললাভে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু কেহ যেন সামুদ্রিক শিক্ষা না পড়িয়া সামুদ্রিক রেখাদি বিচার অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা না করেন, তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। তিনি বিশুদ্ধ গণনায় সক্ষম হইবেন না।

তৃতীয় পাঠ্য—সামুদ্রিক বিজ্ঞান।

শিক্ষা ও সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ না করিয়া ইহাতে নিষ্ফল হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।

সূচীপত্র।

—:০:—

পূর্ব্বাভাষ।

—:০:—

চিত্র—১ পৃষ্ঠা ২৬।২৭।২৮।৩১।৩২

" ২ " ৩৭।৪১।৪৩।৪৪।৪৫।৪৮।৮৯

অঙ্গুলী সমুদয় সূচ্যগ্র, ধার্ম্মিক ও কবি, ধর্ম্মগত সূক্ষ্মজ্ঞান ও ঈশ্বর তত্ত্বানুশীলনে রত।

" ৩ " ৩৭।৪৫।৪৬।৮৩

ধর্ম্মে আসক্তি, সদা উপাস্য দেবতার গুণকীর্ত্তণে রত ও প্রতিমা পূজা দ্বারা মনের সন্তোষ লাভে সমর্থ।

" ৪ " ৩৬।৪৫।৪৬।৮৫

" ৫ " ৪৯

ক্ষমতাশালী ও উত্তম স্বাস্থ্য।

" ৬ " ৫০।৫১।৫২।৫৩

ঘাতক ও মিথ্যাবাদী।

" ৭ " ৩৭।৪৬।৫১।৫৩।৫৪।৮৩

স্বধর্ম্ম ত্যাগ, বারাঙ্গনা সহবাসে ও অগম্যাগমনে রত।

" ৪৭।৪৮।৮৩।৮৫।৯৩।৯৬

অতুল ধনের অধীশ্বর।

---

২৮ তারকা চিহ্ন
২৯ চতুষ্কোণ চিহ্ন
৩০ বিন্দু চিহ্ন
বৃত্ত চিহ্ন
৩২ যব চিহ্ন
৩৩ ত্রিকোণ চিহ্ন
৩৪ ক্রশ বা চেরা চি
৩৫ জাল চিহ্ন

চিত্র-১

প্রি-১
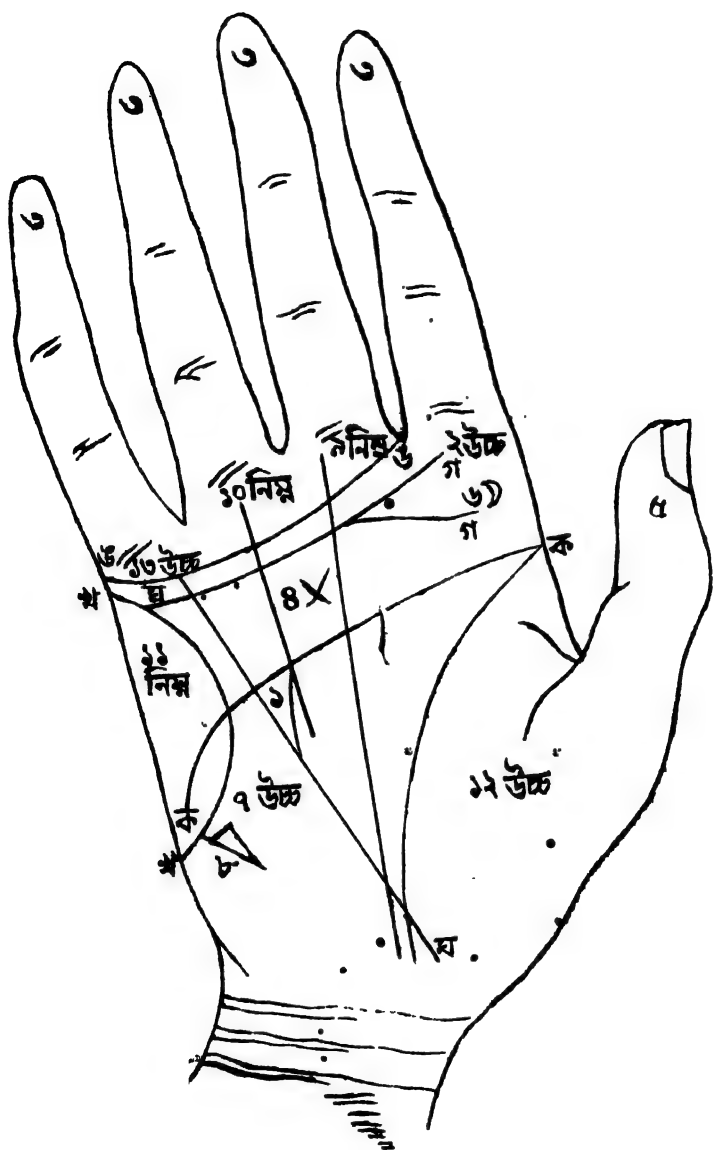
চিত্র ২

ধর্ম্মসংক্রান্ত সূক্ষ্মজ্ঞান, কবি ও পদ্যরচকের হস্ত।

চিত্র-৩

শাক্ত ও নিরাকার ঈশ্বরোপাসকের হস্ত।

চিত্র-৬

মিথ্যাবাদী চৌর ও ঘাতকের হস্ত।
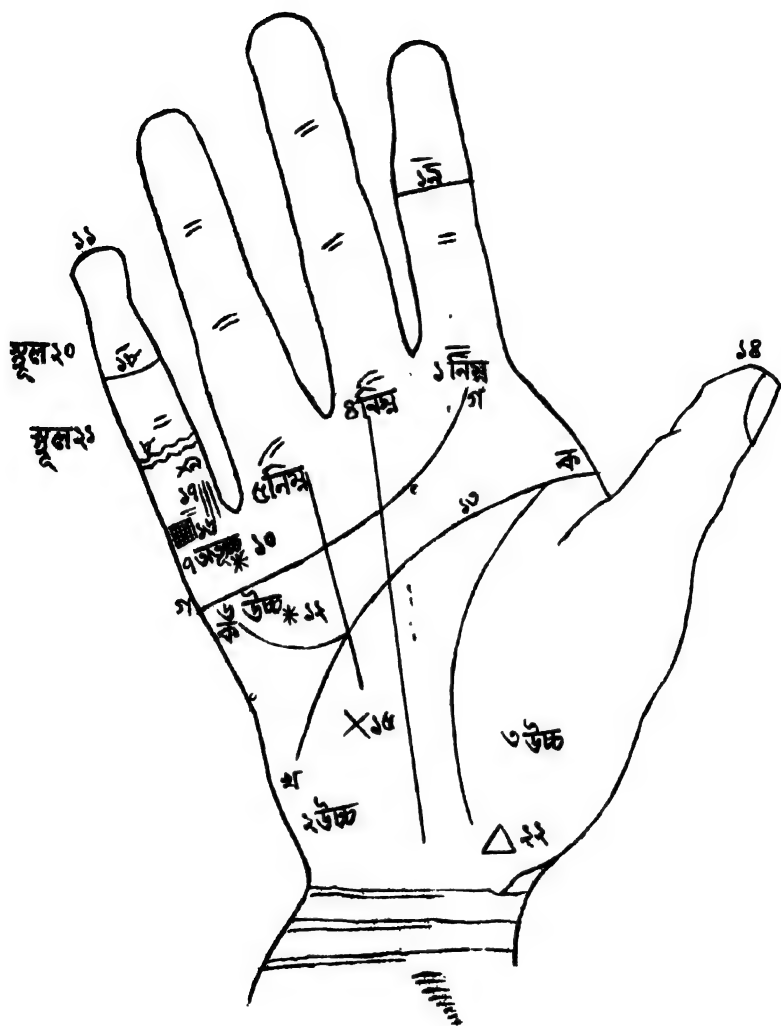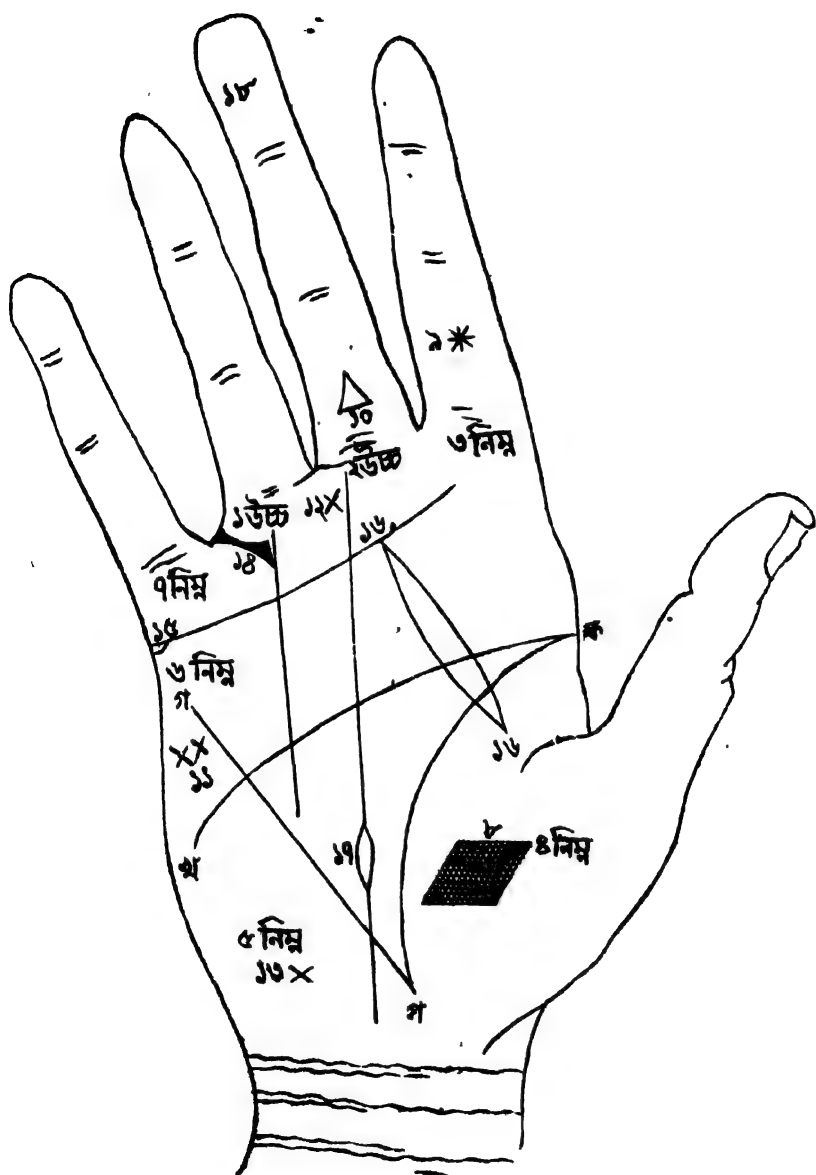
চিত্র—৭

স্বধর্মত্যাগী লম্পট ও আত্মহত্যাকারীর হস্ত

চিত্র—৮

অতিরিক্ত ধনলাভে সমর্থদিগের হস্ত।

চিত্র—৭

বাণিজ্য দ্বারা ধনলাভে ও পরধন আত্মসাতে সমর্থদিগের হস্ত।
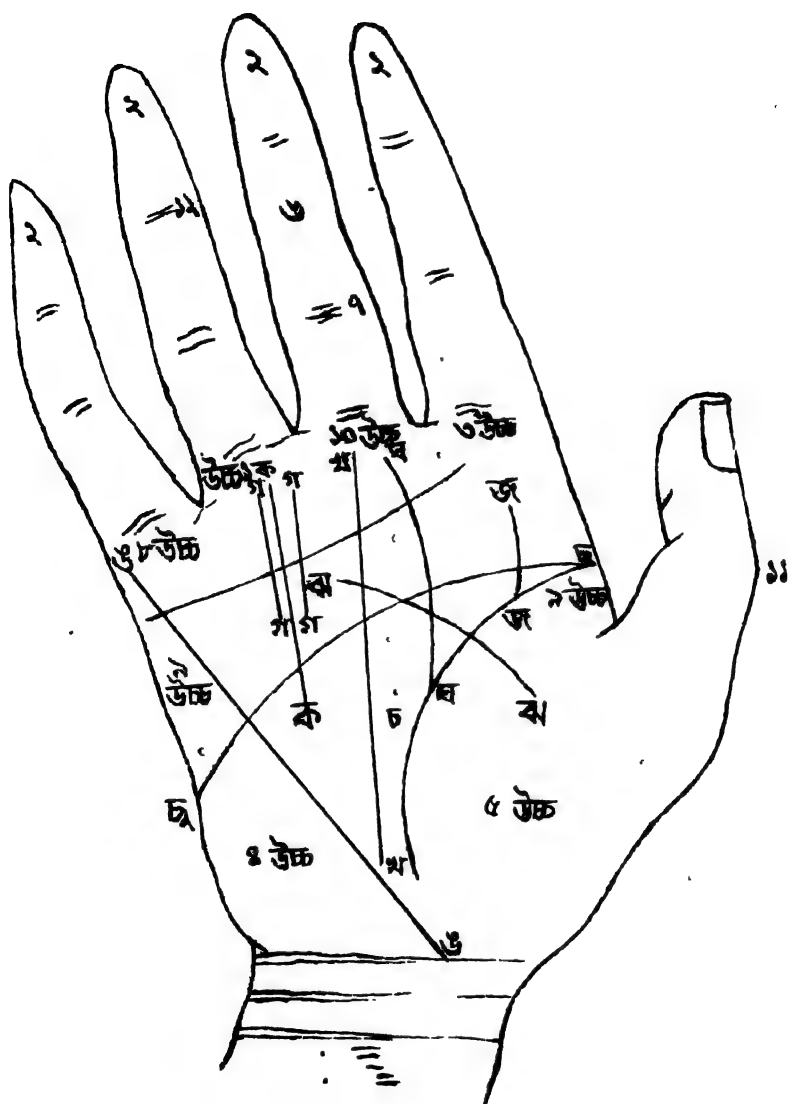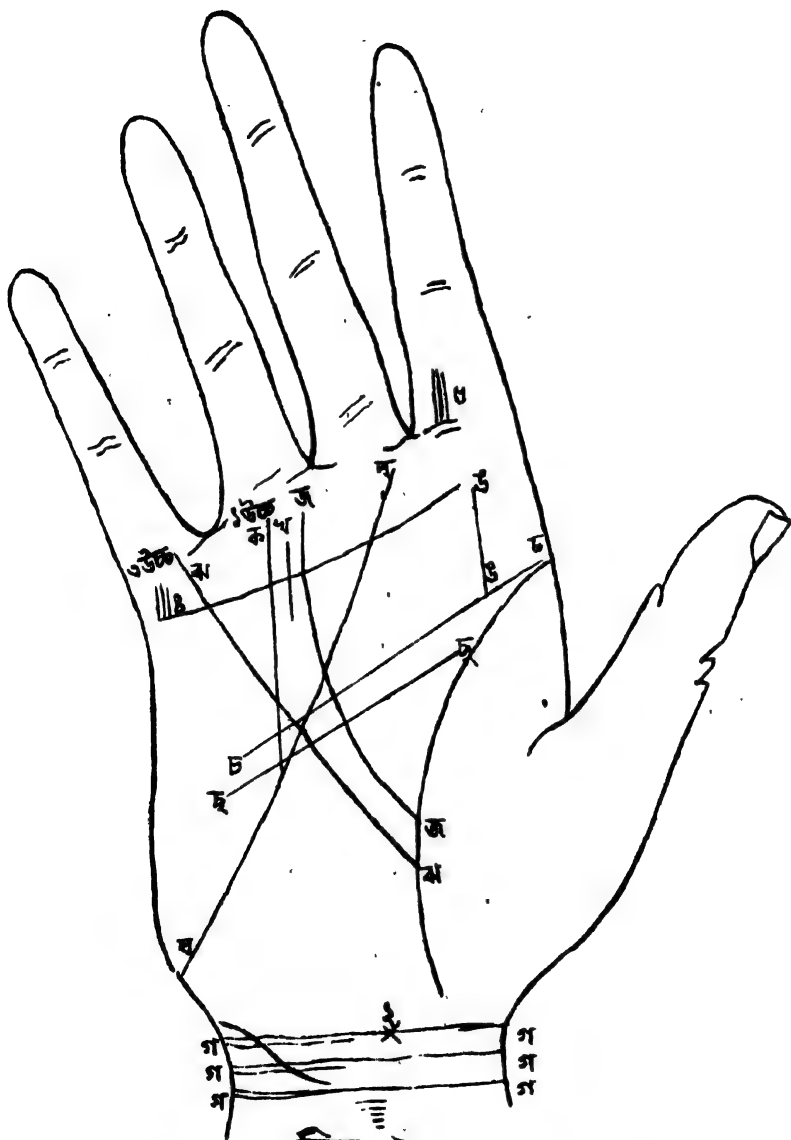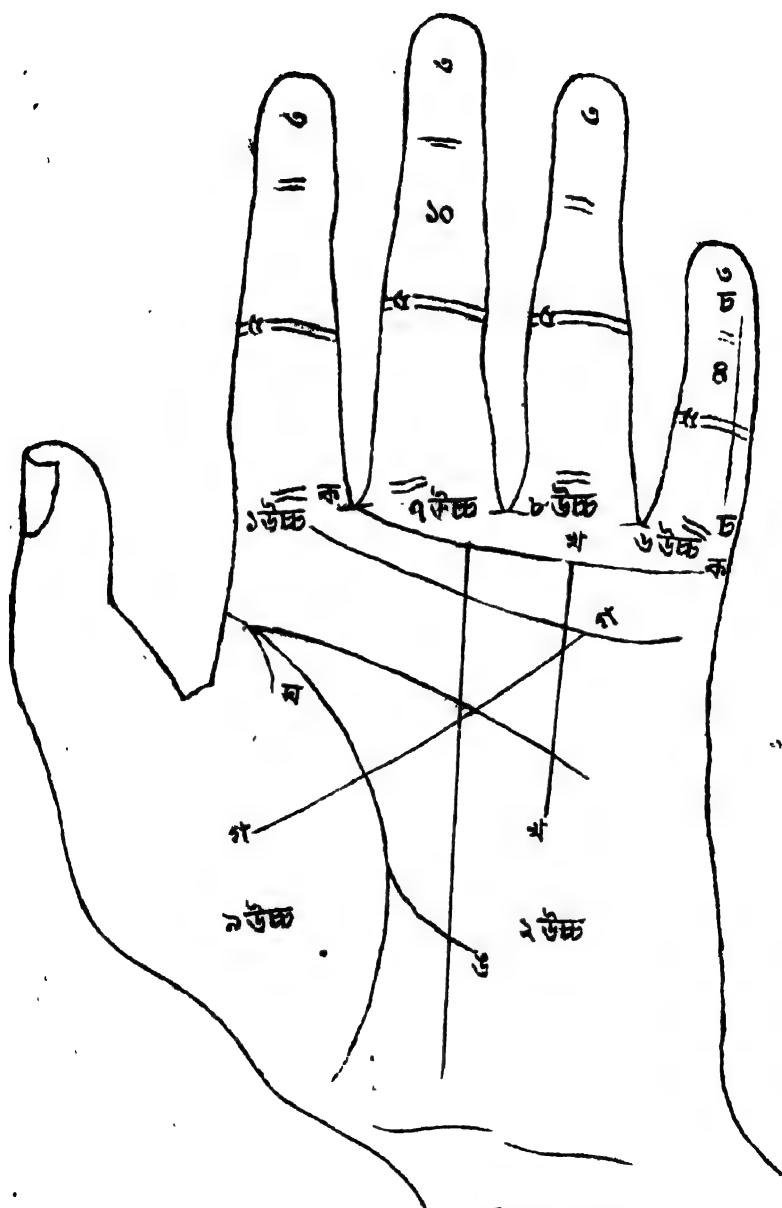
চিত্র—১০

শাস্ত্রানুশীলক সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ সমালোচকদিগের হস্ত।
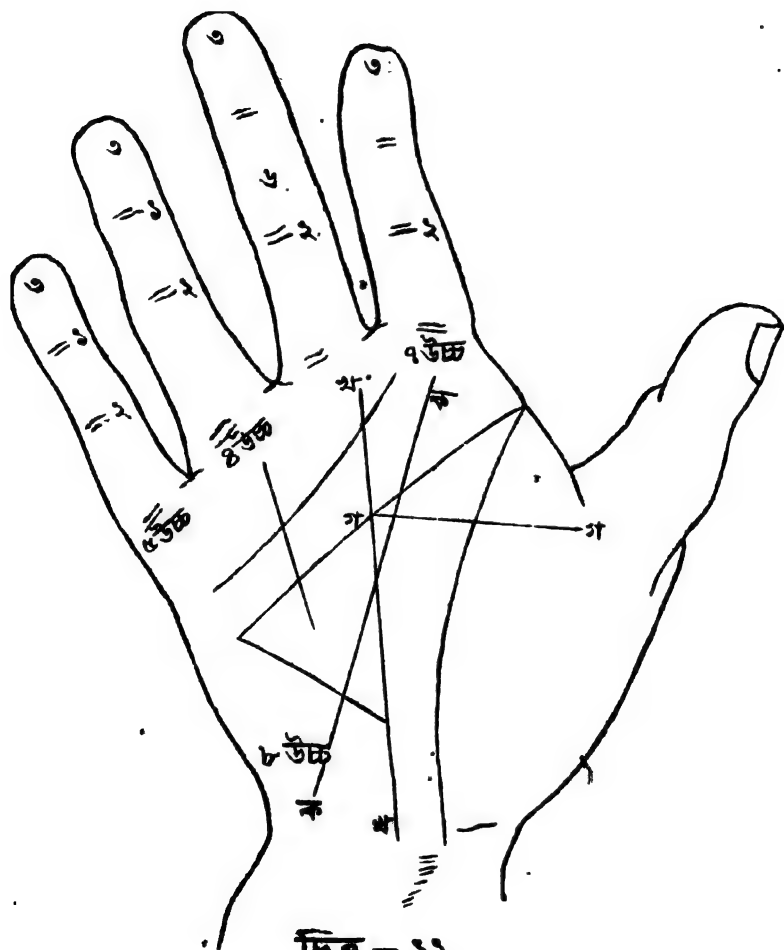
চিত্র — ১১

গণিতজ্ঞ গণিতশাস্ত্রলেখক ও জীবন্ত প্রাণিচিত্রকরের হস্ত
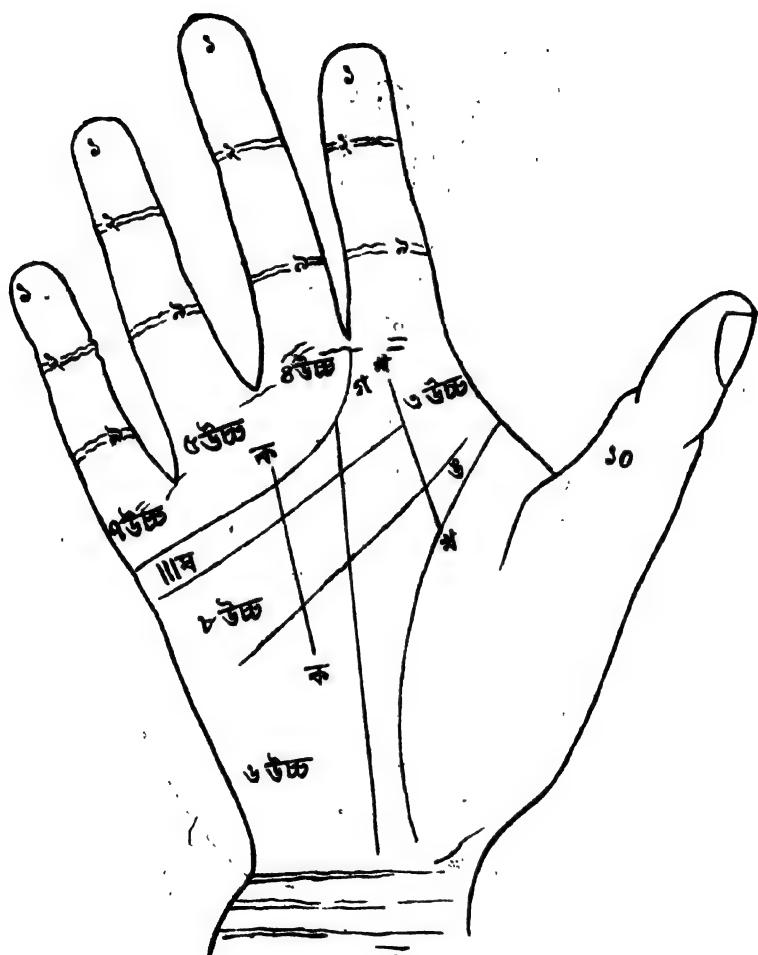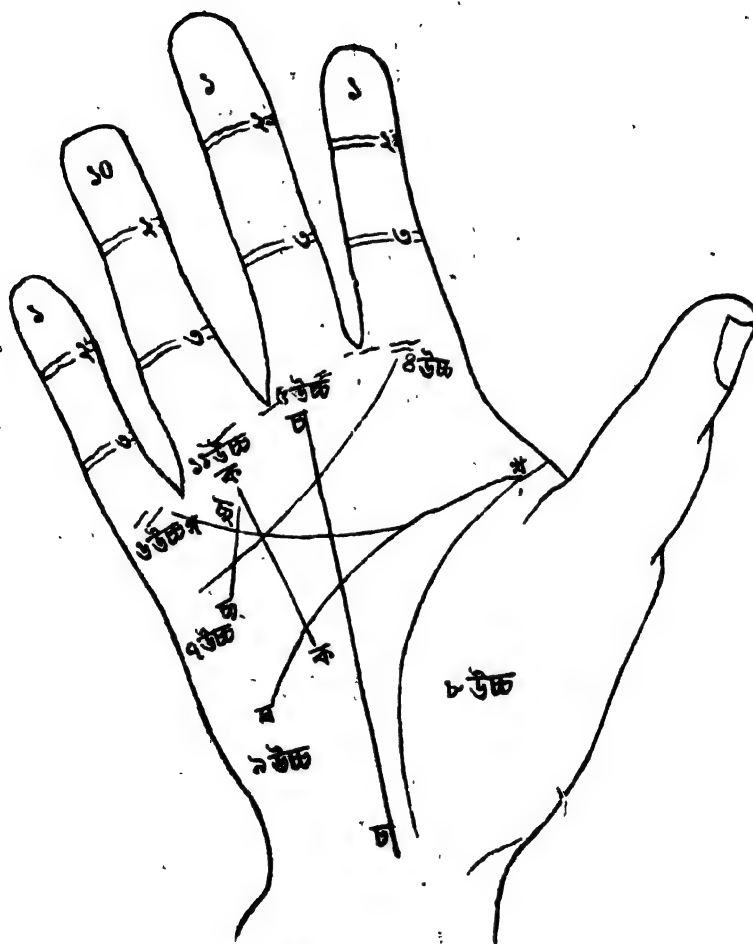
চিত্র-১২

সংবাদ পত্র সম্পাদক ব্যবহারাজীব বিচারক ও চিকিৎসক।

চিত্র—১৩

রুকম সিন্যামিং দালাল   নট ও নাট্যকারের হস্ত।

চিত্র—১৪

শিক্ষক, উকিল, উদ্ভিদবেত্তা, সঙ্গীতবিৎ ও নবমস্ত্রো দ্বারকের হস্ত।

চিত্র– ১৫

শিল্পী পুষ্পচিত্রকর ও গায়কের হস্ত

চিত্র-১৬

হস্তরেখানুশীলনার্থক।
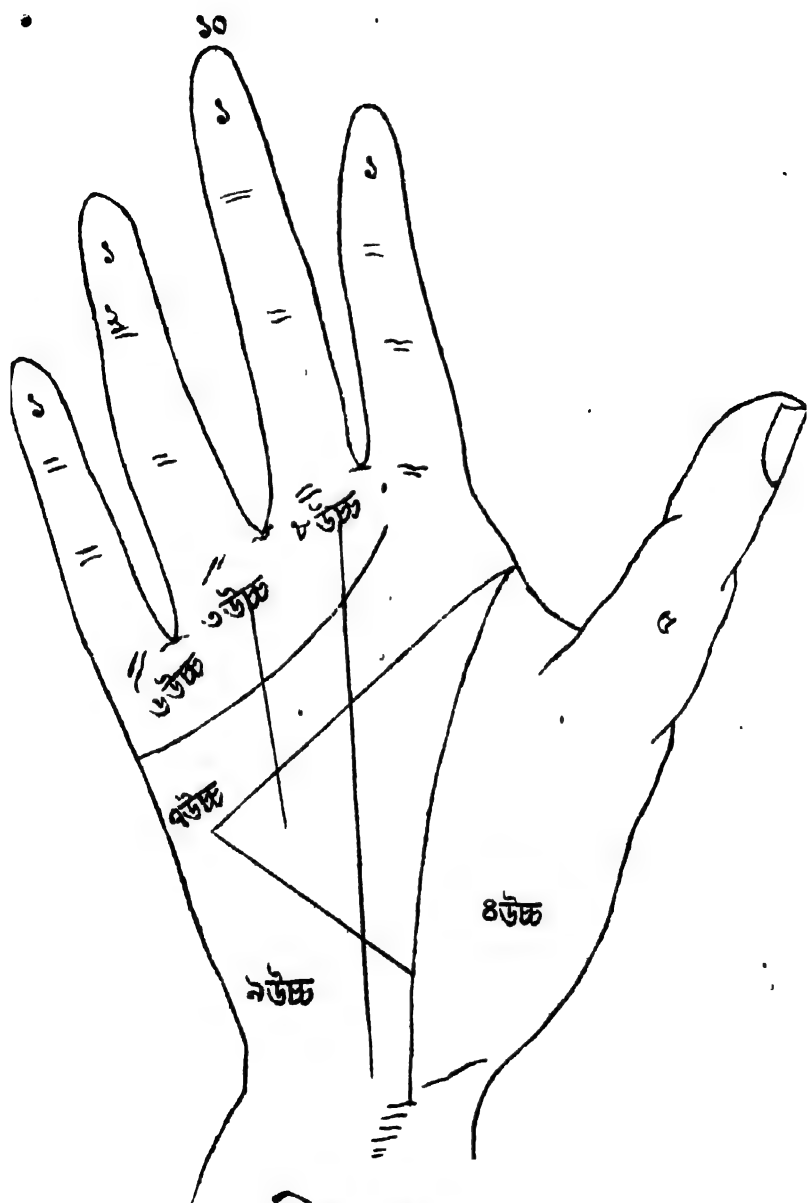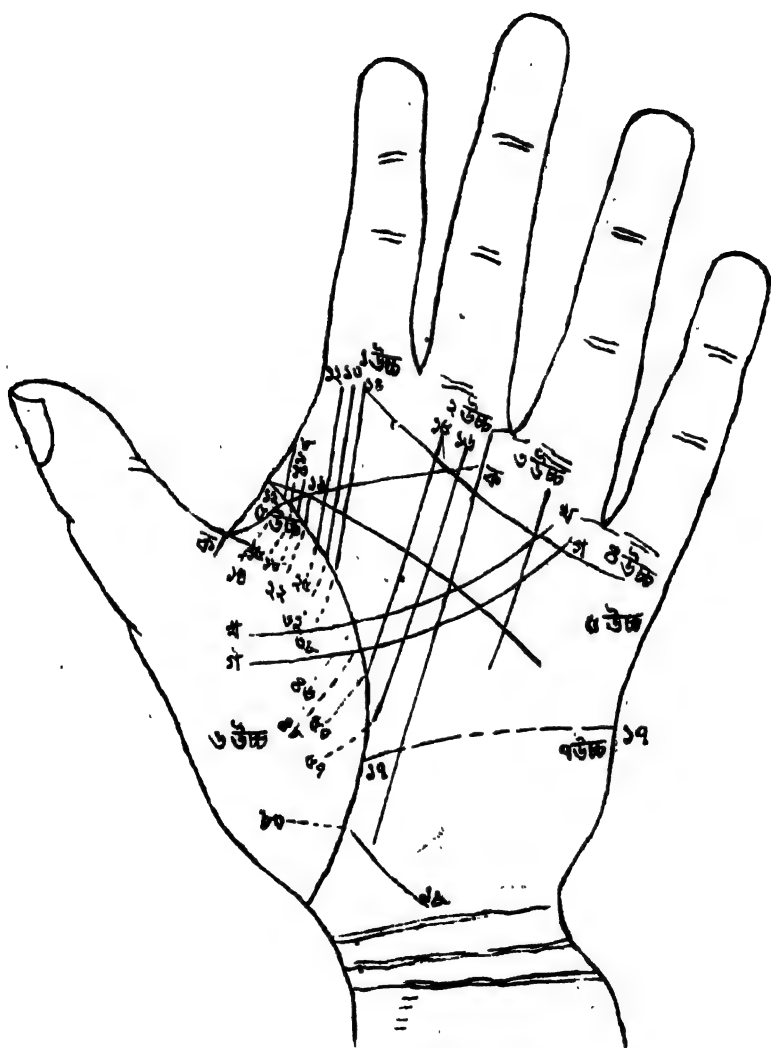
সামুদ্রিক বিজ্ঞান
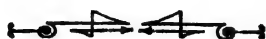
প্রথম অধ্যায়।

শিষ্য। গুরুদেব, আপনার নিকট সামুদ্রিকশাস্ত্রগত উপদেশ বহুবারই পাইয়াছি; "সামুদ্রিক শিক্ষার" সময়ে মনে করিয়াছিলাম যে, এই শাস্ত্রে জ্ঞান-লাভ করিলে, আমি স্থিরচেতাঃ হইয়া শান্তির উপভোগে সমর্থ হইব। পরে তদ্বিষয়ের জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনই মনশ্চাঞ্চল্যেরও ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাই আপনার শরণ লইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, পূর্ব্বে আমার হৃদয়ে যে বীজবপন করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুরোদ্গম জন্য 'রেখাদিবিচারে' যে ফলিতাংশ বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার চিত্ত স্থির না হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্থির হইয়াছে। এতাবৎকাল সামুদ্রিকবিষয়ে যত উপদেশ পাইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করায়, বোধ হইতেছে, কেবল কতকগুলি স্থূলবিষয়েই জ্ঞানলাভ করিয়াছি; ফলতঃ উহাতে আমার চিত্ত-চাঞ্চল্যের হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। যখন আমার জ্ঞান ছিল যে, জগতে কর্ম্মফলের সমষ্টি হইতেই মনুষ্যের উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে, তখন আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল ছিল না বটে, কিন্তু কর্ম্মফলের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল গ্রহগণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিতেছি,—ইহার এখনও সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিতেছি না। তবে এতৎ-সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানই যে, নূতন নূতন জ্ঞান-পিপাসার উত্তেজনা করিয়া, আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল করিতেছে, তাহা ত সুস্পষ্টই অনুমিত হইতেছে। এক্ষণে আমার সানুনয় জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম হয় কেন? আর ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বা সূক্ষ্ম কারণ সামুদ্রিক শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় কি না?

গুরু। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সূক্ষ্ম কারণ সামুদ্রিক-সাহায্যে জানিতে পারা যায়। পার্থিব যাবতীয় পদার্থ—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থলচর, জলচর, উদ্ভিদ, জঙ্গম প্রভৃতি—সকলই ঐশ্বরিক নিয়মে উৎপন্ন ও গ্রহগণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, যথাকালে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইতেছে, এবং ইহাতে জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরের একটী সুমহদুদ্দেশ্য—তাঁহার অনন্ত সৃষ্টির সম্যক্ পরিচালন—সাধিত হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি গ্রহবলে পরিচালিত হইয়া, সাত্বিকভাবে বিভোর; এবং সেই সময় ঐরূপ গ্রহবলে তাহার পত্নী বা অপর একটী স্ত্রী সাত্বিকভাবে উন্মত্তা;—বিধাতৃনিয়মবশে উভয়ের সহবাসে একটী জীবের জন্ম হইল। কিন্তু সেই সহবাসকালে তাহার ফলে যে, কিরূপ সন্তান জন্মিবে, তাহা উক্ত কামোদ্দাম দম্পতির কেহই জানে না; তাহারা গ্রহগণের বশেই কেবল কামোদ্ধতভাবে স্বাভীষ্ট চরিতার্থ করিয়াছে। কিন্তু ভগবানের নিয়মবশে জনকজননীর মনোবৃত্তির সমবায়ের সহিত গ্রহগণের বলাবলের অনুপাতেই গর্ভসঞ্চারের সমকালেই ঐ নবজাত গর্ভের—জীবের—চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থার বশে সকল জীবকেই বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। কিন্তু অনন্তকৌশল ভগবানের এমনই সুনিয়ম যে, তিনি জাগতিক সকল কর্ম্মের মধ্যেই এক নিত্য নিয়মে একটী আসক্তি বা টান বিদ্যমান রাখিয়া, কাহাকেও গ্রহগণের অধীনতার অনুভব করিতে দিতেছেন না। সেই পার্থিব আসক্তিবশেই জীবকে বিবিধ কর্ম্মশীল এবং তাহারই জন্য অনুক্ষণই অপিচ স্বতই আত্মোৎসর্গ করিতে হয়, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। যথা—

কোন ব্যক্তি মদ্যপানে অনুরক্ত; তাহার মদ্যসেবন জন্য অখ্যাতি রটিলেও তজ্জনিত আমোদ উপভোগের জন্য, সে নিন্দাভয়ে মদ্যপানে বিরত না হইয়া—স্বীয় সুখ্যাতি ত্যাগ করিতে—কার্য্যতঃ তাহাতে আত্মোৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত নহে। চৌর ও ঐরূপ কোন দ্রব্যের দর্শনে মুগ্ধ হইয়া লাভবাসনায়ই তাহাতে লোভ বা আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে; ঐরূপ যিনি পাঠামোদী, তিনিও, জ্ঞানার্থী বা যশঃপ্রার্থী হইয়া, সর্ব্বদা পাঠে রত থাকিয়া জীবনযাপন করিতে—কার্য্যতঃ ব্রতী। সুতরাং কি মদ্যপান, কি পরদ্রব্যহরণ, কি গ্রন্থাধ্যয়ন,—সমস্ত কার্য্যেরই অন্তর্ভূত সাধন হইতেছে,—

একমাত্র আত্মোৎসর্গ। প্রত্যেক জীবই এইরূপে গ্রহগণের অধীন হইয়া, আসক্তিবশতঃ বিবিধ কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতেছে; সেই আত্মোৎসর্গের ফলে আত্মোৎকর্ষবিধান—বা আত্মপ্রসারসাধন হইতেছে। ফলে সেই পার্থিব আসক্তিই একভাবে অভেদে কার্য্যকরী হইয়া, আমাদিগকে এক অনন্তশক্তি ভগবানের আত্মোৎসর্গের ফলসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। এই একই আসক্তি জীবগণের যাবতীয় কার্য্যে বিভিন্নভাবে বিভিন্নপ্রকারে বিদ্যমানা—অনন্তশক্তি ভগবানের সৃষ্টির অনন্ত লীলাক্ষেত্রে অনন্তকাল ধরিয়া কার্য্যকরী। আর তাই ভগবান্ সকল জীবকে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াও, ঐ আসক্তির পূর্ণোন্নতির সহিত আপনার প্রকাশ করিয়া, স্বয়ম্প্রকাশ নামের সার্থক্যসাধন ও জীবের প্রতি অনন্ত দয়ার বিকাশ করিতেছেন ও তাঁহার এই সুনিয়মেই অনন্ত সৃষ্টির রক্ষাবিধান হইতেছে।

যেমন, কাহার উপর বৃহস্পতির অনুকূল দৃষ্টি প্রবল থাকায়, তিনি সূক্ষ্ম-ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাকারী শাস্ত্রানুশীলক ও হিংসাদ্বেষরহিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন; অপর ব্যক্তির উপর শনির প্রবল প্রতাপ থাকায়, তাহাকে মৎস্যমাংসপ্রিয় ও কদাচারী হইতে হইয়াছে। ভগবানের সুনিয়মে উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ এইরূপ বৈষম্য থাকিলেও অনেকে তাহার ফলতঃ সাম্যের উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনেক সময়ে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিকে যে, ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়; আবার সময়ে সময়ে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে যথোচিত মর্য্যাদাপ্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয়,—এমন কি ভক্তি ভণ্ড বলিয়া দোষারোপ করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর লোকেই ঐশ্বরিক নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বলাবল অনুসারে যে বিভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন—আর তাহাই যে, ভগবানের অভিপ্রেত,—তাহার উপলব্ধি করিতে অক্ষম। বস্তুতঃ কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি আর্দ্রবস্ত্রে প্রখর সূর্য্যকিরণে দণ্ডায়মান হইলে, যেমন তাহার বস্ত্র শুষ্ক হইয়া যায়, অপরপক্ষে কদাচারী ব্যক্তি আর্দ্রবস্ত্রে সূর্য্যরশ্মিতে দণ্ডায়মান হইলে, তেমনই তাহারও বস্ত্র শুষ্ক হয়। ভগবানের নিয়মে পরিচালিত হইয়া সূর্য্যাদি গ্রহগণ স্থূল জগতে সকলের প্রতি সমানভাবে কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং ঐ নিয়মে গ্রহগণ

সমস্ত জীব বা বস্তুর উপর অজেয় প্রভুত্ববিস্তার করিয়া, কি স্বাস্থ্যকর, কি অস্বাস্থ্যকর, নানারূপ কার্য্য করাইয়া লইতেছেন; আর তাঁহাদিগের এইরূপ কার্য্যকারিতা অনিবার্য্য ও অখণ্ডনীয়। এই সূক্ষ্ম তেজঃ শক্তি বা প্রভাব কর্ণের বা চক্ষুর অগোচর—কেবল জ্ঞানদ্বারা অনুভবনীয়। জ্যোতিষ বা সামুদ্রিকশাস্ত্রের সাহায্যে ঐ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়,—আর কিছুতেই হইতে পারে না। বলিতে কি, এক জ্যোতির্ম্ময়কে জানিতে হইলে, এই শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শিষ্য। প্রভো, ঐশ্বরিক নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশেই যদি আমাদিগকে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়,—তাহা হইলে কি আমরা গ্রহগণের হস্তামলকবৎ জড়পদার্থ? আর জগৎকর্ত্তা ব্রহ্ম নিরাকার নিষ্ক্রিয় বলিয়া যে শাস্ত্রে কথিত, তাহার বৈপরীত্যে—তাঁহার নিষ্ক্রিয়ত্বের অপলাপ করিয়া, ক্রিয়াপ্রদর্শনে—আমাদিগের পরিচালন করিতেছেন বলিয়া নির্দ্দেশী-করণে আমার সন্দেহ আরও প্রবল হইতেছে!

গুরু। বৎস, তোমার প্রশ্ন দেশকালপাত্রের উপযোগীই হইয়াছে; জগতের সৃষ্টিরহস্যে প্রবেশ না করিলে, এরূপ সন্দেহ ত সহজেই উদিত হইতে পারে। দেখ, প্রাচীন দর্শনকার ভগবান্ কপিল স্বপ্রণীত সাঙ্খ্যে বলিয়াছেন,—প্রকৃতিপুরুষের যোগে জগতের উৎপত্তি,—আরও পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অথচ চৈতন্যস্বরূপ; প্রকৃতি সক্রিয়া অথচ অচেতনা। হস্তপদান্বিত অন্ধের স্কন্ধে যেমন চক্ষুষ্মান্ খঞ্জ উঠিয়া, সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে, সেইরূপ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় পুরুষের সহিত ক্রিয়াশীলা অচেতনা প্রকৃতির যোগে জাগতিক সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং পুরুষ বা বিশ্বেশ্বর কি প্রকৃতির সংযোগে সক্রিয় হইলেন না? আরও বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকেরা বলেন, বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ;—ঘটসম্বন্ধে তিনি স্বয়ং যুগপৎ মৃত্তিকার ও কুম্ভকারের স্থানীয়। আর বিশ্বেশ্বর তিনি নিমিত্তকারণই হউন, বা উপাদানকারণই হউন,—কারণের সহিত কার্য্যের নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই প্রকৃতি বা উপাদান, ঈশ্বর ব্রহ্ম বা পুরুষ হইতে অভিন্ন। আবার প্রকৃতির সহযোগে

ব্রহ্ম যখন সক্রিয় হন্,—অর্থাৎ প্রাকৃতিক কর্ম্মসাধন করেন,—তখন তিনি নিষ্ক্রিয়ই বা কিরূপে ?

আবার জগতের সৃষ্টির সঙ্গে ভগবান্ যখন প্রাকৃতিক পদার্থময় গ্রহ সকলকে দুর্লক্ষ্যা আকর্ষণী শক্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তখন তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত করিয়া, পরিভ্রমণে বাধ্য করিয়াছেন,—আর তাহাদিগকে আকর্ষণী শক্তি যে, আমাদিগের প্রাকৃতিক দেহের উপর সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইবে, তাহা স্থির। আর সাধারণ জীব প্রকৃতির অধীন থাকায়, গ্রহপরিচালনের সহিত আমাদিগের ক্রিয়াসাম্য থাকিবে নিশ্চিতই। সুতরাং গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তি আমাদিগেরও যে আকর্ষণী শক্তি (টান) বা আসক্তি বৰ্দ্ধিত করিবে, তাহা বিচিত্র নহে! ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, প্রকৃতিপুরুষের অন্যথাখ্যাতিই জীবন্মুক্তি ;—অর্থাৎ জীবন্মুক্ত জীব—আত্মাকে প্রকৃতি হইতে অন্যথা বা পৃথক্ বলিয়া মনে করেন ; প্রাকৃতিক দেহের নিগ্রহে আত্মার নিগ্রহ হয় না, এই দৃঢ় বিশ্বাসে চিরকাল আত্মপ্রসাদ-ভোগে সমর্থ হয়েন। বস্তুতঃ প্রাকৃতিকী ক্রিয়া—ভোজনাদির চেষ্টা—যদি না থাকে—প্রাকৃতিক দেহের কষ্টে যদি অন্তরাত্মা নিগ্রহানুভব না করেন, তাহা হইলে, প্রাকৃতিক দেহের উপর গ্রহশক্তির কার্য্য হইলেও, আত্মপুরুষ গ্রহমুক্ত হইয়া, পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানলাভ করিয়া, স্থির হইতে সমর্থ হন্।—ইহাও গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তির বশে,—আকর্ষণী শক্তি বা আসক্তি বৰ্দ্ধিত হইবার জন্যই হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো, পার্থিব কার্য্যে আমাদিগের আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, আমরা ভগবানে সমাহিতচিত্ত হইয়া, স্থির হইতে পারি, তাহার বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে বলিলে বুঝিতে পারি।

গুরু। বৎস, সংসারে কি চেতন প্রাণী, কি উদ্ভিদাদি জড়প্রাণী,—সকলেই জগৎপিতার এক অপ্রতিহত ও অপ্রতিষেধ্য নিয়মের অধীন, এক প্রকৃতি-পুরুষের লীলাতেই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া থাকে ; প্রকৃতি-পুরুষের যোগে যেমন জাগতিক জীবমাত্রেরই উদ্ভব হয়, সেইরূপ প্রকৃতির পোষণী শক্তিরই আকর্ষণে জীব ক্রমেই উন্নতিলাভ করিয়া, সত্তা রক্ষা করিতে থাকে ; আবার প্রকৃতি-পুরুষের বিচ্ছেদে জাগতিক জীবের

দৈহিকী স্থিতিরও অন্তরায় হয়; দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা তোমার সহজবোধ্য করিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন উদ্ভিদ্বীজ যথানিয়মে মৃত্তিকায় উপ্ত হইলে, সেই বীজ পৃথিবী হইতে রসসংগ্রহ করিয়া, ক্রমশই পুষ্ট হইতে থাকে। উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করাতে, শেষে বীজের বহিরাবরণ যখন তাহার ধারণ করিতে অসমর্থ হয়, তখন সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়; তখন তাহার দুইটী অঙ্ক আবরণের বাহিরে আসিয়া, পরস্পর প্রতীপদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। সেই দুইটী অঙ্গের একটী অধোগামী ও অপরটী উর্দ্ধগামী হইতে থাকে। সেই দুইটী অঙ্গের কার্য্যকারিতাতেও একটী মহত্তত্ত্ব নিহিত আছে; এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ইহাতেও ঐ প্রকৃতিপুরুষের লীলা নিরন্তনই পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে। বীজে যে প্রাকৃতিক অংশ নিহিত আছে, তাহা প্রকৃতির আশ্রয়ে—অর্থাৎ স্থূল পৃথিবীর সংসর্গে বর্দ্ধিত হইয়া, মূল (শিফা) বা শিকড়-রূপে মৃত্তিকামধ্যগত হইয়া যায়, ও পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিতে থাকে; এবং এই রসে উর্দ্ধাংশের কাণ্ড পল্লবাদির পোষণ হইতে থাকে; পরে পুরুষরূপী সেই উন্নতাংশ সেই প্রকৃতির ক্রিয়াবশে পুষ্টিলাভ করিয়া, উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে থাকে।

জড়জীব উদ্ভিদ্ যে সন্নীতির বশে জগতে জন্মগ্রহণ করে, সেই সন্নীতির বশে চেতন জীব—মনুষ্যদিগকেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, মনুষ্যগণেরও জন্মাদিতে ঐরূপ প্রকৃতিপুরুষের লীলা অনুক্ষণই পরিদৃশ্যমান হইতে পারে। বীজের ও মৃত্তিকার পারস্পরিক সংযোগে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া, যেমন আপনার প্রাকৃতিক অঙ্গ—অধোমূল (শিফা) বা শিকড়াদি পৃথিবীনিহিত করিয়া পার্থিবরসসংগ্রহ করিতে করিতে পুষ্টিলাভ করে, ও তাহাতে তাহাদের উর্দ্ধমূল স্কন্ধ কাণ্ড প্রভৃতির পোষণ হয়, সেইরূপ পৃথিবীতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া, বিভিন্নপ্রকারে পার্থিবরসের সংগ্রহপূর্ব্বক নিরন্তরই আত্মশরীরপোষণ করিয়া থাকে। বৃক্ষের শিফা বা শিকড়াদি যেমন পৃথিবীর মধ্যে চারিদিকে প্রসরবৃদ্ধি করিতে করিতে তাহার পুরুষস্থান—উত্তমাঙ্গের ক্রমশই উন্নতি করিতে থাকে, মনুষ্যগণের আসক্তির—পার্থিব্ ব্যাপারের আকর্ষণী শক্তির বশে সেইরূপ

ক্রমশই আত্মার উন্নতি হইতে থাকে। এইরূপ প্রত্যেক জীব অনুক্ষণই পার্থিব কর্ম্মে উন্নতিলাভ করিতেছে। উদ্ভিদ্বীজ যেমন পৃথিবীর অধোগত হইয়া উন্নতিসাধন করে, জীবও সেইরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, পার্থিব কর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া, পৃথিবীতে উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের বিচিত্র নিয়মে আত্মোন্নতিই হইতেছে, জীবের একমাত্র সাধ্য। আত্মোন্নতি-লাভ করিতে সমর্থ হইলে, যিনি একমাত্র সর্ব্বোচ্চ—যিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও বিধাতা—তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে—সিন্ধুতে একবিন্দু ফেলিয়া, আত্মহারা হইতে সমর্থ হওয়া যায়;—তখন বিন্দুর স্বাতন্ত্র্য বা পৃথক্ চাঞ্চল্য থাকে না। তখন সিন্ধুর ক্রিয়ার সহিত বিন্দুর ক্রিয়া অভেদ হইয়া দাঁড়ায়; তখন সুতরাং সিন্ধুর সহিত পৃথগ্ভাবে বিন্দুর কোন চাঞ্চল্য থাকে না বলিয়া, সেই নিত্য সত্য ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া, স্থির হওয়া যায়। সুতরাং পার্থিব সকল কার্য্যেই যে, আমাদিগের উন্নতি সাধিত হইতেছে,—অর্থাৎ ভগবানে সমাহিতাত্মা হইয়া যে, স্থির হইবার পথ প্রশস্ত হইতেছে,—তাহাও অবশ্যস্বীকার্য্য।

শিষ্য। প্রভো, জগতে প্রকৃতিপুরুষের লীলা ত চারিদিকেই প্রকাশমান; আর প্রাকৃতিক কর্ম্মবশে জনমাত্রেরই যে, আসক্তির বা আকর্ষণী শক্তির বৃদ্ধিজন্য, উন্নতি হইতেছে, তাহা স্থির, অপিচ প্রকৃতিপুরুষের লীলার স্বরূপোপলব্ধি করিতে আর্য্য পৌরাণিকগণ অনেক কথাই বলিয়াছেন,—তাহার সহিত কথিত বিষয়ের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে কি না—এবং ঐরূপ আসক্তির বা আকর্ষণী শক্তির স্বরূপ কি?

গুরু। প্রকৃতিপুরুষের লীলা যে, সংসারের চারিদিকে নিরন্তরই ঘটিতেছে, তাহা ত তোমায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। আর তাহাতে যে, নিরন্তর এক আসক্তিরই কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহাও বোধ হয়, তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, প্রকৃতিপুরুষের লীলার স্বরূপোপলব্ধি করিলে,—অর্থাৎ পুরুষের নিত্যত্ব ও চৈতন্য এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীলত্ব ও ক্রিয়াশীলত্ব বুঝিলে,—জীব জীবন্মুক্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ দেহাত্মবাদ ভুলিয়া, আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও দেহের বিনশ্বরত্ব যেমন জ্ঞাতব্য, স্থূল জগতের দৃষ্টান্তও তেমনই দ্রষ্টব্য। এক্ষণে তাহা সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মনে কর, কোনপুরুষ কোন স্ত্রীতে এরূপ দৃঢ়ভাবে আসক্ত হইয়াছে যে, ক্ষণকালের জন্য, পরস্পরের বিরহ একান্তই অসহ্য বলিয়া, তাহাদের প্রত্যেকেরই বোধ হয়;—এমন কি একের অভাবে অন্যের অভাব ঘটিতে পারে। পরে সেই স্ত্রীলোকটীরই মৃত্যু হইল,—তাহার পার্থিব দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ ঘটিলে,—সেই প্রেমিক পুমান্ আর তাহার প্রতি প্রীতিপ্রদর্শনে—বা পূর্ব্বের ন্যায় তাহার দেহের প্রতি সগৌরব যত্নপ্রদর্শনে—কিংবা গাঢ় আলিঙ্গনে—ইচ্ছা করেন না; কারণ তাহার ভালবাসা যে, সেই শবদেহে আবদ্ধ নহে,—তাহার ভালবাসা যে, দেহাতিরিক্ত কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থে—আত্মাতেই—যথার্থ ন্যস্ত, তাহা স্থির। এই মহতী আসক্তি জাগতিক সকল ব্যাপারের অন্তর্হিত। আবার ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য যে, কোন ব্যক্তি সস্ত্রীক নৌকাযোগে জলযাত্রা করিতে করিতে দৈবদুর্ব্বিপাকবশে নৌকাখানি জলমগ্ন হওয়ায়, বিপন্ন সেই দম্পতির মধ্যে তখন হয় ত স্বামী সন্তরণদ্বারা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত,—স্ত্রীর উদ্ধারে পরাঙ্মুখ; আবার নদীতীরস্থ অপর এক ব্যক্তি সেই নিমজ্জমানা পতিকর্ত্তৃক উপেক্ষিতা ললনাকে দেখিয়া, তাহার উদ্ধার জন্য,—আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। ইহা স্থূলদৃষ্টিতে যাহাই হউক, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়,—উভয়ের আত্মায় আকর্ষণী শক্তির উদ্দীপনা হয় বলিয়াই, এরূপ ঘটিয়া থাকে। এ স্থলে তৎসম্বন্ধে পতির অপেক্ষা অন্যের আভ্যন্তরিক আকর্ষণের বল যে অধিক, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য।

আর্য্য ঋষিগণ পুরাণে সাবিত্রীসত্যবানের উপাখ্যানে অতুল কবিত্বে এতদ্বিষয়ের মহত্ত্বের বিকাশ করিয়াছেন; পুরুষ প্রকৃতরূপে প্রকৃতিতে সংসক্ত হইলে, তিনি স্বপ্রকৃতি ব্যতীত আর অন্য প্রকৃতির বিভিন্ন স্থায়িত্ব দেখিতে পাইবেন না; প্রকৃতিও পুরুষে সংসক্ত হইলে, স্বাভীষ্ট পুরুষ ব্যতীত অন্য কাহাতেও পুরুষের বিভিন্ন বিনিবেশ দেখিতে পাইবেন না; অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে,—স্ত্রীপুরুষ বা দম্পতী কখনই পারস্পরিক সম্মিলন ব্যতীত অন্য সম্মিলনের ভাব মনে আনিবেন না। সাবিত্রীও ঐরূপ সাধুভাবে সত্যবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই আত্মসমর্পণের জন্যই একের প্রকৃত স্ত্রীত্ব ও অপরের প্রকৃত পুংত্ব ঘটায়, একের অভাবে অন্যের

অভাবসজ্ঘটন স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সত্যবানের অভাবে যে, সাবিত্রীরও অভাব ঘটিবে, তাহার ত কেহই অপলাপ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব সাবিত্রীর জীবনীশক্তির স্থায়িত্ব হইতে যে, সত্যবানের পুনর্জ্জীবনলাভ হইবে,—অর্থাৎ কার্য্যতঃ উভয়ের স্থিতির অন্তরায় যে হইতে পারে না,—তাহা আর বিচিত্র কি? প্রকৃতপ্রেমে ত বিচ্ছেদ ঘটিতেই পারে না। কিন্তু স্থূলপ্রেমেও যে, আসক্তির বা আকর্ষণীশক্তির সঞ্চার হয়, তাহাও ঐ মহৎপ্রেমের ছায়া বলিয়া। ইহা হইতেও, মহৎপ্রেমের উপলব্ধি হয়;—যেমন নিরবচ্ছিন্ন শষ্পপরিবেষ্টিত প্রান্তরে একাগ্রভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া, অসহ্য সূর্য্যাতপ মস্তকে লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ কোন অত্যুন্নত মহীরুহের ছায়া পাইলে, দৃষ্টিবিক্ষেপে সেই রশ্মিপ্রতিরোধক মহীরুহের ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেইরূপ সংসারপ্রান্তরে তীক্ষ্ণ অনুরাগ-তপনালোকে দৃষ্টিক্ষোভ জন্মিলেও, জীব প্রেমকল্পতরুর সচঞ্চল ছায়া পাইলেই, পরে তাহার মূলাবলম্বনে স্থির ছায়া পাইতে পারে। তাই কোন প্রাচীন কবি বলিয়াছিলেন—সংসাররূপ বিষবৃক্ষে দুইটী অমৃতোপম ফল ফলিয়াছে,—একটী কাব্যামৃতরসের আস্বাদ ও অপরটী সাধুসঙ্গ—অকপট মিলন। যেমন—

পার্থিব লোকে সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহাতে আসক্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সুন্দরীর সুন্দর দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ ঘটিলে সেই সুন্দর দেহে ত আর তাহার প্রীতি আকৃষ্ট হইবে না; সুতরাং স্থূলভাবে পার্থিব প্রেমে বা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, যিনি যাহাতেই প্রীতির অর্পণ করুন না কেন, প্রীতি সূক্ষ্মভাবে একের আত্মার সহিত অন্যের আত্মার মিলন করিবার সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব শাস্ত্রীয় মর্ম্মের অধিগমনের সহিত বুঝিতে সমর্থ হইলেই জ্ঞানলিপ্সারও পরিতৃপ্তি করিতে পারিবে। কিন্তু এতদ্বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে বুঝিতে হইলে, জ্যোতিষের বিশিষ্টরূপ চর্চ্চা করাই কর্ত্তব্য; কেন না, কোন বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, তাহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতে হয়। গ্রহপরিচালনের সহিত তাহাদের গুণাগুণানুসারে মনুষ্যগণের কর্ম্মপার্থক্যে উপলব্ধি করিতে—জ্যোতিষ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

শিষ্য। প্রভো, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। কারণ আর্য্যশাস্ত্রকার ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের নানারূপ শাস্ত্র লিখিয়াছেন; সেই সকল শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্য অপেক্ষা জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা যে, সহজে ঈশ্বরের সত্তা ও সৃষ্টিকৌশল বুঝিতে পারা যায়, তাহার কারণ বুঝিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। অন্ত শাস্ত্র অপেক্ষা জ্যোতিষ-সামুদ্রিকদ্বারা যে, সহজে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলাভ হয়, তাহার কারণ শ্রবণ কর। একটী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবা-মাত্রই উহার জীবনের কর্ম্ম সকল ও শুভাশুভ ফলাফল কিরূপ হইবে, তাহা এই শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন শাস্ত্রদ্বারা জানিতে পারা যায় না। যেমন কোন ব্যক্তির জন্মকালীন শুভগ্রহ শুভস্থানে ও পাপগ্রহ সকল উপচয়ে অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ গৃহে থাকিলে, তাহার জীবনের সবিশেষ উন্নতিসাধন করে,—অর্থাৎ তাঁহার বিদ্যা, ধন, মান, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সম্ভোগ করায়। আর এক ব্যক্তির জন্মসময়ে পাপগ্রহগণ দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম স্থানে থাকিলে তাহাকে রুগ্ন ও চিন্তাযুক্ত করিবে। আবার তদ্রূপ করতল-গত গ্রহস্থানের উচ্চতা নিম্নতা ও রেখাচিহ্নাদির সমাবেশ প্রভৃতি লক্ষণানুসারে জাতকের শুভাশুভ ফলভোগ করিতে হয়; তাহার ফলে সকলেরই পার্থিব অনুরাগ নিরন্তরই বৃদ্ধি পায়,—ফলে এই বিবিধ ফলভোগের শেষে আসক্তির বিষয়ীভূত বিনশ্বর পার্থিব পদার্থ যখন নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই আসক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। আর তখন সেই নিরবলম্বনা আসক্তি—যে বিশ্বশিল্পীর অনন্তকীর্ত্তি চারিদিকেই বিস্তৃত—যিনি কার্য্যকারণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহাতে যে, নিশ্চিতই আশ্রয় পাইবে, তাহা স্থির। যদি কোন ব্যক্তি দূরস্থিত আলোকের প্রতি চক্ষুঃ সঙ্কুচিত করিয়া দেখিতে থাকেন, তাহা হইলে, দেখিতে পান, সেই আলোকের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতঃ যেন তাঁহার চক্ষুঃস্পর্শ করিতেছে; সেইরূপ নশ্বর পার্থিব পদার্থের অপসরণের সহিত জীবের ঐ আসক্তির আকুঞ্চিত হইয়া যাওয়ায়, বিশ্বকর্ত্তা ভগবানে উপনীত হয়, তাহা হইলে, আকুঞ্চনহেতুক একাগ্রতা যে, জন্মাইবে নিশ্চিতই, তাহা ত প্রমাণসিদ্ধ; আর তাই সেই জ্যোতির্ম্ময়ের দিব্যজ্যোতিঃ জীবের অন্তরাত্মায় উপনীত হইবে। অপিচ এই

প্রত্যক্ষসিদ্ধ শাস্ত্রের সাহায্যে সেই জগৎপতির অনন্তলীলার উপলব্ধির সহিত তাঁহার বিমল জ্যোতির উপলব্ধি হয়।

যে সকল শাস্ত্র প্রত্যক্ষফলের নির্ণায়ক—সত্য তত্বের উদ্ভাবক—তৎসমুদয় হইতেই সহজে ঈশ্বরের সত্তাবিষয়ে ও সৃষ্টিকৌশলসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। যেমন কেশসদৃশ সূক্ষ্ম তাম্র তার দিয়া, এত অধিক তাড়িতসঞ্চালন হয় যে, তদ্দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ বৈদ্যুতিক যন্ত্র সকল (Electric Matter) পরিচালিত হয় ও একটী সামান্য লৌহতন্তু এরূপ মহৎ বৈদ্যুতিক চুম্বকরূপে (Electric Magnet) পরিণত হয় যে, তাহাতে দুই এক জন মনুষ্য অনায়াসে ঝুলিতে পারে। আরও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য দ্বারা চেতন জীবের শরীর হইতে যে, আপনাদের অনিষ্টকারী আঙ্গারিক বাষ্প (Carbonic Acid) বাহির হয়, তাহা জড়জীব উদ্ভিদ্‌গণের খাদ্য বা জীবনবায়ুরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায়, ও তাহাদের বিষরূপে পরিত্যক্ত অম্লজনক (Oxygen) বাষ্প চেতন প্রাণিমাত্রেরই জীবনবায়ু হওয়ায়, ও চেতন প্রাণীর সহিত উদ্ভিদ্‌গণের এই বিনিময়বিধি স্থির থাকায়, জগতে অনন্তজীবস্রোতঃ প্রবাহিত রহিয়াছে। বিশ্বনিয়ন্তার এই সকল সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই' বিশিষ্টরূপ পাওয়া যায়। বেদ, দর্শন বা পুরাণাদি শাস্ত্রের লিখিত প্রকরণমত ঈশ্বরের সত্তা ও সৃষ্টিকৌশল জানা অপেক্ষা উল্লিখিত উদাহরণত্রয় যাহার অঙ্গীভূত, সেই 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' কিংবা তৎসদৃশ অভ্রান্ত সত্যের উদ্ভাবক শাস্ত্রের—অর্থাৎ সত্যোদ্দীপক জ্যোতিষ কিংবা তাহার অঙ্গীভূত সামুদ্রিক শাস্ত্রের সাহায্যে কোন প্রত্যক্ষফল ব্যাপারের ঐকান্তিক ভাবে অনুধাবন করিলে, বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁহার সৃষ্টিকৌশল মনে স্বতই উদিত হয়। সুতরাং এক্ষণে এতদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে, প্রত্যক্ষফলপ্রদ জ্যোতিষ-সামুদ্রিক প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে ঈশ্বরের সত্তা ও সৃষ্টিনৈপুণ্য সহজেই অনুমিত হয়।

শিষ্য। কি কারণে এক ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হইয়া সুখসম্ভোগের জন্য, এবং অপর ব্যক্তি দুর্ভাগ্য কষ্টভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। বৎস, ঈশ্বর মানবগণকে সমভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইবার জন্য, কখন বা ধনী—কখনও নির্ধন, কখন বা সুখী, কখনও দুঃখী—এইরূপ নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে চালাইতেছেন। যেমন কোন ব্যক্তি সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া অতিসুখে জীবন অতিবাহিত করে, পরবারেই ঐ ব্যক্তিকে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরতিশয় কষ্টে কালাতিপাত করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে মানবগণ কেন—জাগতিক যাবতীয় জীব জন্তুই চালিত হইতেছে; এইরূপ নিয়ম না থাকিলে, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলভাবে কখনই চালিত হইত না।

মানবমাত্রই সমাবয়বিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃতি-বৈষম্য থাকে;—যেমন কোন জাতকের জন্মকালে বৃহস্পতি বলবান্ থাকায়, তাহাকে ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রানুশীলক হইতে হয়; অপিচ শনি বলবান্ থাকিলে, কদাচারী ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে হয়। আবার জাতকের প্রতি ঐ দুইটি বিভিন্ন গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, তাহাদের বলের তারতম্যানুসারে জাতকের বৃত্তিবৈষম্য ঘটে। এইরূপ গ্রহগণের বলাবলের মিশ্রফলে জাতকের কার্য্য মিশ্রফলও যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিতে দেখা যায়। সাংস্থানিক লক্ষণানুসারে কাহারও প্রতি বৃহস্পতির বল অধিক হইলে, তিনি ধর্ম্মপরায়ণ হন ও ম্লেচ্ছের শরণ লওয়া অপেক্ষা প্রশস্তজ্ঞানে সামর্থ্যানুসারে যথাবিহিত স্বকর্ম্ম-সাধনে রত থাকেন; অপিচ, শনির বল অধিক হইলে, জাতক ধার্ম্মিক হইলেও উদরপোষণার্থক ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতে রত থাকে। অপরতঃ জাতকের জন্মকালীন মঙ্গল প্রবল থাকিলে, তাহাকে উগ্রপ্রকৃতি হইতে হয়; আবার মঙ্গলের আধিপত্যে জাতা অনেক রমণীও দেখিতে পাওয়া যায়, স্বতই উগ্রস্বভাব স্বামিলাভে বাঞ্ছা করেন। এইরূপ বিভিন্ন গ্রহের বশে পরিচালিত হওয়ায়, সকলেই সমসৌভাগ্যলাভে সমর্থ হয় না। বৃহস্পতির পূর্ণাধিকারে জাত ব্যক্তি হীনসেবায় অর্থোপার্জ্জন করিতে কখনই সম্মত হন্ না, প্রায়ই অর্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করেন। সুতরাং একের পক্ষে যাহা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত, অন্যের পক্ষে তাহা উপেক্ষণীয়। আর সকলেই ভগবানের সুনিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশে কর্ম্মরত হওয়ায় সকলেরই পরিণাম সেই এক ভগবানের উদ্দেশ্যসাধন—অনন্ত সৃষ্টির পর্য্যবেক্ষণ—

শেষে তন্ময়ভাবগ্রহণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আরও এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদ্যপি সকলেই ধনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে ছোট বড় ভেদ থাকিত না,—সকলেই সমান হইত। রাজা, প্রজা ইত্যাদিরূপ বিভিন্নতা দেখা যাইত না। পূর্ব্বকথিত দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া, যাহা বলিলাম, তাহাতে বিশিষ্টরূপ সপ্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্য বা অপরাপর জীব জন্তু জন্মগ্রহণকালীন যে সকল গ্রহ নক্ষত্রের অধীন থাকে, সেই সকল গ্রহ নক্ষত্রের বশবর্ত্তী হইয়া, শুভাশুভ ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়; তাহার ভাগ্য-ফলের হ্রাস বা সামান্য অন্যথা কিছুই হইতে পারে না।

শিষ্য। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারী প্রবাদ আছে যে, কোন ব্যক্তি রোগ-গ্রস্ত বা বিপন্ন হইলে, গ্রহশান্তির জন্য, যাগ যজ্ঞ করিলে, শুভফল পাইতে পারে; তবে সে সমস্তই কি বৃথা?

গুরু। হাঁ বৃথা বটে; কারণ ভগবন্নিয়মে পরিচালিত নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণ জাগতিক জীবের পরিচালনসম্বন্ধেও ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন; এবং উহারা এক একটী গুণসম্পন্ন জড়ভাবে সৃষ্টি হইয়া, জগৎপতির অনন্ত সৃষ্টির রক্ষাবিধান করিতেছেন। যথা—

রবি সৌর জগতের প্রধান গ্রহ—সকল গ্রহের আদি বলিয়া ইহাঁর নাম আদিত্য এবং ইহাঁর প্রভাবেই জগত প্রসূত বলিয়া, অন্য নাম সবিতা। এই জন্য ইনি আত্মস্বরূপ এবং লোকে দীপ্তি, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মিত্রযোগ, পদবর্দ্ধন, উন্নয়ন প্রভৃতির বিধান করিয়া থাকেন;—ইহাঁদ্বারা জাতকের পিতার শুভাশুভ, রাজা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অনু-কূলতা বা প্রতিকূলতা ঘটিয়া থাকে; এবং ইনি তাপদ্বারা পার্থিব সকল বস্তুরই রসশোষণ করেন।

চন্দ্র—শরীর ও ষড়্‌রিপুর উপর কার্য্য করেন; ইনি জাতকের মাতার শুভাশুভ ও তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, পীড়া, ভ্রমণ ও ভাগ্য প্রভৃতির সূচনা করেন; এবং রসোৎসর্গে জগৎ শীতলও করিয়া থাকেন।

মঙ্গল—ভ্রাতা, ক্ষেত্র, গৃহ, ভূমি, সম্পত্তি, রাজ্য, বীর্য্য ও অগ্নি ইত্যাদির সূচনা করেন; ইহাঁদ্বারা ভূম্যধিপতি সৈনিক, বীরপুরুষ চিকিৎসক প্রভৃতির কার্য্য সূচিত হয়।

বুধ—বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্য প্রভৃতির সূচক; ইহাঁদ্বারা মাতুলসংক্রান্ত বা পিতৃব্যগত বিষয় সূচিত হয়। ইনি দূত, ছাত্র, ব্যবস্থাপক, লেখক, মুদ্রাকর, গণিতব্যবসায়ী ও পুস্তকবিক্রেতা ইত্যাদির কর্ম্ম-বিধান করেন।

বৃহস্পতি—ধন, ধর্ম্ম, গুরু, পুত্র প্রভৃতির দান করেন। ইহাঁর আনুকূল্যে মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া, ইনি সুরগুরু নামে অভিহিত হন্। ইহাঁর অনুগৃহীত জাতক প্রায়ই মন্ত্রী, বিচারপতি, সংহিতার বা দণ্ডবিধির প্রণেতা, ব্যবস্থাপক, পুরোহিত ও ধর্ম্মব্যবসায়ী হন্। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকৃতির কর্ম্ম-বিধান করিতে এক বৃহস্পতিই সমর্থ।

শুক্র—সুখ, শ্রী, স্ত্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ভগিনী, ভার্য্যা, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতির সূচনা করেন; এবং অনুকূল হইলে, ঐ সকল পদার্থের প্রদান করেন; ইহাঁর সাহায্যে মানবগণ ভূতত্ত্বে ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-লাভ করিতে সমর্থ হয় বলিয়া, ইহাঁকে দৈত্যগুরু বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাঁর আনুকূল্যে জাতকের নটত্ব, গায়কত্ব, চিত্রকরত্ব, বস্ত্রাদিরঞ্জকত্ব, শৌণ্ডিকত্ব ও বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তৃত্ব প্রভৃতির বিষয়ে চিন্তা করা যায়। এবং সুন্দরী স্ত্রী, নট, নটী, প্রভৃতির সাহচর্য্যবিধানও শুক্রের আনুকূল্যে হয়।

শনি—শুভ হইলে, রাজ্য, দাস, দাসী, বাহন ও চিন্তাশক্তি প্রভৃতি প্রদান করেন; কিন্তু অশুভ হইলে, অনিষ্ট বিধান—এমন কি বিনাশ পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন। ইহাঁদ্বারা সন্ন্যাসী, প্রাচীন ব্যক্তি, কৃষি, সারথি ভৃত্য ও নীচ লোক প্রভৃতির কল্পনা করা যায়। *

স্বতই গ্রহগণ পূর্ব্বোক্তরূপ স্ব স্ব গুণানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য। এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীত হইবে, উহাদের নিকট শান্তির প্রত্যাশা করা কিঞ্চিন্মাত্রও ফলদায়ক নহে।

---

* রাহু ও কেতু গ্রহ নহে; পৃথিবী ও চন্দ্র কক্ষার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ সংলগ্ন স্থানদ্বয়কে যথাক্রমে রাহু ও কেতু কহে। চন্দ্র যথাকালে উক্ত দুই স্থানে উপস্থিত হইলে, পৃথিবীর উপর বিশিষ্ট শক্তির প্রকাশ করেন বলিয়া, উহারা গ্রহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। রাহু ও কেতু পাপগ্রহ ও উভয়েই অমঙ্গলবিধায়ক; কিন্তু সিংহরাশিতে দশম ও একাদশ গৃহে শনিযুক্ত হইলে ঐশ্বর্য্যদান ও রাজ্যবিধান করে

শিষ্য। প্রভো, আপনার বর্ণিত গ্রহগণ কিরূপভাবে সংস্থিত হইয়া মানবগণের উপর স্ব স্ব শক্তির পরিচালন করিয়া থাকেন তাহার ফলই বা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ আপনার নিকট শুনিলে, উপকৃত হই।

গুরু। দেখ বৎস, আমাদিগের আধারভূতা পৃথিবী যেমন জড় পদার্থ, গ্রহগণও সেইরূপ;—আর পৃথিবী যেমন আকর্ষণীশক্তির বশে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, গ্রহগণও সেইরূপ করেন। তবে তাঁহাদিগের পারস্পরিকী আকর্ষণী শক্তির ইতরবিশেষে স্ব স্ব বলের অনুপাতে সূর্য্য হইতে বিভিন্ন দূরে ব্যবস্থিত হইতে হইয়াছে;—এই সংস্থানবৈপরীত্য জন্যই, পৃথিবী হইতে পারস্পরিক দূরত্বও কল্পিত হইতে পারে। সৌর জগতের কেন্দ্র—সূর্য্যের চতুঃপার্শ্বপ্রসৃতা নক্ষত্রমালার সংযোগে যে রাশিচক্র কল্পিত হয়, সেই নক্ষত্রমালাপরিবেষ্টিত রাশিচক্রের সম সূত্রপাতে গ্রহস্থিতি কল্পনা করা যায়। এই রাশিচক্রের সহিত পরিভ্রমৎ গ্রহগণেরও সংস্থানে ফলকল্পনা করাও যায়।

শনি।—পৃথিবী হইতে দূরত্বসম্বন্ধে শনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম দূরবর্ত্তী; ইনি বলত্রয়বেষ্টিত ও সাতটী উপগ্রহপরিবৃত। ইহাঁর বর্ণ ধূম্রাভ কৃষ্ণ; এবং ইনি অতীব মৃদুগতিতে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করায়, ২৯ বৎসর ১৫৭ দিনে একবার পরিক্রমণ করিতেছেন। ইহাঁর অনুকূল অধিকারে জাতব্যক্তি পাঠরত গম্ভীর, মিতব্যয়ী, সাবধান, শান্ত, অথচ কর্কশভাবে কর্ম্মসম্পাদনরত হয়; এবং স্বভাবতঃ স্ত্রীপ্রেমে মুগ্ধ হয় না, বরং গভীর ভাবের অধিকারী হওয়ায়, প্রায় সংসক্তভাবেই রত হইয়া থাকে; প্রায়ই গুহ্যবিদ্যার অনুশীলনে রত হয়; এবং ভাববৈগুণ্যে দুঃখার্ত্ত সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাপরবশ হইয়াও থাকে। এইরূপ জাতকের দেহ দীর্ঘ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দীর্ঘ, কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ও ভ্রূযুগ্ম সুস্পষ্ট, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র, নাসিকা ঈষদ্বক্র ও দীর্ঘ, চিবুকাস্থি ঈষদুন্নত, বর্ণ পাংশু এবং হস্তপদ নির্ম্মাংসবৎ। শনি প্রতিকূল হইলে, মানব মলিন, হিংস্র, দ্বেষী, লোভী, ভীরু, নীচাশয়, সন্দিগ্ধ, অপবিত্র, অশুচি, নীচকর্ম্মা বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদী হয়; এবং এইরূপ ব্যক্তি বিকৃতাকৃতি বা দীর্ঘাকার ও তাহার চক্ষুস্তারকা ও কেশ সুকৃষ্ণ এবং ত্বক্ পীতাভ হইয়া থাকে। তুঙ্গী শনির অধিকারে জন্মগ্রহণ করিলে, জাতক বুদ্ধিমান, অল্পভাষী, কর্কশস্বর ও একাগ্র হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—শনির পরেই পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী গ্রহ; ইনি চারিটী উপগ্রহ পরিবৃত; ইহাঁর রাশিচক্র পরিভ্রমণে, ১১ বৎসর ৩১৫ দিন লাগে। ইহাঁর বর্ণ নীলোৎপলাভ অথচ গৌর। ইহাঁর অনুকূল দৃষ্টিতে জাতব্যক্তি মান্য, সহৃদয়, আতিথ্যসেবারত, বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র, ন্যায়বান্, ধার্ম্মিক, দাতা, জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ ও উচ্চাভিলাষী হয়; এবং তাহার আকার দীর্ঘ, বর্ণ রক্তাভ গৌর, কেশ স্থূল কুঞ্চিত ও কটা, বদনমণ্ডল অণ্ডাকৃতি, চক্ষুঃ দীর্ঘ ও ধূসরবর্ণ পুষ্ট, গজদন্ত সুসংস্থিত, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, মধ্যদেশ, ক্ষীণ হইয়া থাকে। তাহার বাক্যোচ্চারণ সুস্পষ্ট ও উচ্চ হয়। বৃহস্পতি বিরোধী হইলে, জাতক অপরিমিত ব্যয়ী, আত্মম্ভরী, ব্যভিচারী, ভণ্ড, প্রগল্‌ভ সাতিশয় আত্মাভিমানী, গর্ব্বিত, দাম্ভিক, হীনশক্তি ও অল্পবোধ হয়।

মঙ্গল—বৃহস্পতির পরে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী গ্রহ;—ইহাঁর উপগ্রহ দুইটী। ১ বৎসর ৩২২ দিনে একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; ইহাঁর বর্ণ রক্তাভ। ইনি অনুকূল হইলে জাতক সাহসী, গুপ্তমন্ত্ররত, সমরপ্রিয়, রোষপর ও মৃগয়াসক্ত হয় এবং মান্যে ঈর্ষাপ্রকাশ করে; এই জাতক মধ্যাকৃতি, দৃঢ়দেহ, রক্তাভকুঞ্চিতকেশ, বিস্তৃতস্কন্ধ, বৃহদস্থিযুক্ত, ব্রণাঙ্কিতশীর্ষক, সুবৃত্তনয়ন, উন্নতপৃষ্ঠ এবং উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হয়। ইহার বিরুদ্ধতায় জাতক, কলহপ্রিয়, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, মেধাবী, ক্ষমাবর্জ্জিত, রাজদ্রোহী, অসন্দিগ্ধ-চিত্ত—অর্থাৎ স্বকর্ম্মে সামাজিক শাসনাদি হইতে ভয়হীন, আত্মম্ভরি, বিশ্বাস-ঘাতক অত্যাচারী, আত্মাভিমানী, নির্লজ্জ, অধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী, অশ্লীলভাষী, দুর্ব্বৃত্ত দস্যু ও হত্যাকারী হয়।

রবি—মঙ্গলের পর পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, রবি। রবি নিজে পরিভ্রমণশীল হউন বা নাই হউন, সৌরজগৎ সম্বন্ধে তিনি স্থির। কিন্তু পৃথিবী ৩৬৫ দিনে একবার সূর্য্য পরিভ্রমণ করেন বলিয়া, পৃথিবীর রাশিচক্রের একবার পরিভ্রমণে সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর প্রতি সমসূত্রাবস্থানের মধ্যব্যবধানে ৩৬৫ দিন পরিলক্ষিত হওয়ায়, সূর্য্যের রাশিচক্রের পরিভ্রমণে ৩৬৫ দিন লাগে। জন্মকালীন সূর্য্য অনুকূল থাকিলে, জাতক দয়ালু, সম্মানার্হ, শাসনপ্রিয়, প্রগল্‌ভতাপ্রিয়, সুশীল, মিতভাষী, সারবাদী,

আত্মবিশ্বাসী, মহিমান্বিত, সাবধান, বিচক্ষণ, ক্ষমতাশালী, প্রচুরব্যয়ী, গম্ভীর-প্রকৃতি, পরাক্রমশালী, মহাত্মা ও উচ্চমতি হয়। এই জাতক দীর্ঘকায়, সুগঠন, দৃঢ়শরীর, কুঞ্চিতকেশ, পীতবর্ণ, বিশালনেত্র, স্থূলাস্থি, সুগোলবদনমণ্ডল, সুস্বর-সম্পন্ন হয়। ইহাঁর বিরুদ্ধতায় জাতক গর্ব্বিত, দাম্ভিক, প্রগল্‌ভ, চঞ্চল, কৃপণ, পরমুখপ্রেক্ষী, বাচাল, অবিবেক, অপব্যয়ী, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, নিষ্ঠুর, ক্রূরকর্ম্মা, পৈতৃকসম্পত্তিনাশক হয়।

শুক্র—রবি অপেক্ষা অধিকতর পৃথিবীর সন্নিকৃষ্ট গ্রহ; ইহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত; ইনি ২২৪ দিনে একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। ইনি অনুকূল হইলে, জাতক সহৃদয়, কৃপালু, বিশ্বাসপরায়ণ প্রেমানুরক্ত, আমোদরত, সঙ্গীতপ্রিয়, ধীর, পরিস্কার, পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়, সামাজিক, প্রফুল্লচিত্ত, কলহদ্বেষী, লোকরঞ্জক, রমণীবল্লভ যাত্রাদিমহোৎসবে উৎসাহী হয়; এবং মধ্যাকৃতি, সুন্দরবর্ণ, সুচিক্কণকেশ, নীলাভোজ্জ্বল-বিশালচক্ষুঃ, উন্নতনাসিক হয়; এবং ইহার গণ্ডে ও চিবুকে কূপসদৃশ গর্ত্ত হয়। ইনি প্রতিকূল হইলে, জাতক ইন্দ্রিয়সুখরত, কলহপ্রিয়, অনৈতিক, বিদ্যাহীন, লম্পট, রমণদূতরত, কাপুরুষ, মাদকপ্রিয়, সম্মানজ্ঞানহীন হয়। এ ব্যক্তির আকার অতীব স্থূল বা মাংসল ওষ্ঠ স্থূল এবং গণ্ডস্থল মাংসল হয়।

বুধ—শুক্রাপেক্ষা পৃথিবীর অধিকতম নিকটবর্ত্তী; ইহাঁর বর্ণ দূর্ব্বাশ্যামাভ অথচ গলিত রজতবর্ণ; ইহাঁর রাশিচক্রপরিভ্রমণে প্রায় ৮৮ দিন লাগে; কিন্তু অতীব ক্ষুদ্র ও সূর্য্যের সাতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় পৃথিবীর সম্বন্ধে রবির অংশে ২৮ অংশ ২০ কলার মধ্যে উহার স্থিতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া, সূর্য্য যে সময় যে রাশিতে ভোগ করেন, বুধ প্রায়ই সেই রাশিতে বা তন্নিকটবর্ত্তী রাশিতে অবস্থান করেন। বুধের অনুকূল বলে জাতক ধীশক্তিসম্পন্ন, কল্পনারত, ধূর্ত্তবুদ্ধি, বিচক্ষণ, নৈয়ায়িক, বাগ্মী, ক্ষিপ্রবাদী, কৌতুকী, বাল-স্বভাব, গুহ্যবিদ্যানুসন্ধায়ী, বাণিজ্যকুশল, শিল্পী ও স্মৃতিশক্তির পরিচয়ে প্রশংসার্হ হইতে সমর্থ হয়। তাহার দেহ খর্ব্ব অথচ নাতিপুষ্ট নাতিক্ষীণ, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে সুব্যবস্থিত, বদন কোমল, মুখমণ্ডল ঈষদ্দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, কপাল উন্নত, চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ, ভ্রূযুগল সরল, বাহু দীর্ঘ, ত্বক্ হরিদ্রাভ পীত, কেশ তাম্রাভ কটা হয়। বুধ বিরোধী হইলে বাচাল,

প্রতারক, নির্ব্বোধ, বিদ্যাহীন, মিথ্যাবাদী, চোর, উন্মত্ত, অহঙ্কারী হয়; এবং তাহার শরীর সাতিশয় খর্ব্ব কদাকার, চক্ষুঃ ক্ষুদ্র ও চঞ্চল হয়।

চন্দ্র—পৃথিবীর একটী উপগ্রহ, ও পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্ত্তী; ২৭ দিন ৭ ঘণ্টায় একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। জন্মকালে শুভচন্দ্র অনুকূল হইলে, জাতক সহৃদয়, কৃপালু, ভীত, ধীর, কোমল স্বভাব, বিদ্যানুরাগী, সুস্থশরীর, লোকরঞ্জন, কল্পনারত, আমোদপ্রিয়, ভ্রমণশীল, অস্থির হইলেও কবিত্বে ও অদ্ভুতব্যাপারে মুগ্ধমনাঃ হয়। তাহার দেহ মধ্যাকার ও পুষ্ট, বদনমণ্ডল সুগোল, ত্বক্ বিবর্ণ ও কোমল, চক্ষুঃ ক্ষুদ্র পাণ্ডুবর্ণ, ওষ্ঠ স্থূল, লোম কর্কশ হয়। চন্দ্র বিরুদ্ধ হইলে, জাতককে অলস, অকর্ম্মা, মদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী বৃথাভ্রমণকারী, চঞ্চল, মন্দমতি, ভীরু, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, অসন্তুষ্টচিত্ত ও নীচাসক্ত হইতে হয়।

গ্রহগণের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ফলে পূর্ব্বকথিত গ্রহগণের পৃথক্ পৃথক্ গুণের সহিত যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে, তাহা স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। আর নির্দ্দিষ্টগুণবিশিষ্ট এই গ্রহগণের ঐ সকল বিভিন্ন ফলের সংস্থানিক বলাবলের অনুপাতে ইতরবিশেষ ঘটিতে পারে; অতঃপর কথিতানুরূপ বিভিন্ন ফলের সমবেত ফলের—বা যুগপৎ সকল ফলের সঙ্ঘটন সম্ভবপরও নহে; লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া, দ্বাদশটি গৃহ যথাক্রমে তনু, ধন, সহজ, মিত্র, বিদ্যা ও পুত্র, রিপু, ভার্য্যা, আয়ুঃ বা নিধন, ভোগ ও ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয়, ব্যয়,—এই দ্বাদশভাব প্রকাশ করায়, গ্রহগণ ঐ দ্বাদশভাবে সংস্থিত হইয়া, তাহাদের ভাবানুগত ফলের সূচনা করিতে পারেন। সুতরাং গ্রহগণের সাংস্থানিক বিচারদ্বারাই লোকের আকারপ্রকার কর্ম্মাকর্ম্ম সকলই জানা যায়।

শিষ্য। প্রভো, আপনার তত্ত্বমূলক উপদেশ এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। তবে জিজ্ঞাস্য, কর্ম্মক্ষেত্রে জীবের পুরুষকার আছে কি না?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যগণ ও অপরাপর জীব জন্তু সকলেরই কার্য্য জন্মকালীন ঐশ্বরিক নিয়মে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে; এবং তদনুসারে গ্রহগণকর্ত্তৃক পরিচালিতও হইতেছে। তবে আমাদিগের কার্য্যে পুরুষকার কিরূপে থাকিতে পারে? আর কোন্ বিষয়ে জ্ঞানলাভে ইচ্ছা থাকে, বল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিষ্য। জীবগণ গ্রহগণের শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে সত্য, কিন্তু আত্মাপরাধহেতুক—নিষিদ্ধ আহারবিহারাদির জন্য—রোগশোকাদির যে ভোগ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি ?

গুরু। ঐশ্বরিক নিয়মে গ্রহগণের পরিচালনের সহিত জীব জাগতিক কার্য্যে ব্রতী হইতেছে, ইহার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে, তোমাকে এরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিতে হইত না। সূর্য্যাদি গ্রহগণ স্ব স্ব সাংস্থানিক রাশিগত বলাবল অনুসারে পৃথিবীর উপর যথারীতি শক্তিপরিচালন করিতে থাকেন; মানবগণ পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত জীব; তাহাদিগের উপরও গ্রহগণের যথাসম্ভব শক্তি পরিচালিত না হইবে কেন ?—আর পার্থিব যাবতীয় পদার্থের উপর গ্রহগণের অজেয় শক্তির ক্রিয়া যে, নিরন্তরই হইতে দেখা যায় তাহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য।

যেমন প্রবলপ্রতাপ সূর্য্যের সহিত পৃথিবী কেন—সকল গ্রহেরই—পারস্পরিকী আকর্ষণী শক্তি থাকায়, সৌর জগতের সকল গ্রহই স্ব স্ব কক্ষে থাকিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে,—কেহই কক্ষভ্রষ্ট হইতে পারে না। অপিচ এইরূপ পরস্পরের সংসক্তির ফলে একের উপর অন্যের ক্রিয়া সহজেই সংক্রমিত হইতে পারে।—যেমন সূর্য্য ও পৃথিবীর পূর্ব্বোক্তরূপ সংসক্তির বশে সূর্য্য এই পৃথিবীতে উত্তাপদান ও ইহা হইতে রসসংগ্রহ করেন; চন্দ্রও ঐরূপ পৃথিবীতে রসদান করেন। * এইরূপ পারস্পরিকী আকর্ষণী শক্তি ফলে অমাবস্যা পূর্ণিমায় সূর্য্য পৃথিবীর রস আকর্ষণ করায় ও চন্দ্রের

* পৃথিবী যেমন সূর্য্যের পরিভ্রমণপর একটী গ্রহ চন্দ্রও আবার সেইরূপ পৃথিবী গ্রহের পরিভ্রমণশীল একটী উপগ্রহ; আবার জগৎসবিতা মহাগ্রহ সূর্য্যের শক্তি যেরূপ অধীন পৃথিবীতে কার্য্যকরী হয়, পৃথিবীর অধীন উপগ্রহ চন্দ্রের শক্তিও পৃথিবীতে সেইরূপ কার্য্যকরী হয়। অপিচ সূর্য্যের অধীন অপরাপর গ্রহও পৃথিবীর উপর শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন; ইহাতেই অনুমিত হয়, পৃথিবীর শক্তি কেবল চন্দ্র কেন—সকল গ্রহেই যথারীতি কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

তদ্বিপরীতগ বর্ত্তিনী আকর্ষণী শক্তিতে যাবতীয় রস পরস্পর প্রতীপগতিতে উপচিত হওয়ায়, সূর্য্যের রসাকর্ষণের আনুকূল্য ঘটিতেছে; তাই পৃথিবীস্থ জলীয় অংশ স্ফীত হইয়া, প্রবল জোয়ার ঘটাইতেছে। আবার ঐ তিথিতে জীবশরীরের রসধাতু প্রবল-চন্দ্র-শৈত্যে অতিবর্দ্ধিত কিংবা সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তির পূর্ব্ববৎ প্রাবল্যে উপচিত বা প্রবলীভূত হওয়ায়, সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে স্বাস্থ্যবিপর্য্যয় ঘটে। গ্রহগণের এইরূপ সংস্থানগত ফল পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্তুতেই সংক্রমিত হইতেছে। ইহার একটু স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, গ্রহগণ স্ব স্ব সংস্থানানুসারে যেরূপ বলাবলভোগ করিতে থাকেন, সেই জাতকেও সেই বলাবলের অনুসারে তাঁহাদিগের ক্রিয়ারও ইতরবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে গ্রহগণের স্বভাবগত পরিচয় দিলে বোধ হয়, এতৎসংক্রান্ত গূঢ়রহস্যের কতকটা উদ্ভেদ হইতে পারিবে।

রবি—পৃথিবীর সম্বন্ধে উত্তাপদান ও শুষ্কতাসম্পাদন করেন; মনুষ্যগণ ইহাঁর অধীন থাকিয়া, স্থিরভাব ও সত্ত্বগুণপ্রধান হইতে পারে। ইহাঁর শক্তিবলে জাতক পিত্তপ্রধানধাতু হইয়া থাকে,—আবার পরমকারুণিক পরমেশ্বরের নিয়মে প্রায়ই পিত্তপ্রশমক তিক্তরসের আস্বাদগ্রহণে তৃপ্ত হয়। আরও মনুষ্যশরীরের দক্ষিণাঙ্গ, চক্ষুঃ, মস্তিষ্ক ও হৃদয় প্রভৃতির উপর ইহার আধিপত্য। ইহাঁর বিরুদ্ধতায় পিত্তপ্রকোপে শরীরের ঐ সকল অঙ্গের বিকলতা জন্মাইতে পারে।

চন্দ্র—প্রধানতঃ রসোৎসর্জ্জন করেন; আরও অপরাপর গ্রহ অপেক্ষা পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া পৃথিবীর আর্দ্রতাবিধান করিয়া, জীব-শরীরে তাহার প্রাবল্য জন্মাইয়া দেন। ইহাঁর অধীন মানবগণ রজোগুণ-প্রধান হয়। ইহাঁর শক্তিতে জাতক শ্লেষ্মপ্রধানধাতু হয়; ও অনন্তকৌশল ভগবানের কৌশলে শ্লেষ্মপ্রশমক লবণরসও জাতকের প্রিয় হয়। ইহাঁর আধিপত্য রসধাতুর উপর; রসধাতুর সহিত শ্লেষ্মার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; আরও শরীরের মধ্যে তালু, কণ্ঠ, উদর, গ্রন্থি ও বামাঙ্গ আশ্রয়ে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাঁর বিরুদ্ধতায় শ্লেষ্মপ্রকোপে ঐ সকল অঙ্গের বিকার ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গল—প্রধানতঃ পৃথিবীর রসশোষ ও সামান্য তাপবিধানও করিয়া থাকেন। ইহাঁর অধীন মানবগণ তমোগুণপ্রধান হয়। ইহার শক্তিবশে জাতক পিত্তপ্রধানধাতু হয়, এবং পিত্তের নিদানীভূত হইলেও, সামান্য উত্তেজক অথচ অনবসাদক কটুরসই তাহাদিগের প্রিয় হয়। পিত্তের সহিত রক্তের সাতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ;—রক্তের উপর ইহাঁর আধিপত্য অধিক। তাই রক্তবাহিনী নাড়ী কটীদেশ গুহ্যদেশ ও বামকর্ণের উপর আধিপত্য করিয়া ঐ ঐ স্থানে পিত্তবিকার-জনিত ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকেন।

বুধ—কখনও আর্দ্রতা, কখনও বা শুষ্কতা জন্মাইয়া থাকেন। ইহাঁর অধীন মনুষ্যগণ রজোগুণবিশিষ্ট হয়। ইনি ত্রিদোষেরই সমপ্রাবল্যবিধান করেন; আর তাই জাতক সর্ব্বরসপ্রিয় হয় ইনি বাক্য, বুদ্ধি, পিত্ত, ত্বক্, জিহ্বা ও অধোভাগের উপর আধিপত্য করেন।

বৃহস্পতি- সৌর জগতে অত্যুষ্ণ মঙ্গলগ্রহ ও সাতিশয় শীতল শনিগ্রহ উভয়ের মধ্যে সংস্থিত। উভয় বিপরীতবলসম্পন্ন গ্রহের শক্তিভেদ করিয়া, স্বশক্তির পরিচালনে ইনি পরিমিত উষ্ণতার ও শীতলতার সংবিধান করেন। পরিমিত উষ্ণতা ও আদ্রতা—রসবিসর্জ্জন ও উত্তাপদান—উৎপাদিকা শক্তির অনুকূল বলিয়া, ও বৃহস্পতি তাহার সম্যগ্ বিধানপর হওয়ায়,—শৈত্যের ও শোষের প্রতি-কূলশক্তিসম্পন্ন; অর্থাৎ অপকারী ও ক্ষয়কারী গ্রহের শক্তির প্রতিষেধে সমর্থ। তাই ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভগ্রহ বলিয়া অভিহিত। ইহাঁর অধীন মানবগণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাঁর বশে মানবগণ পিত্তশ্লেষ্মপ্রধানধাতু হয়; এবং ভগবন্নিয়মে মধুররস শ্লেষ্মনিদান হইলেও, কথঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়াপর হওয়ায়, ও পিত্তের প্রশমনে অনুকূল বলিয়া—এই দ্বন্দ্বপ্রাবল্যে মধুররস হিতকর। তাই শিবদাতা বিধাতার নিয়মে ইহাঁর অধীন জাতকের মধুর রস সাতিশয় প্রিয়। পিত্তানুসারে রক্তবাহিনী নাড়ী, হৃদয় ও হস্ত এবং শ্লেষ্মানুসারে ফুস্‌ফুস্, গলনালী এবং দ্বন্দ্বে মেধা—এই সকলের উপর ইনি আধিপত্য করেন।

শুক্র—বৃহস্পতির ন্যায় উষ্ণতা ও আর্দ্রতা ও উভয়বিধ শক্তিরই সঞ্চালন করেন বলিয়া, ইনি একটি শুভগ্রহ; কিন্তু বৃহস্পতির তুলনায় ইনি অধিক পরিমাণে আর্দ্রতাবিধান করেন বলিয়া বোধ হয়। ইহার অধীন মনুষ্যগণ

রজোগুণবিশিষ্ট হয়। ইহার বলে মনুষ্যগণ কফপ্রধান ধাতু হয়; এবং অম্লরস কফের কথঞ্চিৎ নিঃসারক বলিয়াই, ভগবন্নিয়মে ইহাঁর অধীন জাতকগণ অম্লরস প্রিয় হয়। শুক্র ও মাংসের সহিত শ্লেষ্মার সমগুণার্থক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই ইহাঁর আধিপত্য শুক্র মাংস ও যকৃতের উপর।

শনি—সূর্য্যের উত্তাপ এবং পৃথিবীর বায়ু হইতে সাতিশয় দূরবর্ত্তী বলিয়া ইহাঁ হইতে শীতলতা ও শুষ্কতা উৎপন্ন হইলেও, আনুপাতিক প্রাবল্যবিচারে শৈত্যেরই আধিক্য বলিতে হইবে। শনির প্রাবল্যে জাতক স্থিরস্বভাব ও তমোগুণবিশিষ্ট হয়। মনুষ্যগণ ইহাঁর বলাধীন হইয়া, ক্রুর-বায়ু ও কফযুক্ত হয়; কষায় রস বায়ুর উত্তেজক হইলেও, দ্বন্দ্বভাবের কথঞ্চিৎ সাম্যবিধানপর বলিয়া, ভগবন্নিয়মে কষায় রস তাঁহাদের সাতিশয় প্রিয় হয়। কফপ্রাবল্যজন্য, শ্লেষ্মসংক্রান্ত অঙ্গে ও বায়ুর প্রাবল্যহেতুক দক্ষিণ কর্ণে ও মস্তকের শিরায় এবং দ্বন্দ্বফলে প্লীহা ও মূত্রাশয় প্রভৃতির উপর আধিপত্য করেন।

ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পার্থিব জীবের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য—সকলই গ্রহগণের পরিচালনের উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং রোগের কারণীভূত মিথ্যাহারবিহার সকলই আমাদিগকে গ্রহগণের শক্তিতে বাধ্য হইয়া করিতে হয়; আর তাহারই ফলে রোগাদির ভোগে বাধ্য হইতে হয়। অতএব আমাদিগের রোগশোকের ভোগও যে, গ্রহগণের বশে হইতেছে, তাহা স্থির।

শিষ্য। সময়ে সময়ে দেশে কোন একটী ব্যাধি সংক্রামক হইয়া ক্রমশঃ দিগন্তপ্রসৃত হইতে দেখা যায়; সে সময়ে অনেককে রোগে পড়িতে হয়; আবার সেই দেশপ্রসৃত সংক্রামক ব্যাধি কাহারও হয় ত কেশাগ্রস্পর্শও করিতে পারে না। ইহার কারণ কি?

গুরু। ব্যাধিরও পারম্পর্য্য কারণও যে, গ্রহগণের শক্তিপরিচালন, তাহা অভ্রান্ত সত্য। প্রথমতঃ জন্মকালীন গ্রহগণের সংস্থানিক বল যেমন থাকে, তাঁহাদের প্রবল প্রতাপের সময় সেইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবীর উপর মঙ্গলের বিরুদ্ধ দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, এবং মঙ্গলের আধিপত্য রক্তের উপর থাকায়, যখন দেশের মধ্যে রক্তদুষ্টিজনিত ব্যাধির প্রস্থতিবৃদ্ধি হইতে

থাকে, জন্মকালীন যাহাদিগের মঙ্গল বিরুদ্ধ, তাহারা তখন উক্ত ব্যাধির আক্রমণে নিগৃহীত হইবে নিশ্চিতই। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও। তাই দেশে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রসৃতিবৃদ্ধিকালীন সকলেরই তজ্জনিত দুঃখ যন্ত্রণাদির সমভাবে ভোগ ঘটিতে পারে না। অপরন্তঃ এতৎসম্বন্ধে অবস্থা-বিশেষে গ্রহবলাবলের সহিত সাধারণ প্রাকৃতিক বলাবলের আনুপাতিক তুলনাও একটী প্রধান বিচার্য্য। যখন আমাদিগের শরীরে যে ধাতুর প্রাবল্য স্বভাবসিদ্ধ, যখন তাহার বিকৃতিতে স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। যেমন—

সৌর সংস্থান লইয়াই আমাদিগের ঋতুভেদ; সূর্য্য যখন কর্কটভোগ করেন, তখন শ্রাবণের ধারা ঝরিবে নিশ্চিতই, আর কন্যাশ্রয় করিলে, শরতের উদয়ে জগং হাসিবে, এবং তাঁহার মীনসম্ভোগকালে জগৎ বাসন্তিকী সজ্জায় সাজিবে স্থির ;— আবার ঋতুর সহিত মানবশরীরে ধাতুবলের ইতরবিশেষ নিরন্তরই ঘটিতেছে। বর্ষায় বায়ুপ্রকোপ, শরতে পিত্তপ্রকোপ, ও বসন্তে শ্লেষ্মপ্রকোপ, ভগবন্নিয়মে যে হইয়াই থাকে, প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ আর্য্য ভিষগ্ গণ স্বগ্রন্থে তাহা প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, প্রাতে শ্লেষ্মা, মধ্যাহ্নে পিত্ত ও অপরাহ্নে বায়ু প্রবল হইয়া উঠে, সেই রূপ আবার বায়ুর প্রাক্‌কালে—বাল্যে শ্লেষ্মা, মধ্যাহ্নে বা যৌবনে পিত্ত ও অপরাহ্নে বার্দ্ধক্যে বায়ু স্বতই প্রবল হইয়া থাকে। ইহাও যে ঐ গ্রহপরিচালনের বশে নিশ্চিতই, তাহা গ্রহগণের বলাবলের পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শাস্ত্রে কথিত আছে, শিশিরাদি ঋতু সকলে যথাক্রমে শনি, শুক্র, মঙ্গল, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি প্রবল হয় ; এবং মেষরাশি সূর্য্যের তুঙ্গগ্রহ হওয়ায়, গ্রীষ্মে সূর্য্যও সাতিশয় বলবান্ থাকেন। ইহাঁদিগের শক্তিবিচার করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে,—শিশিরে শনির আর্দ্রতাহেতুক শ্লেষ্মা প্রবল ও উষ্ণতার জন্য রসশোষ হওয়ায় বায়ু ক্রূরভাবাপন্ন হয় ; বসন্তে শুক্র প্রবল হওয়ায়, শুক্রের আর্দ্রতাগুণে শ্লেষ্মপ্রাবল্য ঘটে, গ্রীষ্মে মঙ্গল ও রবি প্রবল থাকায়, পিত্তপ্রাবল্য হয় ; বর্ষায় চন্দ্র প্রবল থাকায়, তাঁহার স্নিগ্ধতাগুণে কফসঞ্চয় হওয়ায় বায়ু অবরুদ্ধ ও প্রকুপ্ত হয়। শরৎকালে বুধ প্রবল থাকায়; বাতাদি ত্রিদোষ উদ্দীপনে সামর্থ্য থাকিলেও, সূর্য্যের সন্নিকৃষ্টতাহেতুক তাহার অনুবলে পিত্তের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকেন। হেমন্তে বৃহস্পতি প্রবল থাকায়, তাঁহার

আর্দ্রতাহেতুক কফসঞ্চয়, ও উষ্ণতাহেতুক তাহার অবিকাশ ঘটাইয়া থাকেন। বর্ষের ন্যায় গ্রহবলাবল প্রতিক্ষণ প্রতিদিনই কার্য্য করিতেছে। আবার আয়ুষ্কালমধ্যেও গ্রহগণের সাধারণ অধিকারের কালভেদ আছে।

আয়ুষ্কালের প্রথম চারি বৎসরের অধিপতি হইতেছেন চন্দ্র; চন্দ্র আর্দ্রতাবিধান করেন বলিয়া, ঐ সময় শিশুদিগের শরীরে শ্লেষ্মপ্রাবল্য থাকে। আর শ্লেষ্মা জীবের বলাধার বলিয়াই, ইহার অপর নাম বলাস। অপিচ বাল্যেই জীবশরীরের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ঘটে বলিয়াই, উহা বলসঞ্চয়ের যথার্থ সময়। তাই শ্লেষ্মজনক জলীয় পদার্থ—স্তন্য—ঐ সময় প্রধান শরীরপোষক।

তাহার পর দশবর্ষ বুধের আধিপত্য, বুধ বাত পিত্ত কফের সাম্য-বিধায়ক বলিয়া, ঐ সময়ে পূর্ব্ব সঞ্চিতের যথাসমাবেশে ক্রমবিকাশের সূত্র-পাত হইতে থাকে। তাই এই সময়ে স্বভাবের চাঞ্চল্য, বাক্যবিন্যাসে পটুতা, ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, সুতরাং মনের গঠন হয়। তাই এই সময়ে বাক্যকথন হইতে যাবতীয় শিক্ষার ও তদনুকুল ক্রীড়াদিতে সকলেরই প্রবৃত্তি থাকে।

তাহার পর ৮ বৎসর শুক্রের আধিপত্য; এই সময়ে লোক যৌবন-সীমায় পদার্পণ করে। শুক্র রাজোগুণের উদ্দীপক বলিয়া, লোকে বাক্‌পটু, রসজ্ঞ, বিলাসী, আমোদরত হয়; ও শুক্রের পরিপাকহেতুক স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় ও কার্য্যতঃ পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া থাকে।

তাহার পর ১৯ বৎসর রবির অধিকার। এই সময়ে লোকে জাগতিক কার্য্যে সংসক্ত থাকিয়া, যশঃ কীর্ত্তি মান ঐশ্বর্য্য শক্তি প্রভৃতির লাভার্থ ব্যগ্র হয়। সূর্য্য পিত্তপ্রাবল্য করেন বলিয়া, এই সময় জীবমাত্রেরই পিত্তধাতু-প্রবল হইয়া থাকে।

তাহার পর ১৫ বৎসরের অধিকারী মঙ্গল। এই সময়ে সকলেরই আসক্তিবৃদ্ধিহেতুক মনোবৃত্তির সঙ্কোচ—হৃদয়ের কাঠিন্য জন্মায়। সকলকেই অহংত্ব মমত্বের বৃদ্ধিহেতু সাংসারিকী চিন্তায় মগ্ন হইতে হয়। এই সময়ও মঙ্গলের বলে পিত্তপ্রাবল্য অত্যন্তই থাকে।

তাহার পর ১২ বৎসরের অধিপতি বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সত্ত্বগুণোদ্দীপক বলিয়া, এই সময়ে মনুষ্যগণ স্থিরবুদ্ধি গম্ভীর ও ধর্ম্মাসক্তচিত্ত হয়। বৃহস্পতির

আর্দ্রতাগুণে এ সময় কফসঞ্চয়, ও উষ্ণতাগুণে তাহার অসম্যক্ স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে।

তৎপরে শেষ পর্য্যন্ত শনির অধিকার। এই সময়ে শনির আর্দ্রতাগুণের আধিক্যহেতু পূর্ব্বসঞ্চিত শ্লেষ্মার বিকাশ হইলেও, উষ্ণতার জন্য, রসশোষ ঘটায়, শারীরিক অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায়—এবং তজ্জন্যই কেহ শীর্ণ, দন্ত গলিত ও মাংস লোল হয়; ক্রমে শারীরিক ও মানসিক বলের হ্রাস হয়, এবং শেষে কালকবলিত হইতে হয়। কালকে যে, আর্য্যঋষিগণ সূর্য্যপুত্র বলিয়া বর্ণনা করেন, ও শনিকে ছায়াগর্ভসম্ভূত সূর্য্যনন্দন বলিয়া অভিহিত করেন, তাহাতে একটী রূপক নিহিত আছে; সে রহস্যের উদ্ভেদ বোধ হয়, এই আভাসের আলোচনায় হইতে পারে; ইহা চিন্তায় অনেকের হৃদয়েও বিকাশ পাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাহার জন্মগ্রহণকালে গ্রহগণ যেরূপ বলশালী থাকেন, তাঁহাদের প্রবলাধিকারে তাহার প্রতি সেইরূপ ফলের বিধান করেন, আর কোন গ্রহ জাগতিক মানবগণের প্রতি কিরূপ শক্তি-প্রয়োগে কিরূপ কার্য্যে বাধ্য করেন; তাহাও বিবৃত হইল, এই দুইটী বিষয়ের বিশিষ্টরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হইবে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় শরীরীর সকল ব্যাপারের সহিত গ্রহগণের বলাবলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, একের অধিকারে কাহারও নির্যাতন, কাহারও বা সন্তর্পণ নিত্য হইতেছে।

শিষ্য। প্রভো, আপনার নিকট এই পর্য্যন্ত যে সকল উপদেশ পাইলাম, সে সমস্তই অন্তরীক্ষচারী গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তির বশে পার্থিব জীবের ফলাফল; আর, তাহার নির্ণয় করিতে হইলে, গণিতসাহায্যে গ্রহসংস্থান-নির্ণয় করিতে হয়। করতলগত লক্ষণ চিহ্নাদির সংস্থানানুসারে তাহার নির্ণয় করা যায় কি না?

গুরু। অন্তরীক্ষে যেমন গ্রহগণ নিরন্তরই পরিভ্রমণ করিতেছেন, মানব-গণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অমনই তাহাদের সংস্থানাদির বলাবলসূচক চিহ্নাদিও প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ করতলের বিশিষ্টরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। করতলেও গ্রহাদির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। অন্তরীক্ষে গ্রহগণ যেরূপ তুঙ্গী, মধ্যবল ও হীনবল হয়, সেইরূপ আবার

সেই সকল স্থানের অত্যুচ্চতা, উচ্চতা ও নিম্নতা দেখা যায়, এতৎসম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আভাস, অনুশীলন যোগে বিকাশ না পাইলে, তৎসংক্রান্ত বিচার সহজবোধ্য নহে। এস্থলে তদনুসারে গ্রহস্থানের বলাবলানুসারে ফলাফল বিবৃত করা যাইতেছে।

রবিস্থান—অনামিকার নিম্নে; [চিত্র—১, চিহ্ন—৩]। হস্তে এই স্থান স্বাভাবিক উচ্চ হইলে সূর্য্যের স্বাভাবিক ফললাভই ঘটে; সূর্য্য যেরূপ জগতে একমাত্র আলোকদাতা, হস্তে রবিস্থান প্রবল হইলে, সেইরূপ জাতক দীপ্তি-লাভে সমর্থ হয়; গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে সূর্য্যই যেরূপ আত্মস্বরূপ—একমাত্র পরি-চালক, রবি প্রবল হইলে, জাতক সেইরূপ অনেকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ হয়, ফলতঃ তাহার আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মিত্র প্রভৃতি লাভ, পদবৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। কার্য্যতঃ এরূপ জাতক আবিষ্কার, অনুকরণরত, নব-নবতত্ত্বের উদ্ভাবক, সুবক্তা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সুসজ্জিত ও অলঙ্কারভূষিত প্রতিমার পূজক হয়, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে গুণবিচারের সহিত ভক্তি করে,—আরও কাল্পনিক প্রেমে অনুরক্ত না হইয়া, স্থিরপ্রেমে অনুরক্ত হয়। এই রবিস্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক অর্থলোলুপ, অমিতব্যয়ী, বিলাসী, অসূয়াপর ও কুতূহলী হয়; এবং হঠাৎ লঘুতা চপলতা গর্ব্ব ও রোষ প্রকাশ করে; আরও, কূটতর্ক করিতে অত্যন্ত ভালবাসে।—আর এই স্থান নিম্ন হইলে, জাতক অলস হয় ও জ্ঞানোপার্জ্জনে বিরত থাকে। ইহাতে বোধ হয়, পার্থিব উন্নতিসাধনের জন্যই সূর্য্য যেমন সৌর জগতের কেন্দ্রে থাকিয়া সকলকে আলোক দান করিতেছেন, করতলস্থ রবিস্থানের সমোচ্চতাও সেইরূপ জাতকের জ্ঞানালোকের উদ্দীপন করিতেছে।

চন্দ্রস্থান—মণিবন্ধের উপরি হইতে হস্তপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত; [চিত্র—১, চিহ্ন—৬]। এইস্থান স্বাভাবিক উন্নত হইলে, জাতকে চন্দ্রের স্বাভাবিক গুণ বিকাশ পায়। অর্থাৎ চন্দ্র শরীর ও ষড়্‌রিপুর উপর কার্য্য করেন বলিয়া, জাতককে সর্ব্বদাই আত্মতত্ত্বানুসন্ধান এবং সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতিসাধন করিবার জন্য ব্যগ্র এবং চিন্তাযুক্ত, বিষণ্ণ, বৃথাকল্পনাপ্রিয় অথচ পবিত্রতা-রক্ষায় উৎসুক হইতে হয়। এইরূপ প্রকৃতির লোক অলস, অহংতত্ত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট ও অস্থিরচিত্ত হয়;—আরও একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রিয়

সংযত হওয়ায়, ভবিষ্যৎ বিষয় স্বপ্নে দেখিতে পায় এবং মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য ভ্রমণ—বিশেষতঃ জলভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। ধর্ম্মানুশীলন অপেক্ষা ঈশ্বরের লীলানুসন্ধানে অধিক আমোদানুভব করে। এই জাতক এতই কল্পনাপ্রিয় হয় যে, শিল্প ও সাহিত্যেও কল্পনার ভাব আনিয়া ফেলে। ইহার বিবাহাদিও বিস্ময়কর।—আবার চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতকের আভ্যন্তরিকী নাড়ীর রোগ জন্মায়। বোধ হয়, ইহার কারণ আর বলিতে হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চন্দ্র শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর—আর তাহার জন্যই লোকের কোষবৃদ্ধি শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।—চন্দ্রস্থানের উপরিভাগ অত্যুচ্চ হইলে, জাতক শ্লেষ্মাজনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রম-বিকারে বাত পিত্ত কফ—তিন দোষেরই প্রকোপে কষ্ট পায়।—আবার অত্যুচ্চ চন্দ্রস্থান বিস্তৃত হইয়া, মণিবন্ধের নিকট কোণাকৃতি হইলে, জাতক চিন্তাযুক্ত ও ত্যাগস্বীকারে সমর্থ হয়।—চন্দ্রস্থান নিম্ন হইলে, জাতক চিন্তা করিতে বা মনে স্থিরতা রাখিতে অশক্ত হয়।

মঙ্গলস্থান—হস্তের দুই পার্শ্বে—চন্দ্রস্থানের উপরে ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন-স্থানের উপরে; [চিত্র—১, চিহ্ন—৫।৮]। প্রথমোক্ত মঙ্গলস্থান উন্নত হইলে, জাতক ধীরপ্রকৃতি ঈশ্বরনির্ভরে সমর্থ, ও অন্যায় কার্য্যে বিরত হয়; আর দ্বিতীয়োক্তস্থান উন্নত হইলে, জাতক প্রত্যুৎপন্নমতি ও সমর্য্যাদ হয়; এবং উভয়স্থান সমোচ্চ হইলে, জাতক উগ্রস্বভাব, অবিচারী, নিষ্ঠুর, শোণিতলোলুপ, কামাতুর ও অতিশয়বাদী হয়।—এই সকল ব্যাপারেও পূর্ব্বকথিত মঙ্গলের গুণের সহিত সামঞ্জস্য আছে;—মঙ্গল দ্বারা যে ভূমি-সম্পত্তি সূচিত হয়, কথিত হইয়াছে, তাহাও এই স্থানের উচ্চতাদ্বারা স্থির করিতে পারা যায়।—আবার এই মঙ্গলের উভয়স্থান নিম্ন হইলে, জাতক ভীরু ও বালস্বভাব হয় এবং তাঁহার ভূসম্পত্তির নাশও অবশ্যম্ভাবী।—অত্যুচ্চ হইলে, স্থাবর সম্পত্তির বৃদ্ধি ও অধিকারিত্ব বুঝায়।

বুধস্থান মঙ্গলের প্রথম ক্ষেত্রের উপর ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নে অবস্থিত; [চিত্র—১, চিহ্ন—৪]। এই স্থান সমোচ্চ হইলে, জাতক বুধের স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হয়;—অর্থাৎ বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্য প্রভৃতির যথারীতি পরিচালন করিতে সমর্থ হয়; সুতরাং জাতক শাস্ত্রজ্ঞ,

বুদ্ধিমান্, সাহসী, বাগ্মী, ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী, নববিষয়ের আবিষ্কারক, চঞ্চল, ভ্রমণকারী, গুহ্যধর্ম্মানুসন্ধায়ী হয় ; এবং কার্য্যতঃ বালপ্রকৃতির হইয়া থাকে।—বুধস্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, রসিকতাপ্রিয়, কপট ও মূর্খ হয় ;—নিম্ন হইলে, জাতক উদ্যমরহিত ও মূর্খ হয়।

বৃহস্পতিস্থান তর্জ্জনীর নিম্নে ; [চিত্র—১, চিহ্ন—১]। ইহা স্বাভাবিক উন্নত হইলে, বৃহস্পতির স্বাভাবিক গুণ জাতকে সংক্রমিত হয় ; অর্থাৎ—জাতক তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ, উচ্চাভিলাষী, যশঃপ্রার্থী, ধর্ম্মোন্মত্ত, আমোদপ্রিয়, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও কল্পানানিরত হয় ; আর অত্যুচ্চ হইলে, জাতক অহঙ্কারী, সাধারণের উপর প্রভুত্বস্থাপনেচ্ছু, আত্মশ্লাঘাপ্রিয় ও অশাস্ত্রীয় উপসনাকারী হয়।—নিম্ন হইলে জাতক অধার্ম্মিক, স্বার্থপর, অলস, সম্ভ্রমহীন ও নীচপ্রবৃত্তি হয়।

শুক্রস্থান—বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশে—তৃতীয় পর্ব্বে ; [চিত্র—১, চিহ্ন—৭]। এই স্থান উচ্চ হইলে, জাতক শুক্রের স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট হয় ; অর্থাৎ সুখ, স্ত্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কবিতা, সঙ্গীত, স্ত্রীসাহচর্য্য লাভ করে ; তাই সৌন্দর্য্য, লাবণ্য নৃত্যগীতের মাধুর্য্য, কোমলতা ও সাধারণ বদান্যতা, প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হয়, ও তৎতৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে ভালবাসে। স্ত্রীজাতির প্রতি শিষ্টাচারপ্রয়োগ ও সর্ব্বদা অপরের সন্তোষবিধান করিয়া, নিজে প্রশংসিত হইতে অভিলাষী হয়। ভূতত্ত্বে ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে, চিত্রবিদ্যা, কবিত্ব সঙ্গীতসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে, স্বভাবতঃ সমর্থ হয়। কার্য্যতঃ প্রায়ই সদালাপী, আমোদপ্রিয় ও কলহবিবাদে অনিচ্ছুক হইয়া, স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে থাকে ; অথচ অন্যান্য গ্রহের কুফলে প্রায়ই ভুগিতে হয় না। এই স্থান অত্যুচ্চ হইলে, জাতক লম্পট, নির্লজ্জ ব্যভিচারী, চঞ্চল, বৃথাগর্ব্বিত ও অলীক প্রেমালাপে রত হয় ; এবং নিম্ন হইলে, জাতক অলস, শিল্পবিদ্যায় অপারগ, বৃত্তিহীন ও স্বার্থপর হয়।

শনিস্থান—মধ্যমার নিম্নে ; [চিত্র—১, চিহ্ন—২]। এই স্থান উচ্চ হইলে, জাতক মৌনাবলম্বী, নির্জ্জনবাসী, ভীরু, বলবান্ ও কৃষিরত হয় ;—এ সকলও শনির স্বাভাবিক গুণানুসারী—চিন্তাশক্তি, রাজ্য, দাস, দাসী,

ক্ষহন প্রভৃতির সংস্থানের সহিত সকলেরই সবিশেষ সামঞ্জস্য আছে।—শনিস্থান নিম্ন হইলে, জাতক দুর্ভাগ্য, নীচপ্রবৃত্তি ও নিরামিষভোজী হয়; প্রায়ই আত্মহত্যার জন্য চেষ্টা করে। অত্যুচ্চ হইলে, মৌনাবলম্বী, বিষণ্ণ, পীড়িত, নিভৃতবাসপ্রিয়, অনুতাপরত, বিরাগী হয়;—তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃতির সহিত মরণেচ্ছা সর্ব্বদাই জড়িত থাকে;—যেরূপ আসন্ন বিপৎকালে দুশ্চিন্তা চিরসহচরীর ন্যায় লোকের সঙ্গ ত্যাগ করে না—তাহার আত্মহত্যাবাসনাও তদ্রূপ তাহার নিত্য সঙ্গিনী হইয়া থাকে। এই আত্মজিঘাংসুর মন সংসার দোলায় দোদুল্যমান বা বিচলিত হওয়ায়, নানারূপ উপায়াদির চিন্তা করিতে থাকে; এবং তজ্জন্য অনেক সময় গম্ভীরভাবে অবস্থান করে। কিন্তু উভয় হস্তে অত্যুচ্চ হইলে আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। এই সকল গ্রহস্থানজনিত ফলাফল অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্মের যে ব্যবস্থা ঐশ্বরিক নিয়মে ঘটে, তাহারই বা কিরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায়?

গুরু। গ্রহগণের উচ্চতা নীচতা লইয়া, মানবগণের সাংসারিক যাবতীয় স্থূলভাবের বিচার করিতে পারা যায়;—এমন কি ইহা দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যে কি প্রকার সমর্থ, তাহারও নির্ণয় করিতে পারা যায়; এ স্থলে তৎসম্বন্ধে কয়েকটী তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আভাস বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে।

যে জাতকের করতলে বুধের স্থান অন্যান্য গ্রহস্থান অপেক্ষা অল্প উচ্চ, সে সামান্য ব্যবসায়ী, কেরাণী, শিক্ষক বা অর্থব্যবসায়ী হইয়া, তাহার উপজীবিকানির্ব্বাহে বাধ্য; আর বুধের স্থানের সহিত শনিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক আচার্য্যের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে; বুধ শনির সহিত বৃহস্পতি স্থান করতলে উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চপদস্থ নট ও নাট্যব্যবসায়ে ধনবান্ হইয়া, সুখে জীবিকার্জ্জন করে। করতলে বুধের ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক মদ্য, সুগন্ধি ঔষধাদি এবং প্রস্তুত পোষাক প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করে। করতলে বুধের, শুক্রের ও শনির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক জ্যোতিষবিদ্যার ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। করতলে বুধ, শুক্র, শনি ও বৃহস্পতি—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সমভাবে উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চভাবে যাজনক্রিয়া দ্বারা সংসারযাত্রা-

নির্ব্বাহ করে। শুক্রের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক গৈরিক-বসন, জটা ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া, গুরু সাজিয়া, ধর্ম্মব্যবসায়ে রত থাকে; পরন্তু স্ত্রীশিষ্যাদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধনী হয়। শুক্র, চন্দ্র ও মঙ্গল—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চপদস্থ নাবিক হয়; আর এইরূপ ব্যবসায়ে সবিশেষ ধনী হয়। বুধ, শুক্র, শনি, চন্দ্র ও মঙ্গল—এই গ্রহপঞ্চস্থান উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চপদস্থ নাবিক হয়, কিন্তু বুধ, শুক্র, শনি ও মঙ্গল—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সামান্য উচ্চ হইলে, জাতকগণ কর্ম্মকার, কৃষক, ভাস্কর, প্রস্তরক্ষোদক, সূত্রধর কয়লার খনির খনক, ভারবাহক, পশুহত্যাকারী, কসাই, নাপিত ও পাচক প্রভৃতির কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্ব স্ব জীবিকানির্ব্বাহ করে। বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র—গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সমভাবে উচ্চ হইলে, জাতক গায়ক, নর্ত্তক, পঙ্ক্তিরচক ও চিত্রাঙ্কনকারী, চিত্রবিদ্যা-পারগ হয় এবং এই সকল বিদ্যাদ্বারা উপজীবিকানির্ব্বাহ করে। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি—এই গ্রহত্রয়ের স্থান করতলে উচ্চ হইলে, জাতক সদ্বিচারক হয় নিশ্চিতই; উক্ত বিচার-কার্য্য স্বীয় জীবিকানির্ব্বাহের সঙ্গে সঙ্গে ধনবান্‌ও হয়। বুধের ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রপ্রয়োগবিদ্যায় নিপুণ হইয়া তদ্দ্বারা স্বীয় জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হয়। করতলে বুধের ও শনির স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। আর করতলে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও মঙ্গল—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ হইলে, জাতকের স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির ব্যবসায়ই উপ-জীবিকার বিষয়ীভূত হয়। করতলে বুধ, চন্দ্র ও রবি—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল ও ভৌতিকী ক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। গ্রহস্থানের বলাবলানুসারে ইহার ফলেরও ন্যূনাধিক্য বা তারতম্য হয়।

শিষ্য। প্রভো, ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায় চিরকাল সমান চলে না—কখনও লাভ কখনও ক্ষতি প্রায়ই ত ঘটিয়াই থাকে; আরও জীবনযাত্রার সহিত কত যে শোক, তাপ, ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ, তাহারও অপলাপ করিবার সুযোগ নাই। সুতরাং সেই সকলের সময় নির্ণয়ের সহিত ফলাফলনির্দ্দেশের কার্য্যকারণ-বিভেদের একমাত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিবার উপায় কি?

গুরু। বৎস, জন্মকালীন গ্রহগণের স্থিতি অনুসারে দ্বাদশ রাশির দ্বাদশভাবের বিচার করিয়া, যেমন জাতকের জীবনের যাবতীয় কার্য্যাকার্য্যের কল্পনা করিতে পারা যায়; এবং দ্বাদশরাশির মধ্যে কোন রাশির কোন নক্ষত্রের ভুক্তি অনুসারে যেমন গ্রহগণের ভোগ্য দশার নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাদিগের ভাবফলের অন্বয়ে সাংঘিক অন্যান্য ফলাফলনির্দ্দেশ করা যায়, সেইরূপ করতলের কয়েকটী রেখা আশ্রয় করিয়া, সকল ফলাফলেরই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এক্ষণে সেই সকল রেখাদির বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বিচারই সকলের প্রথম প্রয়োজনীয়; কেন না, জীবনের সুখ, দুঃখ বিপৎ আপৎ—সমস্তই আয়ুর সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধ—আয়ুর অভাবে উহাদের স্থিতিই অসম্ভব!—আমাদের শুক্রশোণিতের পরিণতি এই দেহের স্থিতির সহিত আয়ুব ঘনিষ্টসম্বন্ধ বলিয়া, শুক্রের অধিপতি শুক্র, ও শোণিতের অধিপতি মঙ্গল—এই দুই স্থানের বেষ্টনকারিণী রেখা,—যাহা বৃহস্পতির নিম্ন হইতে মণিবন্ধাভিমুখে প্রসৃতা - তাহাই আয়ুরেখা; [চিত্র—১, চিহ্ন—ক ক]। বৃহস্পতির গুণে ধর্ম্মাদি হৃদ্‌গত ভাবের বিকাশে বিকশিত হয়; শনির গুণে চিন্তাহেতুক মৌনাদি সম্ভবপর; সে গুণও হৃদ্‌গত ভাবের অন্তর্ভুত; রবির গুণে মহানুভবতা প্রভৃতিও হৃদয়ের ব্যাপার; বুধের গুণে বাক্যে হৃদ্‌গত ভাবের প্রকাশ করিবার শক্তি হয় বলিয়া, এই গ্রহচতুষ্টয়ের নিম্নগা পার্শ্ববিহারিণী রেখা হৃদয়রেখা। [চিত্র—১, চিহ্ন—গ-গ]। চন্দ্র ও মঙ্গল চিন্তাশক্তির উদ্দীপনায় সমর্থ বলিয়া, তৎতৎস্থানচারিণী রেখা শিরোরেখা বলিয়া অভিহিত; [চিত্র—১, চিহ্ন—খ-খ]। শনি ভাগ্যের বা ভোগের যে চরমবিধান করেন, তাহা ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি; এক্ষণে, সেই শনির রেখা বা ভাগ্যরেখার নির্দ্দেশ করা এইরূপেই সঙ্গত যে, যে রেখা আয়ুরেখা, মণিবন্ধস্থ বলয় [চিত্র—১, চিহ্ন—ট-ট] বা মঙ্গলক্ষেত্র হইতে উঠিয়া শনিস্থানে যায়, তাহাই ভাগ্যরেখা; [চিত্র—১, চিহ্ন—ঘ-ঘ]। রবি স্থানে দণ্ডায়মান যে রেখা, তাহার নাম রবিরেখা বা গৌরবসূচিকা রেখা; [চিত্র—১, চিহ্ন—ঙ-ঙ]। আয়ুরেখার পার্শ্ব বা মণিবন্ধের সন্নিকট হইতে যে রেখা বুধস্থানপর্য্যন্ত প্রসৃত, তাহা স্বাস্থ্যরেখা; [চিত্র—১, চিহ্ন—ছ-ছ]।

এবং তৎপার্শ্বে যে সমান্তরভাবে অপর একটী রেখা থাকে, তাহাকে প্রবৃত্তিরেখা কহে; [চিত্র—১, চিহ্ন—ঝ-ঝ]। হৃদয়রেখার উপরে বৃহস্পতিস্থান হইতে বুধস্থান পর্য্যন্ত ঈষদ্বক্রভাবাপন্ন রেখাকে শুক্রবন্ধনী কহে; [চিত্র—১, চিহ্ন—ঠ-ঠ]। যেরূপ অন্তরীক্ষচারী সূর্য্যের কিরণ উর্দ্ধ হইতে আসিয়া পার্থিব জীবের আনন্দবিধান করে, সেইরূপ এই সকল রেখার উর্দ্ধমুখী শাখা-রেখাই জ্ঞানালোক সুখসংবিধানে সমর্থ বলিয়া, শুভফলপ্রদ আর অধোমুখে মৃদ্গত গর্ত্ত বা কূপ যেমন স্বতই অন্ধকারময় ও অসুখবিধানপর অধোমুখী শাখা-রেখামাত্রে তেমনই অজ্ঞানবিধানে অশুভফলপ্রদ হইয়া থাকে।—তবে তাহাদিগের সময়নির্দ্দেশ করিতে হইলে, মুলরেখা-সংস্পৃষ্ট স্থানই বর্ষের সূচনা করিয়া দেয়।—যেমন আয়ুরেখার যে অংশটুকু বৃহস্পতির স্থানের নিম্নে,—অর্থাৎ তর্জ্জনীর মহাসূত্রপাতে কর্ত্তিত, তাহাই ৩০ বৎসরের সূচক; আয়ুরেখার প্রারম্ভ হইতে এই প্রথম অংশ সমান ৩০ ভাগে বিভক্ত হইলে, তাহার এক একটী অংশ এক এক বৎসরের সূচক; ঐরূপ আয়ুরেখার শেষের সমাংশ ৭১ হইতে ১০০ বৎসর—এই ৩০ বৎসরের সূচক ইহারও ৩০ ভাগের এক ভাগ এক এক বর্ষের নির্দ্দেশ করে। আয়ুরেখার মধ্যস্থল ৪০ বৎসরের সূচক। ইহাকে সমান ৪০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগ এক এক বর্ষের সূচক। কিন্তু ভাগ্যরেখার বিভাগ ভিন্নরূপ ;- প্রারম্ভ হইতে শিরোরেখা পর্য্যন্ত অংশ ৩৫ বৎসর—সুতরাং এই অংশ সম ৩৫ ভাগে বিভক্ত হইলে তাহার এক এক বিভাগ এক এক বর্ষের সূচক। পরে শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যস্থ অংশ ৩৫ হইতে ৫৫ এই ২ বৎসরের সূচক, ইহাকে সমান ২০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগ এক এক বর্ষের সূচনা করে; অবশিষ্টাংশ শেষের ৪৫ বর্ষের সূচক, তাহাকেও সমান ৪৫ ভাগে বিভক্ত করিলেই তাহার এক এক ভাগ এক এক বর্ষের সূচনা করে। [চিত্র—১, ক-ক ও ঘ-ঘ]। অন্যান্য রেখা বয়োবিভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক অঙ্গুলীর নিম্নে ৩০ বৎসর করিয়া ধরিতে হয়; অথবা আয়ুরেখা কিংবা ভাগ্যরেখার সহিত আনুপাতিক বিভাগে বয়োবিভাগ বুঝিতে হয়। ক্রমানুশীলনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিলে, এই স্থূল বিষয়ের সূক্ষ্মভাবপরিদর্শন করিয়া, মানব-জীবনের সকল কথাই বলিতে পারা যায়।

শিষ্য। ভগবানের নীতির বশে যদি এইরূপ বিবিধ কর্ম্ম সমাহিত হইতেছে, তবে কেহ কেন পরিশ্রমে মস্তকের ঘর্ম্ম পদে পাতিত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে, কেহ কেন বা অক্লেশে অলসভাবে বসিয়া থাকিয়া বিবিধ রঙ্গরসে বিভোর হইয়া, সময়াতিপাত করিতেছে?—ইহারও মধ্যে কি কোন সদুদ্দেশ্য আছে?

গুরু। ইহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের যে, এক সুমহান্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা অতীব সুবোধ্য উদাহরণযোগে তোমার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছি।

যেমন কোন স্রোতস্বিনীর তরঙ্গমালার চঞ্চল নীরে কতকগুলি কাষ্ঠ নিক্ষিপ্ত হইল; তাহারা ভাসিবে বটে; কিন্তু কেহই চিরসংহত বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে না; তাহারা বীচিমালার প্রবল তাড়নে একবার সন্নিকৃষ্ট, আবার ব্যবচ্ছিন্ন হইবে নিশ্চিতই। আবার ঐরূপ কাষ্ঠের একদিকে কোন ভার অর্পিত হইলে, সেইদিক্ জলমধ্যে নিমজ্জিতও হইবে। কিন্তু সেই সকল কাষ্ঠ তক্ষণ করিয়া, বিস্তৃত ফলক ও বক্র প্রস্থ-কাষ্ঠ (ডাঁশা) প্রস্তুত করত, কতিপয় লৌহকীলক (পেরেক) দিয়া সম্বদ্ধ করিলে, তাহা একটী নৌকায় পরিণত হইবে; তখন সে জলে ভাসমান থাকিয়া আপনার অপেক্ষা বহুগুণ-ভারসম্পন্ন দ্রব্যের সমাবেশে ভাসিতে সমর্থ হইবে। সেইরূপ জগৎপিতা জগদীশ্বর সময় তরঙ্গে এই বিশ্বস্থ সকল জীবকে নিক্ষিপ্ত করিয়া, বিবিধ কর্ম্মের শিক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়া, তক্ষণ করিতেছেন; পরে কাহাকেও স্থূল প্রস্থ-কাষ্ঠ, কাহাকেও কাষ্ঠফলক করিতেছেন। আবার তাহারা ঐশ্বরিক নিয়মের বশে অনুক্ষণই আসঙ্গলিপ্স হইয়া, একত্র বসবাস করিতে রত হইতেছে। এইরূপ ব্যাপারবশেই সমবেত মানবগণের মধ্যে যিনি যিনি প্রবলপ্রতাপ, তাঁহারা সমাজগঠন করিতে কতিপয় নীতির ব্যবস্থাপন করিতেছেন। তাহাই সমাজ নৌকার লৌহকীলক!—ইহার মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনে একের অভাব অন্যের দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে। তাহা না হইলে, হয় ত, প্রত্যেককে স্ব স্ব অভাবের পূরণজন্য, সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইত। ইহাতে তন্তুবায়ের বস্ত্র, তৈলীর তৈল, কৃষির শস্য প্রভৃতির পারস্পরিক বিনিময়ে কাহারই অভাব হইতেছে না। অনন্তকৌশল ভগবানের সৃষ্টিকৌশলের মাহাত্ম্য এইরূপ ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণেই উপলব্ধ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিষ্য। প্রভো, মনুষ্যকে অন্ধ ও খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণ, ভিক্ষাদ্বারা উদরপোষণ ও জীবনযাপন করিতে হয় কেন?

গুরু। দয়াময় জগদীশ্বর মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিয়া, ইন্দ্রিয়দ্বারা উন্নতি-সাধনের প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়সাধ্য কর্ম্মসমূহ গ্রহগণের অধীন করিয়াও দিয়াছেন। মনুষ্যের জন্মসময়ে গ্রহগণ যেরূপ বলে বলীয়ান্ থাকিবে, সেইরূপ শরীরের গঠন, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বল, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতির সম্ভোগ করিতে পারিবে। সেই কারণে অনেক মনুষ্যকেই সময়ে সময়ে অন্ধ খঞ্জ হইয়া, জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গ্রহগণ ঐশ্বরিক নিয়মে কখন সবল, কখন দুর্ব্বল হইয়া ঐশ্বরিক কর্ম্মের সমাধান করিতেছে। উহারা যখন দুর্ব্বলভাবে থাকে, সেই সময়ে যে মনুষ্যের জন্ম হইবে, সেই ব্যক্তি নানাবিধ কষ্টে দিন অতিবাহিত করিবে; আর কষ্টভোগ করিয়া তাহাকে জীবনযাপন করিতে হইবে। এইরূপ কষ্ট কেবল শরীরের উপর হইবে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কোনরূপ দুর্ব্বলতা জন্মাইবে না। মনুষ্যগণ গ্রহগণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া, সময়ে সময়ে সুখ দুঃখ আধি ব্যাধি ইত্যাদির ক্রমাবির্ভাবে নিয়তই বিচলিত হয়; তজ্জন্য প্রপীড়িত হইতে হইলেও সেই সাময়িক পরিবর্ত্তনদ্বারা মনুষ্যগণ সবিশেষ শুভফল-লাভ করিতে সমর্থ হয়। যথা—

কোন একটী মনুষ্যের জন্মকালে গ্রহগণ কেন্দ্রস্থ থাকায়, দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও, বিদ্যার্জ্জনে সমর্থ হইয়া, যৌবনকালে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা শেষে সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা, সামুদ্রিক শাস্ত্রের সূক্ষ্ম উপদেশে ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল বুঝাইয়া দিই।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার উপদেশ শ্রবণে জ্ঞানের পথে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছি; কিন্তু সামুদ্রিকসংক্রান্ত সূক্ষ্ম উপদেশ শ্রবণ করিবার অগ্রে আমার আর কতিপয় প্রশ্নের উত্তর আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা

করি;—আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, মনুষ্যকে প্রলোভনে পড়িতে হয় কেন?

গুরু। বৎস, ঈশ্বর অনন্ত সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য, এই নানাপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন ও বিবিধপ্রবৃত্তিযুক্ত মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন; আর, ঐ সকল প্রবৃত্তির বা স্বভাবের চালনা করিবার জন্য, নানাপ্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট মনুষ্যেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন যে সকল ব্যক্তি বলবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বলপ্রকাশের জন্য দুর্ব্বলেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা ধনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ধনগৌরব-প্রকাশের জন্য দরিদ্রলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন,—অর্থাৎ ধনিগণ বিলাস সাধনের সঞ্চয়জন্য যে সকল অর্থব্যয় করেন, তাহাতে দেশীয় তন্তুবায়, কারুকর প্রভৃতি শিল্পিগণের পোষণ করিতে বাধ্য হন; এমন কি স্বীয় প্রাণযাত্রানির্ব্বাহের জন্য প্রত্যহ শস্যাদির ক্রয়হেতুক যে অর্থব্যয় করেন, তাহাতে অনেক ব্যবসায়ীও—পরম্পরাসম্বন্ধে কৃষকদিগেরও প্রতিপালনে রত থাকেন। আবার কামুকের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের কামচরিতার্থ-কারিণী কুলটা রমণীরও সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও জ্ঞানার্থীর সৃষ্টি করিয়া তাহার জ্ঞানপিপাসার প্রশমনজন্য জ্ঞানের সাগর অভ্রান্তবুদ্ধি গুরুর সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার ধনীর সৃষ্টি করিয়া যেমন দরিদ্রের দুঃখনিবারণ, কুলটার সৃষ্টি করিয়া কামুকের কামসন্তর্পণ, গুরুর সৃষ্টি করিয়া শিষ্যেরা ভ্রমনিরাস করাইতেছেন, তেমনই আবার এই কর্ম্মবিনিময়দ্বারা নিরন্তরই এই সন্নীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়াই, ধনিগণ বিদ্যাহীন ও গুণহীন হইয়া সৃষ্ট; আর তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে বিদ্বান্ ও গুণবান্ ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থক প্রস্তুত থাকিতে হয়।—একবার সৃষ্টির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই, সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বর তাঁহার সমস্ত সৃষ্ট বস্তুগুলি একই আকর্ষণী শক্তিতে বা টানে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন,—এই অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য, তিনি বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি করিয়া, গ্রহপরিচালনের সহিত অনন্ত সৃষ্টির রক্ষাবিধানে রত থাকিয়া, স্বয়ং অপ্রকাশিতভাবে রহিয়াছেন। এই সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা অনুশীলন করিতে হইলে, জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া, অনুসন্ধান করিলে,

ঈশ্বর ও তাঁহার এই সৃষ্ট জগতের কার্য্যকারণসংক্রান্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়। মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি বুঝিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই, ভগবান্ অদৃশ্যভাবে থাকিয়া, গ্রহগণ-দ্বারা সৃষ্টির কর্ম্ম চালাইয়া, তাঁহার অনন্ত তত্ত্বে বোধের উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। আর আমরা প্রকাশ্যভাবে ও অপ্রকাশ্যভাবে যে সকল কর্ম্ম করিতেছি, সে সকলই ঐশ্বরিক নিয়মে গ্রহবলে বাধ্য হইয়া, আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইতেছে। এক্ষণে সামুদ্রিকশাস্ত্রের সাহায্যে তোমাকে স্পষ্টই দেখাইয়া দিব যে, কিরূপ নিয়মে কোন্ গ্রহবলে কিরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিবিশিষ্ট হইয়া, মনুষ্যগণ কিরূপ উপজীবিকাবলম্বনে কিরূপ ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং কি কি লক্ষণে জাতক ধার্ম্মিক, বলবান্, চিকিৎসক, গায়ক, তস্কর, মিথ্যাবাদী, লম্পট ও ঘাতক হয়।

শিষ্য। প্রভো, কিরূপ চিহ্নদ্বারা মনুষ্যের উপজীবিকার বিষয়ে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি জানা যায়?

গুরু। বৎস, তোমাকে ঐ বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর ;—

প্রথম।—যাহাদিগের অঙ্গুলী স্থূল, খর্ব্ব ও সহজে অনমনীয়, বৃদ্ধাঙ্গুলী পশ্চাদ্ভাগে অত্যল্প বক্রভাবে যুক্ত ; আর ভাগ্যরেখাহীন করতল অঙ্গুলী অপেক্ষা দীর্ঘ, কঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে, তাহারা প্রাথমিক ; ঐরূপ জাতককে অপরিপুষ্ট (Elementary) হস্তবিশিষ্ট মনুষ্য কহে। তাহাদিগের বুদ্ধিপ্রবৃত্তি সাতিশয় স্থূলভাবাপন্ন ; তাই সূক্ষ্মবিবেচনা করিতে তাহারা অসমর্থ হয়। তাহাদিগের উপজীবিকা—কৃষি, পশুপালন, দাসত্ব, ভারবহন, কসাইকর্ম্ম ইত্যাদি ;—এতাদৃশ নীচ কর্ম্মও করিতে তাহারা পটু। [চিত্র—৪।

দ্বিতীয়।—যাহাদিগের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মূল অপেক্ষা প্রশস্ত ও স্থূল ; এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হয় ; তাহাদিগকে স্থূলাগ্র (Spatulate) অঙ্গুলীবিশিষ্ট মনুষ্য কহে। আর হস্ততল কোমল হইলে, উহারা পরিশ্রমী, ধৈর্য্যাবলম্বী, ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় ; উহাদিগের উপজীবিকা বাণিজ্য বা তৎসদৃশ শরীর ও মনের ঐকান্তিকী চেষ্টার সাধ্য কর্ম্ম। কিন্তু হস্ততল কঠিন হইলে, কল চালাইয়া বা তাহার নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে তাহারা বাধ্য হয়। চিত্র—১৪।

তৃতীয়।—যাহাদিগের অঙ্গুলীর মূলদেশ অর্থাৎ তৃতীয়পর্ব্ব স্থূল ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ক্রমশই সরু হইয়া শুণ্ডাকৃতি (Conic) ধারণ করে, তাহারা স্বাধীনতাপ্রিয় হয়;—আর শিল্পকর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। [চিত্র—৭।

চতুর্থ।—যাহাদিগের অঙ্গুলীর আকৃতি চতুষ্কোণ (Square) তাহারা সূক্ষ্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট, কারণানুসন্ধায়ী বিদ্যাপ্রিয়, সভ্যতামোদী হয়;—তাহারা সাধু-বিচারক, শাস্ত্রানুশীলক, চিকিৎসক, শিক্ষক, উদ্ভিদ্বিদ্যাবিৎ, মসীজীবী, দালাল, নট, নাট্যকার, নাট্যলেখক, সংবাদপত্রসম্পাদক, ব্যবহারজীবী (উকীল) হইয়া থাকে। [চিত্র—৩।

পঞ্চম।—যাহাদিগের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ বা প্রথম পর্ব্বই সূক্ষ্মভাবাপন্ন, তাহাদিগকে সূচ্যগ্র (Pointed) অঙ্গুলীবিশিষ্ট লোক কহে। তাহারা প্রায়ই প্রেমামোদী, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, ও বেশ ভূষার প্রচলিত রীতি পদ্ধতির অনুরাগী হয়। [চিত্র—২।

শিষ্য। গুরুদেব, আপনার শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিলাম, তাহাতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভের আশা হইতেছে; এক্ষণে হস্ততলে কি কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিচারক প্রভৃতির বৃত্তির উপযোগী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ উপদেশ করুন।

গুরু। বৎস, হস্ততলের কি কি চিহ্নদ্বারা বিচারকাদির পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মনিরূপণ করা যায়, তাহা একে একে বলিতেছি, শ্রবণ কর;—

১।—বৃহস্পতি ধর্ম্মসাধনে, শনি চিন্তার উদ্দীপনে, রবি জ্ঞানবিধানে, চন্দ্র স্নেহগুণে স্থিরীকরণে সমর্থ হন বলিয়া,—এবং এই গ্রহচতুষ্টয়বিহিত ফল বিচারকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হওয়ায়, এইসকল গ্রহফলের আনুকূল্যে জাতক বিচারক হয়। তাহার নির্ণায়ক সাধারণ চিহ্ন হইতেছে,—হস্তাঙ্গুলী চতুষ্কোণ (Square) প্রথম গ্রন্থি পরিপুষ্ট, বৃহস্পতি, শনি, রবি ও চন্দ্র—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সমভাবে উচ্চ, রবিরেখা প্রবল ও আয়ুরেখা হইতে একটি সরলরেখা বৃহস্পতিস্থান ভেদ করত, প্রথম অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে জাতক বিচারক হয়। ইহার সহিত বুধ ও মঙ্গল প্রবল হইলে, বিচারে একাগ্রতাবুদ্ধিহেতুক বিচারনিষ্ঠা জাতকে বলবতী হয়।

[চিত্র—১২ চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬ক-ক; খ-খ ৭।৮।

২।—বুধ ও বৃহস্পতি জ্ঞানার্জ্জনের বিধানপর শুভগ্রহ বলিয়া, ইহাদের আনুকূল্যে জাত জীব শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানোপার্জ্জনে রত হয়। তাই হস্তাঙ্গুলী দীর্ঘ ও অগ্রভাগ চতুষ্কোণ, কনিষ্ঠা বা চতুর্থাঙ্গুলী, অনামিকা বা তৃতীয়াঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বের উপর পর্য্যন্ত লম্বা হইলে, বা বুধের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ কনিষ্টাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, কিংবা শিরোরেখায় বুধের স্থানের নিকটে শ্বেতবিন্দুচিহ্ন থাকিলে, অথবা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে কোন সরলরেখা উঠিয়া, প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে, জাতক শাস্ত্রানুশীলক হয়। [চিত্র—১০ চিহ্ন—৩।৬।১।৪।৫। চ-চ।

৩।—(ক) বুধের স্থানের উচ্চতায় জাতক শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সাহসী, বাগ্মী, ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী হয়, কিন্তু কার্য্যকারণের বিচার করিয়া নব বিষয়েরও উদ্ভাবন করিতে পারে। চিকিৎসাব্যবসায়ে দেশকালপাত্রের সহিত কার্য্যকারণের বিচার করিয়া, উপযোগী ব্যবস্থা করিতে হয়; ও বৃহস্পতি অনুকূল হইলে, জাতক সত্যজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, অপিচ রবি আরোগ্যবিধান করেন। সুতরাং হস্তাঙ্গুলী দীর্ঘ, এবং অগ্রভাগ চতুষ্কোণ—বৃহস্পতির রবির বুধের—স্থান উচ্চ হইলে, কিংবা যদি বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হয়, ও উন্নত বুধের স্থানে ২।৩টী সরল রেখা থাকে, এবং রবিরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে জাতক চিকিৎসক হয়। [চিত্র—১২, চিহ্ন—১।৩।৫।৭ঘ ; ক-ক।

(খ) পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসহ মঙ্গলের প্রথমস্থান উচ্চ হইলে, জাতক অস্ত্রচিকিৎসক হয়। কারণ, মঙ্গল শোণিতের উপর আধিপত্য করেন। আবার মঙ্গলের স্থানের উচ্চতায় জাতকের স্বভাবের উগ্রতা ও মনের কাঠিন্য জন্মাইয়া দেয়। ইহা অস্ত্রচিকিৎসকদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

[চিত্র—১২, চিহ্ন—১।৩।৫।৭ঘ ; ক-ক।৮।

(গ) প্রথমোক্ত চিহ্নের সহিত চন্দ্রস্থান উন্নত হইলে, জাতক চিকিৎসক হইয়া ভৈষজ্যসম্বন্ধে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা হয়; সকল চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে সার বাছিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার থাকে।—চিকিৎসকের সাধারণ লক্ষণ যেমন তাহার চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞতায় সূচনা করে, আবার চন্দ্রস্থান উন্নত থাকায়, তাহার ভৈষজ্যগত কল্পনাশক্তি উত্তেজনা করায়, তাহার ভৈষজ্যগত নবাবিষ্কারে সামর্থ্য থাকে। [চিত্র—১২, চিহ্ন—১।৩।৫।৭ঘ ; ক-ক।

(ঘ) যদি বুধের রবির ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হয়, ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ প্রায়ই স্থূলাগ্র—কুত্রচিৎ বা চতুষ্কোণ হয়, তাহা হইলে জাতক পশুচিকিৎসক হয়।

[চিত্র—১২, চিহ্ন—৫।৭।৬।

৪। রবি বলবান্ হইলে, জাতক অনেকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ, সুবক্তা, ধর্ম্মগুণবিচারে নিপুণ হয়; বুধস্থান পুষ্ট হইলে, জাতক বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বাগ্মী শাস্ত্রজ্ঞ সাহসী ও পরিশ্রমী হইতে পারে; বৃহস্পতিস্থান উন্নত হইলে, জাতক তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ, উচ্চাভিলাষী, যশঃপ্রার্থী, ধর্ম্মোন্মত্ত, আমোদপ্রিয়, নৈসর্গিক-সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও কল্পনানিরত হয়; এবং শনিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক চিন্তাশক্তির ও প্রভুত্বশক্তির পরিচালনে সমর্থ হয়। আর শিক্ষকের উচ্চাভিলাষ, সুবক্তৃত্ব, ধর্ম্মগুণবিচারশক্তি, বিদ্যা বুদ্ধি, যশঃপ্রার্থনা শাস্ত্রজ্ঞত্ব, সাহসিকতা, শ্রমশীলতা, তত্ত্বজ্ঞান, নিসর্গবোধ একান্ত প্রয়োজনীয়। তজ্জন্যই বৃহস্পতি, শনি, রবি, ও বুধ—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলী দীর্ঘ ও স্থূলাগ্র এবং মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, ও রবিরেখা সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত থাকিলে, জাতক শিক্ষক হইয়া থাকে।

[চিত্র—১৪, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬ ক-ক।

৫। অঙ্গুলী স্থূলাগ্র এবং শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক উদ্ভিদ্বিদ্যাবিশারদ হয়। কারণ, চন্দ্র ওষধিগণের অধিপতি ও শুক্র সাংসারিক কার্য্যের প্রধান সাধক—উভয়ের আনুকূল্যে নিশ্চিতই জাতকের প্রবৃত্তি অনুসারে কথিতানুরূপ ফললাভ ঘটে। চিত্র—১৪, চিহ্ন—৮।৯।

৬। পূর্ব্বোক্ত করতলগত চিহ্নের সহিত হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগ চতুষ্কোণ, প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, জাতক কৃষিবিদ্যাবিৎ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট হওয়ায় যথাক্রমে মানসিক ও পার্থিব বল যথেষ্ট থাকে বলিয়া, ইহাও উদ্ভিদ্-বিদ্যার উপযোগী। [চত্র—১৩, চিহ্ন—১।২।৩।৮।৯।

৭। রবিস্থান উন্নত হইলে, জাতকের আবিষ্কার অনুকরণ নবোদ্ভাবন সৌন্দর্য্যবোধ প্রভৃতিতে শক্তি থাকে;—এই কয়টী গুণই শিল্পীদিগের একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হস্তে রবিস্থান উচ্চ, অঙ্গুলীগুলি সূচ্যগ্র, তৃতীয়াঙ্গুলী বা অনামিকার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে জাতক নিশ্চিতই শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিতে সমর্থ হয়। [চিত্র—১৫, চিহ্ন—১।২।৩।

(ক)—শুক্র অনুকূলভাবে জাতকের হৃদয়ে রসের বিকাশ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে বিলাসবাসনার উদ্রেক করিতে সমর্থ বলিয়া, তাহার অনুগৃহীতগণের হৃদয়ে মনোজ্ঞ পদার্থ জাগিতে থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসত্ত্বেও যদি শুক্রস্থান উচ্চ, অঙ্গুলীসমূহ—বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে, জাতক উৎকৃষ্ট পুষ্পচিত্রকর হয়,—এবং বর্ণবিকাশে—রং ফলাইতে—পটু হয়।

[চিত্র—১৫, চিহ্ন—১।২।৩।৪।

(খ)—সপ্তম-অনুবন্ধ-কথিত লক্ষণ সত্ত্বে যদ্যপি বুধের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ হয়, তাহা হইলে, জাতক জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে পারে। কারণ বুধ জাতকের শিল্পনৈপুণ্যের বিধানে ও নবোদ্ভাবনে সামর্থ দান করেন ও চতুষ্কোণকর সর্ব্ব ব্যাপারেরই উপযোগী বলিয়া, এতল্লক্ষণাক্রান্ত জাতকে জীবন্ত প্রাণীর অনুকরণে প্রতিকৃতি অঙ্কনের সামর্থ্য থাকাই সম্ভবপর ও সঙ্গত।

[চিত্র—১১, চিহ্ন—৩।৪।৫।

(গ)—মঙ্গলের আনুকূল্যে জাতকের স্বভাবের উগ্রতা জন্মায় বলিয়া, সপ্তম-অনুবন্ধ—কথিত লক্ষণের সহিত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয়। [চিত্র—১৫, চিহ্ন—১।২।৩।৭।

(ঘ)—চতুষ্কোণ অঙ্গুলী সর্ব্বকর্ম্মোপযোগী বলিয়া, সপ্তমচ্ছেদোক্ত লক্ষণ সহ অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ হইলে, জাতক দৃষ্টান্তরূপ চিত্রাঙ্কন করিতে সমর্থ হয়।

[চিত্র—১১, চিহ্ন—৩।৪।

৮।- চন্দ্রের আনুকূল্যে জাতক কল্পনাপ্রিয় ও নৈসর্গিক ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের লীলানুসন্ধান করিতে উৎসুক; আবার বৃহস্পতির আনুকূল্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। সুতরাং বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীসমূহ নরম ও প্রায়ই চতুষ্কোণ—কখনও বা স্থূলাগ্র এবং অঙ্গুলীগুলির দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে জাতক সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে। চিত্র—১০, চিহ্ন—১।২।৩।৫।

(ক)—বুধের আনুকূল্যে জাতক সাহসী বাগ্মী শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ হয় এবং বাক্যের যথাপ্রয়োগ স্বরূপবিকাশ করিতে পারে। তাই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের সহিত বুধের স্থান উচ্চ, ও নখরসমূহের দৈর্ঘ্যাপেক্ষা প্রস্থ অধিক হইলে জাতক সাহিত্যসমালোচক হয়; সাহিত্যগত দোষগুণের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, যথাগুণ প্রকটন করিতে পারে। [চিত্র—১০, চিহ্ন—১।২।৩।৫।৬।

(খ)—বৃহস্পতির জাতকের তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপনা ও উচ্চাভিলাষ, যশঃ, ধর্ম্মানুরাগ, আমোদ প্রভৃতিতে প্রীতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে রতি ইত্যাদির বিধান করেন; চন্দ্রও জাতকের কল্পনাশক্তির বিকাশ ও প্রাকৃতিক ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণে ঐশ্বরিকী লীলার উপলব্ধি করাইয়া থাকেন; শুক্রও জাতকের মনে প্রেম-রসের বিধান করেন; আর এই সকল গুণই হইতেছে, কবিদিগের কাব্য-রচনার অনুকূল। তাই বৃহস্পতি চন্দ্র ও শুক্র এই গ্রহত্রয়ের স্থান উন্নত, অঙ্গুলীগুলি সূক্ষ্মাগ্র ও শিরোরেখা চন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত প্রসৃত হইলে, জাতক কবি হয়। [চিত্র—২, চিহ্ন—২।৭।১২।৩। ক-ক।

৯।—বৃহস্পতির আনুকূল্যে জাতকের তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়; রবির প্রাবল্যে জাতক প্রভুত্বশালী জ্ঞানসম্পন্ন ও সম্মানাদির লাভে সমর্থ হয়; বুধ প্রবল হইলে, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির যথারীতি পরিচালন করিতে সমর্থ হয়। অঙ্গুলী-গুলির প্রথম পর্ব্ব পুষ্ট হইলে, মানসিক বললাভ ও দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট হইলে পার্থিব বললাভ ঘটে। সুতরাং বৃহস্পতি রবি ও বুধ—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলী-গুলির অগ্রভাগ চতুষ্কোণ, নখরগুলি ক্ষুদ্র ও শিরোরেখা প্রশস্ত হইলে, কিংবা অঙ্গুলীসমূহ চতুষ্কোণ ও পরিপুষ্টগ্রন্থি হইলে, জাতক সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়।

[চিত্র—১২, চিহ্ন—৩।৫।৭।১।২।৯। চ-চ।

ক।—ঐ লক্ষণের সহিত হস্তের নখরগুলি ক্ষুদ্র, বুধের স্থান উচ্চ ও শুক্রবন্ধনী অঙ্কিত থাকিলে, তিনি উৎকৃষ্ট সমালোচক হইতে পারেন।

[চিত্র—১২, চিহ্ন—৩।৫।৭।১।২।৯ গ-গ।

১০।—অনুকূল শুক্র রস প্রেম ও বিলাসসাধনের বিধান করিয়া থাকেন। এই কয়টীই হইতেছে, নাট্যের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং (ক) শুক্রস্থান উন্নত, অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ স্থূল বা চতুষ্কোণ, শিরোরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট ও শিরোরেখার একটী শাখা বুধস্থানাভিমুখে বক্র হইলে, ও একটী সরলরেখা মঙ্গলের স্থান হইতে উঠিয়া রবিস্থানে যাইলে, অথবা (খ) ভাগ্যরেখা প্রবল ও শিরোরেখা চন্দ্রস্থানাভিমুখে নিম্নগামিনী ও অঙ্গুলী সকল নমনীয় হইলে, জাতক নট ও নাট্য-কার হয়; অপিচ (গ) উভয় হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ স্থূল হইলেও, জাতক নট হইয়া থাকে।

[চিত্র—১৩, চিহ্ন—৮।১০। খ-গ-ঘ, ছ-ছ।

১১।—তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপনে বৃহস্পতি ও রবি, বাক্যবিন্যাসে বুধ ও রসাদির বিধানে শুক্র সহায় হওয়াতে, এবং চতুষ্কোণাঙ্গুলী সকল কর্ম্মেরই উপযোগিতার সূচনা করে বলিয়া, যাঁহার হস্তে বৃহস্পতি, রবি, বুধ ও শুক্র—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ চতুষ্কোণ, তিনি উৎকৃষ্ট নাট্যলেখক।

[চিত্র—১৩, চিহ্ন—১।৪।১১।৬।৮।

১২।—অঙ্গুলীসমূহ চতুষ্কোণ প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট, মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি বিশিষ্টরূপ পরিপুষ্ট হইলে, জাতক গণিতশাস্ত্রবিৎ হয়। [চিত্র—১১, চিহ্ন—১।২।৩।৬।

১৩।—রবির স্থান উচ্চ ও অনামিকার নিম্নে স্থাপিত হইলে, জাতক মসী-জীবী হয়; কারণ রবিস্থান অন্যগ্রহস্থানের অভিমুখে আরোপিত না হইয়া স্বস্থানে উন্নত হওয়ায়, জাতক রবির আনুকূল্যে অপর ধনী জনের সাহায্যলাভে সমর্থ হয়; আর মসীজীবীমাত্রই পরোপজীবী বলিয়া, গ্রহসংস্থানজনিত এতল্লক্ষণ এই বৃত্তির একান্ত উপযোগী ও সূচক।

১৪।—অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ, বৃহস্পতি, শনি, বুধ ও মঙ্গল—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ ও রবিরেখা প্রবল হইলে, জাতক দালাল হয়। ইহাতেও গ্রহবলের ক্রিয়াসাম্য রহিয়াছে। বৃহস্পতি ধন বুদ্ধির, শনি ভাগ্যের, বুধ বাক্যের ও মঙ্গল সম্পদের বিধান করেন। আর এই কয়টাই দালালদিগের ব্যবসায়ের অবলম্বন। রবিরেখাও সম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্যের সূচিকা।

[চিত্র—১৩, চিহ্ন—১।৪।৫।৬।৭। ক-ক।

১৫।—অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও স্থূল—বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ ও চন্দ্র—এই পঞ্চগ্রহের স্থান উন্নত ও রবিরেখা প্রবল হইলে, জাতক ব্যবহারাজীব বা উকীল মোক্তার হয়; অপিচ তাহাদিগের শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত সংযুক্ত না থাকিলে, কার্য্যসাধনে একাগ্রতা থাকে বলিয়া, ব্যবসায়ে সবিশেষ উন্নতিলাভও করিতে পারেন। ইহাও পূর্ব্বোক্ত সন্নীতির অধীন। কেন না, বৃহস্পতি জ্ঞানের, শনি ভাগ্যের, রবি জ্ঞানের ও মহদাশ্রয়ের, বুধ বাক্যের এবং চন্দ্র কল্পনার বিধান করেন বলিয়া, ঐগুলি ব্যবহারজীবদিগের প্রধান অবলম্বন হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে ব্যবহারাজীব হওয়াই সঙ্গত।

[চিত্র—১২, চিহ্ন—১।১০;৩।৪।৫।৬।৭ ক-ক, ঙ।

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক ধার্ম্মিক হয়?

গুরু। হস্ততলে ধর্ম্মসংক্রান্ত নানাবিধ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার এক-একটী করিয়া বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ;—

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, বৃহস্পতি জাতকের প্রতি অনুকূল হইলে, ধন ধর্ম্ম, গুরু, পুত্র ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন; আরও তাই জাতককে ব্যবস্থাপক পুরোহিত ও ধর্ম্মব্যবসায়ী হইতে হয়। সুতরাং ধর্ম্মসংক্রান্ত চিহ্নের মধ্যে বৃহস্পতির স্থান স্বাভাবিক বলবান্ হইবারই নিত্যবিধি;—এবং ইহাই সাধারণ চিহ্ন।

১ম।—যাঁহাদিগের অঙ্গুলী সূচ্যগ্র (Pointed) তাঁহারা বিশিষ্টরূপে কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল ধর্ম্মোৎসাহী পার্থিবসুখসম্ভোগে বিরত ও রুচিজ্ঞানবিশিষ্ট হন; আরও তাঁহাদের আত্মা ও মন একসূত্রে গ্রথিত। [চিহ্ন—২।

২য়।—অঙ্গুলীর প্রথমপর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও বৃহস্পতিস্থান উচ্চ হইলে ধর্ম্মগত সূক্ষ্মজ্ঞান স্বতই জন্মিয়া থাকে। চিত্র—২, চিহ্ন—২।৩।

৩।—কেবল তর্জ্জনীর প্রথমপর্ব্ব সূচ্যগ্র, বৃহস্পতিস্থান উচ্চ হইলে জাতক স্বভাবতই ধর্ম্মরত ও সহজ (প্রমাণনিরপেক্ষ) জ্ঞানযুক্ত হয়।

[চিত্র—২, চিহ্ন—৩।২।

৪র্থ।—যদি স্বাস্থ্যরেখা হইতে একটী রেখা উঠিয়া শিরোরেখাস্পর্শ করিয়া, একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন উৎপন্ন করে, তাহা হইলে জাতক ধর্ম্মসংক্রান্ত গূঢ়তত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। [চিত্র—২, চিহ্ন—১।

৫।—যদ্যপি একটী ঢেরা (Cross) চিহ্ন, হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থান বা করচতুষ্কোণ (Quadrangle) মধ্যে থাকে, আর ঐ চিহ্নটী ভাগ্যরেখার সহিত সংযুক্ত হয়, ও অঙ্গুলী সকলের প্রথমপর্ব্ব অন্যান্যপর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হয়, এবং উহার গ্রন্থিগুলি উচ্চ না হয়, তাহা হইলে, জাতক ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। (ক্রুশচিহ্ন স্থানগত ফলের হ্রাস করায়, ও ভাগ্যরেখা জাগতিকী উন্নতির সূচিকা বলিয়া, ক্রুশচিহ্নের সহিত ভাগ্যরেখার সংস্পর্শে পার্থিব ব্যাপারে উন্নতিলাভের অন্তরায় ঘটে; সুতরাং ভাগ্যরেখার যে বয়ঃসূচক স্থানে উক্ত ক্রুশ স্পর্শ করে, জাতকের সেই বয়ঃক্রমে ধনরত্নত্যাগ ও ধর্ম্মানুশীলন ঘটিয়া থাকে। [চিত্র—২, চিহ্ন—৪।৩।

৬ষ্ঠ।—উচ্চ বৃহস্পতিস্থানের উপর চন্দ্রচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতক ঈশ্বরগত তত্ত্বানুশীলনে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে,—এমন কি আহার, নিদ্রা, সুখ, স্ত্রী, পুত্র, সংসার—সকল ত্যাগ করিয়াই, ঈশ্বরতত্ত্বানুশীলনে রত হয়; আর সমস্ত জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, জল, ইত্যাদিতে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন, প্রত্যক্ষ দেখিতে সমর্থ হয়; কার্য্যতঃ দেশ, বিদেশ, বন, জঙ্গল, পর্ব্বত প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। চন্দ্র জাতকের ষড়্‌রিপুর উপর আধিপত্য করেন বলিয়া ধর্ম্মসাধনের ইহাও প্রধান সহায়; আরও জাতকের নৈসর্গিক ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণ প্রবৃত্তিও ইহার বলে।

[চিত্র—২, চিহ্ন—২।৬।

৭ম।—চন্দ্রের ও বৃহস্পতির অনুকূলবলে ধর্ম্মের সাধন অবশ্যম্ভাবী হইলেও, ত্রিকোণ-চিহ্ন বৈজ্ঞানিক-আগ্রহসূচক হওয়াতে, চন্দ্রস্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন ধর্ম্মসংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপনা করে; সুতরাং চন্দ্রের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, ও চন্দ্রস্থানের উপর ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে জাতক সংসারে থাকিয়া, ঈশ্বরসংক্রান্ত জ্ঞানলাভ করে। [চিত্র—২, চিহ্ন—২।৭।৮।

৮ম।—চন্দ্র জাতকের চিন্তাশক্তির এমনই উদ্দীপনা করেন যে, তাহাতে তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লোপ পায়, ও মানসিকী একাগ্রতা সাধিত হয়; আবার বুধ জাতকের ধীশক্তির উগ্রতাহেতুক অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করায়, দুরায়ত্তা চিন্তা চিরসহচরীর ন্যায় তাহার সঙ্গত্যাগ করে না। ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ বৃহস্পতিস্থানের উন্নতি, তাহার সহিত চন্দ্রের ও বুধের স্থান উন্নত এবং চন্দ্র-বুধ-সংযোজিনী ধনুঃসদৃশী বক্ররেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে, জাতক ধর্ম্মচিন্তায় রত ও. অতীন্দ্রিয়দর্শনে সূক্ষ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এতৎসহ রবির স্থান উন্নত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কেন না, রবিই একমাত্র জ্ঞানালোকদাতা মহাগ্রহ; তাঁহার আনুকূল্য ব্যতীত একমাত্র জ্ঞেয়তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না। [চিত্র—২, চিহ্ন—২।৭।১০।১৩। খ-খ।

৯ম।—ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণের সহিত শুক্রবন্ধনী (Girdle of venus) সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে, জাতক কোন সদাত্মকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, ধর্ম্মগত সূক্ষ্মজ্ঞানপথে অগ্রসর হয়; এবং অনেক সময় কাব্য গীতি প্রভৃতিতে অনেক মহৎ-তত্ত্বের আভাস দিতে পারে। [চিত্র—২, চিহ্ন—২।৭।১০।১৩; ঙ-ঙ।

ধর্ম্মসংক্রান্ত যে সকল চিহ্নলক্ষণাদির বিষয় বর্ণন করিলাম, সে সকল কেবল ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধানরত লোকদিগের হস্তেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উক্তরূপ চিহ্নবিশিষ্ট লোক অত্যন্তই বিরল। পরে সাধারণ মানবগণের মর্ম্মগত চিহ্ন সকলের বিশিষ্টরূপে ফলাদি বিবৃত করিতেছি।

ক।—চন্দ্র ও বৃহস্পতি ধর্ম্মসাধনের অনুকূল; শুক্র, প্রেম, সুখ, শ্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ভগিনী, স্ত্রী, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি প্রদান করেন;—সুতরাং এই গ্রহত্রয়ের বশে জাতক ধর্ম্মসম্বন্ধে ঈশ্বরকে সাকার-জ্ঞানে তাঁহার মূর্ত্তি প্রণয়ন করিয়া প্রেমোদ্দিক্ত গানে তাঁহার পূজা করিতে থাকে। তাই যে সকল জাতকের হস্তে বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ এবং শনি, রবি ও মঙ্গল—এই গ্রহত্রয়ের স্থান নিম্ন হয়, সেই সকল জাতক পশুহিংসা করিতে অসমর্থ ও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে;—কেবল মালা জপিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতির প্রতিমাপূজা করিয়া সবিশেষ সন্তোষলাভ করে এবং বৃহস্পতির প্রাবল্যহেতুক ঘৃতদুগ্ধমিষ্টান্ন প্রভৃতি সুখাদ্যবোধে নিরামিষভোজী হয়। [চিত্র ২, চিহ্ন—২।৭।১২।১।১০।১১।

খ।—চন্দ্র বৃহস্পতির সহিত শুক্রস্থান উচ্চ হইলে, যেমন জাতকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উপাস্য দেবের গুণকীর্ত্তনে পর্য্যবসতি হয়, আবার তাহার সহিত মঙ্গল রবি ও শনি বলবান্ থাকিলে, জাতককে তেমনই তাহার বিপরীতভাবে—পশু বলি দিয়া বীরভাবে—শক্তির উপাসনা করিতে ব্রতী হইতে হয়; এবং সুধাকর চন্দ্র বলবান্ থাকায়, জাতক সুরাপানে মত্ত হইয়া, আরাধ্যা শক্তিতে প্রাণার্পণ করিতে সমর্থ হয়; আরও রবি বলবান্ বলিয়া, এতৎসম্বন্ধে সাধনোপযোগী জ্ঞান থাকায়, ইহার শক্তিসাধন সুসাধ্য বলিয়া স্থির। তাই যে সকল জাতকের বৃহস্পতি, শুক্র, মঙ্গল, রবি, শনি ও চন্দ্র—এই গ্রহষট্‌কের স্থান উচ্চ, তাহারা শক্তি-উপাসনা ও শক্তিপ্রতিমাপূজা করিয়া বিশিষ্টরূপ চরিতার্থলাভ করে; ইহারা মদ্য ও মাংস প্রিয় খাদ্য বলিয়া মনে করে। আবার এতৎসহ বুধ বলবান্ হইলে শক্তিস্তোত্র রচিতে ও গাহিতে পারে; এবং সকল গ্রহই বলবান্ থাকায়, এই সাংসারিক নিয়মে সকল কর্ম্মের সাধনবলে দ্বৈতবাদ হইতে শেষে অদ্বৈতবাদের অধিকারী হইয়া, চরমসাধ্যে সচ্চিদানন্দময় চৈতন্যে উপনীত হয় [চিত্র—৩, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭

গ।—ধর্ম্মসাধনের সাধারণ চিহ্ন হইতেছে, বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, ও রবি বিশিষ্টরূপ বলবান্। কিন্তু এই সকল গ্রহস্থান সামান্য উচ্চ্রিত হইলে এবং মঙ্গলের ও শনির স্থান নিম্নে থাকিলে, পশু বলি দিয়া পূজা করিতে জাতক অসমর্থ; যে সকল জাতকের বৃহস্পতি, রবি, শুক্র ও চন্দ্র - এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান কিঞ্চিন্মাত্র উচ্চ হয়, আর শুক্রবন্ধনী (Girdle of Venus) চিহ্ন থাকে, তাহারা কর্ত্তাভজা, বাউল, ইত্যাদির পথাবলম্বী হইয়া, উপাসনা করে;—কিংবা উহাদিগের ন্যায় ধর্ম্মানুশীলন করিতে থাকে। উহাদিগের জাতি-বিচার থাকে না,—সঙ্গীতদ্বারাই কেবল ঈশ্বরাধনা করে। আর প্রকৃতিতে বিশিষ্টরূপ আকৃষ্ট থাকিয়া, গোপনে ঐরূপ ধর্ম্মসাধনে রত হয়।

[চিত্র—৪, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৮ ক-ক।

ঘ।—যে সকল জাতকের বৃহস্পতি, শনি, রবি ও চন্দ্র—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ হয়, তাহারা দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজায় বিরত থাকে; আর পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিন্দা ও ঘৃণা করে। ইহারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও বাক্য দ্বারা গুণকীর্ত্তন করিয়া সন্তোষলাভ করে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে পারে না। [চিত্র—৩, চিহ্ন—১।৪।৫।৬।

ঙ।—যাহার হস্তে শনির ও রবির স্থান অত্যুচ্চ এবং বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ—এই পঞ্চগ্রহের স্থান নিম্ন হয়, এবং রবিস্থানে একটী কৃষ্ণ দাগ (Spot) থাকে, সে জাতক স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্মাবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।—কৃষ্ণবর্ণ দাগে স্থানীয় ভাবের বিপর্য্যায় ঘটায়, রবি ধর্ম্মজ্ঞানবিকাশ করিতে না পারায়, ঐরূপ ঘটে। [চিত্র—৭, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬.৭।১৪।

শিষ্য। প্রভো, এক্ষণে আপনার উপদেশবলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, পৃথিবীতে আমরা যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি, সে সকলই নিত্য ঐশ্বরিক নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের অধীনতাবশে;—আমাদিগের স্ব স্ব বলের বা বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কিছুই করিবার সামর্থ্য নাই। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইতেছি বলিয়া, কি কি চিহ্ন-দ্বারা মনুষ্যগণের ধনসম্পত্তিলাভ হয়, তাহা আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার সন্দেহনিরাকরণার্থক তৎসংক্রান্ত বিবরণ বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন, ইহাই প্রার্থনীয়।

গুরু। জাতকের হস্ততলে যে যে চিহ্নে ধনবান্ ও সৌভাগ্যশালী হইবার বিষয় নিঃসংশয়িতরূপে প্রকাশ পায়, তাহা শ্রবণ কর ;—

১।—শনিরেখা যেরূপ লোকের পার্থিব উন্নতির সূচনা করে, রবিরেখা সেইরূপ পার্থিব গৌরবের সূচনা করে। সুতরাং করতলে রবিরেখা ভাগ্যরেখার সহিত সরলভাবে অঙ্কিত থাকিলে, জাতক বিশিষ্টরূপ ধনবান্ হয়।

[চিত্র—৮, চিহ্ন—ক-ক ; খ-খ।

২।—বৃহস্পতি ধনপ্রদ, এবং রবি আত্মোন্নতি, পদোন্নতি, দীপ্তি, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান ও মিত্র প্রদান করেন ; অতএব যদি বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ থাকে, আর রবিরেখা পরিস্কৃতরূপ অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে, জাতক ধন ও গৌরব এতদুভয় লাভ করে নিশ্চিতই। [চিত্র—৮, চিহ্ন— ১৷৩ ; ক-ক।

৩।—রবিরেখার অনুগরেখা দুই তিনটী অঙ্কিত থাকিলে, রবিরেখার ফলানুসারী সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয় ; তাই উচ্চ রবিস্থানে দুইটী সরলরেখা অঙ্কিত থাকিলে জাতক যথেষ্ট ধনবান্ হয়। [চিত্র—৮, চিহ্ন—ক-ক, গ-গ।

৪।—বুধের আনুকূল্যে জাতকের বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয় ; সুতরাং যদি বুধস্থান উচ্চ হয়, ও উহার উপর দুইটী সরলরেখা অঙ্কিত থাকে; তাহা হইলে, জাতক বাণিজ্যদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। [চিত্র—৯, চিহ্ন—৩৷৪।

৫। যদি মণিবন্ধের তিনটী রেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত হয়, আর উহার প্রথম রেখার উপর একটী ক্রুশ (Cross) চিহ্ন থাকে, এবং প্রথমাঙ্গুলীর—তর্জ্জনীর—তৃতীয় পর্ব্বে তিনটী সরলরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে, জাতক পরধন পাইয়া থাকে। [চিত্র—৯, চিহ্ন—গ-গ-গ ; ২৷৫।

৬।—ভাগ্যরেখা যদি চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, শনিস্থান পর্য্যন্ত যায়, ও একটী সরল রেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতিস্থানে যায়, তাহা হইলে, জাতক অপরের সাহায্যে কর্ম্মস্থান হইতে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতে সবিশেষ সমর্থ হয়। [চিত্র - ৯,—চিহ্ন - ঘ-ঘ ; ঙ-ঙ।

৭।—শিরোরেখার পার্শ্বে যদি আর একটী শিরোরেখা সমান্তররূপে ও সমভাবে ধাবিত হয়, তাহা হইলে, জাতক সবিশেষ ধনবান্ হয়।

[চিত্র—৯, চিহ্ন—চ-চ ; ছছ।

৮।—বৃহস্পতির ও রবির স্থান যদ্যপি উচ্চ হয়, ও আয়ুরেখা হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, শনিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে, জাতকের হঠাৎ অর্থাগম হইয়া থাকে। [চিত্র—৮, চিহ্ন—১।৩।ঘ-ঘ।

৯।—মণিবন্ধ হইতে যদ্যপি একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, বুধস্থানে যায়, তাহা হইলে জাতক হঠাৎ ধনলাভ করে। [চিত্র—৮, চিহ্ন—ঙ-ঙ।

শিষ্য। গুরো, আপনার শ্রীমুখ হইতে ধনসম্পত্তিলাভের চিহ্নসম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়া, সাতিশয় চমৎকৃত হইলাম। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তিতে আমরা অনুক্ষণই পরিচালিত হইতেছি। এক্ষণে কি চিহ্ন থাকিলে, লোক বিদ্বান্ হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। হস্তে যে যে চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিদ্বান্ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ;—

১।—বৃহস্পতির আনুকূল্যে মানব তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারে, এবং চন্দ্র জগৎ শীতল করেন বলিয়া, ইঁহার আনুকূল্যে জগৎস্থ সকল জীবকেই মুগ্ধ হইতে হয়। অতএব বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান সমভাবে উচ্চ, করতল কোমল, অঙ্গুলী প্রায়ই চতুষ্কোণ—কদাচিৎ বা স্থূলাগ্র ও অঙ্গুলীগুলির দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট হইলে, জাতক, সাহিত্যে পারদর্শী হয়। [চিত্র—১০, চিহ্ন—১।২।৩।৫।

২।—বুধের আনুকূল্যে বাক্যে ও বিদ্যায় সামর্থ্য লাভ করা যায়, সুতরাং ইঁহার আনুকূল্যে যথাপ্রয়োজ্য বাক্যের প্রয়োগে সাহিত্যের রচনা সুসাধ্য হয়। সুতরাং যাঁহাদিগের হস্তের নখগুলি ক্ষুদ্র, বুধস্থান উচ্চ ও শুক্রবন্ধনী অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাঁহারা সাহিত্যবিষয়ে গুণানুসারে সমালোচনা করিতে সমর্থ হয়।

[চিত্র—১০, চিহ্ন—৬। ক-ক।

৩।—বৃহস্পতি যেমন স্বীয় আধিপত্যে জাতকের ধন, ধর্ম্ম, গুরু, প্রভৃতি দান করেন, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানলাভের সহায়তা করেন, এবং শুক্র, সুখ শ্রী, বিলাস, ভূষণ, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি প্রদান করেন, চন্দ্রও জাতককে কল্পনাপ্রিয় করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহাদিগের হস্তে বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীগুলি সূচ্যগ্র আর শিরোরেখা চন্দ্রস্থান-পর্য্যন্ত প্রসৃত থাকে, তাঁহারা পদ্যরচনায় সবিশেষ পারদর্শী হয়।

[চিত্র— ২।৭।১২।ক-ক।

৪।—অঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব বিচারশক্তির এবং প্রথম গ্রন্থি মানসিক বলের ও দ্বিতীয় গ্রন্থি শারীরিক বলের সূচনা করিয়া থাকে; সুতরাং যাহার হস্তের অঙ্গুলীগুলি (Square) বা স্থূলাগ্র (Spatulate), দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ, ও দ্বিতীয় গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট পুষ্ট হয়, এবং দ্বিতীয়াঙ্গুলী অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলী বিশেষতঃ চতুষ্কোণ, সেই জাতক অঙ্কশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করে। [চিত্র—১১, চিহ্ন—১।২।৩

শিষ্য। বলবত্তাদির সূচক চিহ্নই বা কিরূপ ?

গুরু। মনুষ্যগণের করতলে, বলবত্তাদির সূচক চিহ্নও বহুবিধ। ক্রমশঃই তাহাদিগের পরিচয় গ্রহণ কর ;—

১।—করতলে গ্রহস্থান সকল সুপুষ্ট হওয়ায়, সকল গ্রহের বলসাম্যপ্রযুক্ত জাতক সকলের আনুকূল্যলাভ করিতে সমর্থ হয়; তজ্জন্য শরীরের ও মনের উপর সকল গ্রহের শক্তি অনুকূলভাবে পরিচালিত হওয়ায়, শারীরিক ও মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভ ঘটে। আর দুই করতলে গ্রহস্থান সকল সুপুষ্ট এবং আয়ুরেখা ঈষৎ গোলাপী-বর্ণবিশিষ্ট অপ্রশস্ত ও শুক্রস্থান প্রায় সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলে, জাতক অব্যাহত স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হওয়ায়, বিশিষ্টরূপে বলবান্ হইতে পারে। [চিত্র—৫, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮ ক-ক।

২।—মণিবন্ধের বলত্রয়ও স্বাস্থ্যসূচক বলিয়া, পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত মণিবন্ধ দ্বারাও জাতকের অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য সুতরাং তজ্জন্য বলও সূচিত হয়।

[চিত্র—৫, চিহ্ন- ঙ ঙ-ঙ।

৩।—করতল স্বাস্থ্যরেখাশূন্য হইলেও, স্বাস্থ্যহেতুক জাতক স্থিরবল।

৪।—করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ, অর্থাৎ স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখার মিলনোৎপন্ন কোণ সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলেও, জাতকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকায়, যথেষ্ট বলও সূচিত হইয়া থাকে। [চিত্র—৫, চিহ্ন—চ।

৫।—কোন রেখার অনুগামিনী রেখা মূল রেখার বলবৃদ্ধি করে বলিয়া, উভয় হস্তে আয়ুরেখার অনুগরেখা এবং স্বাস্থ্যরেখার অনুগতা প্রবৃত্তিরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে, জগতের স্বাস্থ্য সর্ব্বপ্রকারেই অব্যাহত হওয়ায়, বল একপ্রকার অতুলনীয়; নিরতিশয় প্রবলভাবে সুরক্ষিত।

[চিত্র—৫, চিহ্ন—ক-ক, খ-খ, গ-গ, ঘ-ঘ।

শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে গায়ক বা সঙ্গীতানুরাগী করে?

১।—চন্দ্র স্নেহ ও রসবিধান করেন বলিয়া, শুক্র বিলাসসাধনের বিধান করায়, করতলে চন্দ্রের ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সঙ্গীতপ্রিয় হয়; ইহার সঙ্গে অঙ্গুলীগুলি সূচ্যগ্র হইলে, জাতক সঙ্গীতরচনা করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণ যেরূপ সঙ্গীতচর্চ্চার অনুকূল, সূচ্যগ্র অঙ্গুলী সেইরূপ কবিত্বের সূচনা করে বলিয়া, কথিতানুরূপ লক্ষণে জাতক সঙ্গীতরচনানিপুণ ও সঙ্গীতবিদ্যাকুশল হইবে নিশ্চিতই। [চিত্র—১৫, চিহ্ন—১।৪।৯।

২।—পূর্ব্বোক্ত চিহ্নের সহিত রবির স্থান উন্নত হইলে, জাতক সঙ্গীত-বিদ্যানুশীলনে রত থাকে। [চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।৯।৩।

৩।—দ্বিতীয় অনুবন্ধ কথিত চিহ্নের সহিত শনিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক কলাবং বা কালোয়াৎ হয়। [চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।৯।৩।৮।

৪। পূর্ব্বোক্ত চিহ্নের সহিত মধ্যমাঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে, জাতক সঙ্গীতজ্ঞ হয়। [চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।৯।৩।৮।১০।

৫।—কথিতানুরূপ লক্ষণসত্ত্বে যদি অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ হয়, তাহা হইলে, জাতক তাল লয়ে সতর্ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ হয়।

৬।—পূর্ব্বকথিত চিহ্ন যদি স্থূলাগ্র অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তে থাকে, তাহা হইলে, জাতকের সর্ব্বযন্ত্রব্যবহারবিষয়ে অলৌকিকী অভিজ্ঞতা থাকে।

শিষ্য। কি বিশিষ্ট চিহ্নে জাতককে তস্কর বলিয়া বুঝিতে পারা যায়?

গুরু। ১।—বুধস্থান সাতিশয় উন্নত হইলে, জাতকের পার্থিব আসক্তি সাতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, এবং তৎসহ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থূলাগ্র হইলে, নিশ্চিতই আসক্তির অতিবৃদ্ধিজন্য লোভ; আর তাহারই অযথাবিকাশহেতুক তাহার চৌর্য্যবৃত্তিই অবলম্বন হয়। [চিত্র—৬, চিহ্ন—৭।১১।

২।—স্থূলাগ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে কতকগুলি বিশৃঙ্খলা রেখা কিংবা একটী ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলেও, জাতককে চৌর্য্যরত হইতে হয়।

[চিত্র—৬, চিহ্ন—৮।৯।

৩।—বুধস্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলেও, জাতকের চৌর্য্যপ্রবৃত্তি বিশিষ্টরূপ প্রবল হয়। [চিত্র—৬, চিহ্ন—১০।

৪। যদি শিরোরেখা বক্র ও রক্তবর্ণ হয়, আর একটী জালচিহ্ন বুধের স্থানে থাকে, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর গ্রন্থি সকল স্থূল, এবং করতল শুষ্ক (অর্থাৎ হস্তস্থ গ্রহস্থান গুলি অনুচ্চ ও অপরিপুষ্ট বিশেষতঃ মলিন হয়) আরও যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে নিম্নগামী হইয়া অত্যুন্নত বুধের স্থানে যায়, তাহা হইলে, জাতককে চোর বা দস্যু হইতে হয়।

[চিত্র—৬, চিহ্ন—১৬।১৭।২০।২১।

শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক ঘাতক হয়?

গুরু। ১।—মঙ্গল প্রাণীর রক্তের উপর আধিপত্য করেন এবং বীর্য্য উদ্রিক্ত করেন, এবং তারকা-চিহ্ন সুফলের প্রতিকূল হওয়াতে মঙ্গলের স্থান উন্নত ও তাহাতে তারকাচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের অন্যজীবের হনন করিতে প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয়। [চিত্র—৬, চিহ্ন—৬।১২।

২।—শনির বৈগুণ্যে অনিষ্ট, এমন কি বিনাশ পর্য্যন্তও ঘটে; তাই শনি-স্থানের নিম্নে শিরোরেখার উপর নীলবর্ণ রেখা থাকিলেও, জাতককে ঘাতক হইতে হয়। [চিত্র—৬, চিহ্ন—১৩।

শিষ্য। মনুষ্যহস্তপর্য্যবেক্ষণের সহিত কতিপয় ফলাফলের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। ধর্ম্মাচরণহেতুক সুখ্যাতিলাভ যেরূপ লোকের করতলগত রেখা দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে, সেইরূপ কি আত্মজিঘাংসু, ব্যক্তির হস্তগত চিহ্নে কর্ম্মনির্দ্দেশ হইতে পারে?

গুরু। ১।—অনিষ্টবিধায়ক এমন কি প্রাণনাশক গ্রহ শনির অঙ্গুলী— মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ এবং বুধনিম্নস্থ মঙ্গলস্থানে কতকগুলি বক্র ক্রুশ (চেরা) চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের আত্মজিঘাংসায় প্রবৃত্তি জন্মে।

[চিত্র—৭, চিহ্ন—১৮।১১।

২।—শনিস্থান সাতিশয় উচ্চ, আয়ূরেখা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত ও ভাগ্যরেখা মলিন এবং শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা মিলিত হইলে, জাতকের আত্মজিঘাংসা বলবতী হইয়া থাকে। [চিত্র—৭, চিহ্ন—ক,খ,গ।

৩।—ভাগ্যরেখার শেষভাগে একটী এবং চন্দ্রস্থানে অপর একটী ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, জাতকের আত্মজিঘাংসায় প্রবৃত্তি থাকে।

[চিত্র—৭, চিহ্ন—১২।১৩।

শিষ্য। মিথ্যাবাদীর হস্তে কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন তাহার চেষ্টার সূচনা করে?

গুরু। ১।—চন্দ্র কল্পনার সূচনা করায়, বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, ইচ্ছা ও বিচারশক্তির অভাব ঘটায়; কাহারও হস্তে চন্দ্রস্থান উচ্চ, অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ, ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, জাতক সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে।

[চিত্র– ৬, চিহ্ন—২।১৪।

২।—উন্নত চন্দ্রস্থানে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও শিরোরেখা শাখাযুক্ত হইলে, জাতককে বিশিষ্টরূপ মিথ্যাবাদী হইতে হয়।

[চিত্র—৬, চিহ্ন—২।১৫।

৩।—পূর্ব্বোক্ত চিহ্নের সহিত শিরোরেখা শাখাযুক্ত ও তাহার একটী শাখা পূর্ব্বোক্তরূপ চন্দ্রস্থানে উপনীত হইলে, জাতককে মিথ্যাকথা কহিতে হয়।

[চিত্র—৬, চিহ্ন—২।১৫ খ।

৪। বুধস্থান সাতিশয় উচ্চ, ও তদুপরি জালচিহ্ন চিত্রিত হইলেও জাতককে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কারণ কথার উপর বুধের বিশিষ্ট আধিপত্য আছে; জালচিহ্ন তাহার ফলের অপকর্ষ সাধন করিতেছে। ইহার সহিত রবিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক মিথ্যাকথা সত্যের অলঙ্কারে সাজাইয়া বেশ ভাণ করিতে সমর্থ হয়।

[চিত্র—৬, চিহ্ন—১৬।

৫। হৃদয়রে। ও শিরোরেখা অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট হইলে, জাতকের কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকার সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ কার্য্যতঃ মন অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হয় বলিয়া, উভয় হস্তে করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত ও বুধস্থান অভ্যুচ্চ হইলেও, জাতককে সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া অনেক সময় সত্যের অপলাপে মিথ্যাবাদী হইতে হয়।

[চিত্র—৬, চিহ্ন—ক-খ; গ-গ।

৬। কনিষ্ঠার ও তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্ব্বে একটী রেখা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত এড়োভাবে বিস্তৃত থাকিলে, জাতককে স্বতই মিথ্যাবাদী হইতে হয়। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত সন্নীতির সমন্বয় সুরক্ষিত। কেন না, বাক্যাধিপ বুধের অঙ্গুলী কনিষ্ঠায় পার্শ্ববিস্তৃতা রেখায় যেমন ফলের বিপর্য্যয় সাধিত হয়, তেমনই ধর্ম্মাধিপতি বৃহস্পতির অঙ্গুলীতে ঐরূপ রেখা ফলবৈষম্য ঘটে; ইহাও মিথ্যাবাদের পোষক!

[চিত্র—৬, চিহ্ন—১৮।

৭।—শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত, এবং আয়ুরেখার শেষাংশে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন চিত্রিত থাকিলেও, জাতককে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। [চিত্র—৬, চিহ্ন—২২।

শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের লাম্পট্যের সূচনা করে?

গুরু। ১।—শুক্র মনুষ্যের স্ত্রী প্রভৃতি বিলাসসাধনের বিধান করেন, এবং জালচিহ্ন তৎসংক্রান্ত শুভফলের প্রতিষেধক; সুতরাং যাহার হস্তে উন্নত শুক্রস্থানে কতকগুলি সরলরেখা পরস্পর কর্ত্তিত হইয়া, একটী জালচিহ্নে পরিণত হয়, সেই জাতকের লাম্পট্যদোষ অনিবার্য্য। [চিত্র—৭, চিহ্ন—৮।

২—তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্বে একটী তারকাচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতককে লম্পট হইতে হয়। তর্জ্জনী বৃহস্পতির অঙ্গুলী। তৃতীয় পর্ব্ব স্বাভাবিক স্থূলজ্ঞানের পরিচায়ক। তারকাচিহ্ন তদ্‌গত ফলের বিপর্য্যয়-সাধক। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চিহ্নে সামাজিক ঘৃণ্য লাম্পট্যের সূচনাই সঙ্গত।

[চিত্র— ৭, চিহ্ন—৯।

৩।—মধ্যমা শনির অঙ্গুলী। শনিও অনুকূল ভাবে দাস দাসী প্রভৃতি সুখ সাধনের বিধান করেন ও প্রকারান্তরে নীচ সহবাসেরও অনুষ্ঠানে রতি দেন। তাহার উপর ত্রিকোণ-চিহ্ন কৌশলের সূচক। সুতরাং মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতক কৌশলে নীচ সহবাসরত—লাম্পট্যদোষদুষ্ট হয়। [চিত্র—৭, চিহ্ন—১০।

৪।—মানসিকী বৃত্তিগুলির আশ্রয়স্থান হৃদয়; তাহাতে যবচিহ্ন ফলের ব্যতিক্রম ঘটায় বলিয়া, বুধস্থানের নিম্নে হৃদয়রেখার উপর যবচিহ্নও অগম্যাগমন লাম্পট্যের সূচক। [চিত্র— ৭, চিহ্ন—১৫।

৫।—শুক্রস্থান হইতে একটী যবচিহ্ন হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে, জাতক লম্পট হয়। শুক্রস্থানের উচ্চতা যেমন স্ত্রীজাতির প্রতি আসক্তির সূচক, যবচিহ্ন তেমনই তাহার ফল বৈপরীত্য ঘটায়; আবার তাহা হৃদয়-স্পর্শী হইলে, হৃদ্‌গতভাবে লাম্পট্যের প্রকাশ হইবে নিশ্চিতই।

[চিত্র—৭, চিহ্ন—১৬।

৬।—বারাঙ্গনার সহবাসে অর্থক্ষতি ও সৌভাগ্যহানি হয়; সুতরাং ভাগ্য-রেখার উপর যবচিহ্ন থাকিলে, সংসক্তভাবে বারাঙ্গনা সহবাসে যে, ভাগ্য-

হানি ও দুর্ভাগ্যযোগ সূচিত হইবে, তাহা স্থির। কারণ যবচিহ্ন ভাগ্যরেখার সুফলের ব্যতিক্রমসাধক। [চিত্র—৭, চিহ্ন—১৭।

বস্তুতঃ এই সকল চিহ্ন থাকায়, জাতক যখন চিহ্নসূচিত কার্য্য করিতে বাধ্য, তখন জাত জীবগণ যে কোন কার্য্য করিতেছে, সমস্তই ঈশ্বরের নিয়মে; সুতরাং কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম—সকল কর্ম্মেরই সাধন করিতে এক অপ্রতি-ষেধ্য ঐশ্বরিক নিয়মে জীবমাত্রেই বাধ্য। আর অপ্রতিবিধেয় ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন হইয়া, যখন মনুষ্যকে কেন—জীবমাত্রকেই সুখ দুঃখের ভোগ করিতে হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধতা করিতে পুরুষকারের আশ্রয়গ্রহণ চপলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ধর্ম্মাচরণ করিয়া, সুখ্যাতিলাভ করা যেমন ঐশ্বরিক নিয়মবশে ঘটিয়া থাকে, আত্মহত্যা বা জীবহত্যা সেইরূপ তাঁহার অপ্রতিবিধেয় নিয়মবশে ঘটে। আর এতদুভয়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া সমফল। অতএব ভগবন্নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশে যদি আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হয়, তবে কি সুখ, কি দুঃখ, কি পাপ, কি পুণ্য সকলই ভগবানের অপ্রতিহত নিয়মের বশে সম্পন্ন করিতে হয় বলিয়া, ভগবন্নির্ভরে সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। জীবনের সকল ঘটনাই অতিপূর্ব্ব হইতে যে, ভগবন্নিয়মে নির্দ্দিষ্ট, তাহা এতদ্বিষয়ের চিন্তায় স্বতই প্রতিভাত হইবে। সুতরাং যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার বিষয় ভাবিয়া সুখ বা দুঃখের অনুভব করা ভাবী সুখের চিন্তায় উৎফুল্ল হওয়া বা ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের চিন্তায় কষ্টভোগ করা অনুচিত; কেবল ভগবন্নিয়মে পরিচালিত বলিয়া, অনুক্ষণই পুণ্যব্রতে ব্রতী মনে করিয়া, নিরন্তর হৃষ্ট হইলে, জীব তত্ত্বজ্ঞ সদানন্দ সুতরাং আত্মপ্রসাদলাভে সমর্থ হয়; আর এইরূপই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

শিষ্য। প্রভো, আপনার উপদেশে লোকের যাবতীয় কর্ম্মাকর্ম্ম যে, গ্রহগণের পরিচালনের সহিত বলাবলের তারতম্যানুসারে ঘটিয়া থাকে, তাহা স্থির—বুঝিয়াছি। কিন্তু নিত্যভ্রমণশীল গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তি যখন পৃথিবীর সমসূত্রবর্ত্তী স্থানে সমভাবেই কার্য্য করে, তখন তাহাদিগের সমাধিকারে জন্মগ্রহণ করিলেও, ফলপার্থক্যলাভই বা সম্ভবে কি প্রকারে?

গুরু। গ্রহগণ ঐশ্বরিক নিয়মে নিরন্তরই পরিভ্রমণ করিতেছেন। স্ব স্ব স্থিত্যনুসারে গ্রহগণ বলাবলানুক্রমে পৃথিবীর উপরি অভেদে স্ব স্ব শক্তিপরিচালন করিতেছেন; তাহাতে তাঁহাদিগের সাংস্থানিক বলাবলের তারতম্য ঘটিতেছে। আবার পৃথিবীও স্বকক্ষে একবার করিয়া, স্বদেহের পরিক্রমণ করিতে করিতে মহাগ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তজ্জন্যই পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণের উদয়াস্ত বা শক্তিস্থিত্যাদির নিরন্তরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের ক্ষণনির্ণয়ে পৃথিবীর তাৎকালিক অবস্থানের সহিত রাশিচক্রের যে অংশ নির্ণীত হয়, তাহাই লগ্ন নামে অভিহিত। সকলদ্গ্রহগণের রাশিগত অবস্থানসাম্য পরিলক্ষিত হইলেও, লগ্নবিপর্য্যয়হেতুক জাতকের জীবনফলেরও বিপর্য্যয় ঘটে। কারণ গ্রহসংস্থানের রাশিগত সাম্য থাকিলেও, এই লগ্নবিপর্য্যয়হেতুক জাতকের জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটে। আর সেই ভাববিপর্য্যয় অনুসারে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন ফলবিধানও করিয়া থাকেন। এক্ষণে দৃষ্টান্তযোগে তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলে আর কোন সন্দেহই থাকিবে না।

যেমন কোন বর্ষের বৈশাখ মাসের প্রথম দিনের রাশিসংস্থান নিম্নলিখিত চক্রসংস্থানের অনুরূপ। ইহার প্রতি গৃহের লগ্নবিপর্য্যয়ে ফলেরও ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী।

কথিত দিনে গ্রহগণের সংস্থান এইরূপই আছে,—এবং ঐ দিন বিভিন্ন সময়ে দ্বাদশটী শিশুর জন্ম হইল, এই বারটী বালকের জন্মক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, রাশিগত গ্রহের সংস্থানসাম্য থাকিলেও, লাগ্নিক সংস্থানের সহিত ফলের পার্থক্যও সম্ভটনীয় ;

বৃহস্পতি চন্দ্রের ক্ষেত্র কর্কটে তুঙ্গী থাকায় ও বৃহস্পতির গৃহ মীন চন্দ্র উচ্চাভিলাষী হওয়ায়, ইহাদিগের বিনিময়যোগ ঘটিয়াছে ; তাহার ফলে স্ব স্ব ভাবফলের বিশিষ্ট বিধান করিবেন নিশ্চিতই।

প্রথমতঃ ইহার রাশিগত গ্রহসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, মেষে রবি. কর্কটে বৃহস্পতি, তুলায় শনি, মীনে শুক্র অবস্থিত হইয়া তুঙ্গী ;— চারিটী গ্রহ তুঙ্গী হওয়ায়, তাহার সাধারণ ফলে জাতক বহুজন প্রতিপালক শক্তিসম্পন্ন চক্রবর্ত্তী হইতে পারে। আবার পৃথক্ পৃথক্ ফল যথা,—

তুঙ্গী রবির ফলে,—জাতক শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত, ধার্ম্মিক, শান্ত, নীরোগ, বহুজন প্রতিপালক, দাতা, রাজসদৃশ সাতিশয়ভোগী ও মণ্ডলেশ্বর হয়।

তুঙ্গী বৃহস্পতির ফলে,—জাতক মন্ত্রী, নরশ্রেষ্ঠ, সাতিশয় বলবান্, মাননীয়, প্রচণ্ড রাগ, ঐশ্বর্য্যশালী, হস্তী, অশ্ব, যান ও বরাঙ্গনাযুক্ত ও বহু গোষ্ঠীপোষক হয়।

তুঙ্গী শুক্রের ফলে—জাতক মিষ্টান্নভোজী, গুণী, সিদ্ধিযুক্ত,রাজ-মন্ত্রী, দীর্ঘজীবী, বদান্য, দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তিসম্পন্ন হয়।

তুঙ্গী শনির ফলে—জাতক কান্তাবিলাসী, কীর্ত্তিমান পাত্র, লক্ষ্মী-যুক্ত, দীর্ঘজীবী, কতিপয় গ্রামাধিপতি, পণ্ডিত, দাতা ও ভোক্তা হয়।

চন্দ্র, শুক্র ও বুধ মীনরাশিতে অবস্থিত হওয়ায়, এই ত্রিগ্রহ যোগে জাতক বিনীত, শাস্ত্রানুরাগী, বাণিজ্যকুশল, ভ্রমণশীল, স্ত্রীলোলুপ, অব্যবস্থিতচিত্ত ও কন্যাসন্ততি-যুক্ত হয়।

মীনরাশির ফলে—মীনরাশিতে চন্দ্র থাকায়, জাতক ধনজন, সুখভোগী, মুগ্ধবপুঃ, মৈথুনরত, শত্রুপরাভবকারী, স্ত্রীজিত, মনোহর কান্তি, ধন-লোভী ও পণ্ডিত হয়।

গ্রহগণের এই সকল সাধারণ ফলের লগ্নভেদ ফলবিভেদ হইবে; সাধারণ ফলের সর্ব্বাঙ্গীন সংক্রমণ না হইয়া, সংস্থান ভেদে, বিশিষ্ট সংক্রমণ হইবে; সুতরাং ইতর বিশেষে ফল বিভেদ হইবে; যথা—

বৈশাখ মাসে মেষ লগ্নে সূর্য্যের উদয়। প্রাতে সূর্য্যোদয়ের ৪।৭।১০ দণ্ড সময়ে যাহার জন্ম হইল, তাহার জন্মলগ্ন মেষ। ইহার ফলে জাতব্যক্তি প্রচণ্ড ক্রোধ, বিদেশগমনরত, লোভী, কৃশ, অল্পসুখ, শূর ও অস্পষ্টবাদী, বায়ুপিত্তপ্রকোপহেতুক উত্তপ্ত দেহ, কার্য্যকুশল, ভীরু, রোষকষায়িত নেত্র, ধর্ম্মরতঃ, চঞ্চল, অল্পমেধাঃ, পরার্থনাশক, ভোক্তা, লব্ধখ্যাতি, কুনখ, ভ্রাতৃ-বিহীন, পিতৃভক্ত, দ্রুতগমনশীল, কুসন্তানযুক্ত, সুশীল, সদ্বংশসম্ভূতা স্বজন-প্রিয়া, হীনাঙ্গাপত্নীযুক্ত, নীচকর্ম্মে উন্নতিপর, অপকৃষ্ট সুখে রত ও ধর্ম্মে অর্থবৃদ্ধি করণেচ্ছু। এই সকল কর্ম্মেরও আবার হ্রাসবৃদ্ধি অন্যান্য ভাবস্থ গ্রহগণের বলে ঘটিয়া থাকে। সূর্য্য কর্তৃত্ব বিশুদ্ধজ্ঞান প্রভৃতির বিধান করায় এবং মেষে সূর্য্য পূর্ণ বলবান্ হওয়ায় এ ব্যক্তি গোষ্ঠী- পোষক গৃহী, ধার্ম্মিক, বন্ধুহিতৈষী, উদ্ধত, বলবান্, কর্তৃত্বাভিমানী, হিতকারী, ক্ষমাশীল, মানী, উদার, দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী হয়; আরও লগ্নে রবি কেন্দ্রস্থ হওয়ায়

জাতক রক্তবর্ণ, নির্দ্দয়, হিংস্র, নির্ব্বোধ, ক্ষুধার্ত্ত, চক্ষুরোগ বা মস্তিষ্কবিকারে পীড়িত, পরস্ত্রীরত, এবং পরদেশে পররাজ্যে বা পরাশ্রয়ে কৃতাধিবাস হয়। চতুর্থ গৃহে বৃহস্পতি তুঙ্গী থাকায় এ ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মার্থকামপ্রার্থিনী সুন্দরী পত্নী এবং রাজানুগ্রহে অর্থ, উত্তম বাহন ও সম্মান প্রভৃতি লাভে সমর্থ হয়। সপ্তমগৃহে শনি তুঙ্গী থাকায় দৌত্য কর্ম্মে রত, বায়ুরোগাক্রান্ত, কদাকার, চিরদরিদ্র, বালস্বভাব ও পরকর্ম্মনাশক হয়। এবং এই তিনটী গ্রহ কেন্দ্রে অবস্থিতি করায় বৃহস্পতির অনুকূল বলে, রবির ও শনির হ্রাস হইবে। আরও লগ্নাধিপতি একাদশ-গৃহে বর্ত্তমান থাকায় জাতক বহুমিত্র, অর্থ ও উত্তম বাহন লাভে সমর্থ হয়। একাদশ-গৃহে মঙ্গল থাকায় জাতক ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্থাবর সম্পত্তির অধিপতি, এবং রাহুও উক্তগৃহে বর্ত্তমান থাকায় নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয়। দ্বাদশ গৃহে চন্দ্র থাকায় এ ব্যক্তি কৃপণ স্বভাব বিশিষ্ট ; দ্বাদশে বুধ থাকায় জাতক স্বার্থপর ধূর্ত্ত ও স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং শুক্র দ্বাদশে থাকায় জাতক আমোদ-প্রিয় ও সদা স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতে ভালবাসে। দ্বিতীয়াধিপ শুক্র দ্বাদশে থাকায় এ ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, অপরিমিত ব্যয়ী হয় ও সঞ্চিত ধন নষ্ট করে। তৃতীয়ের অধিপতি বুধ দ্বাদশ-গৃহে থাকায়, এ ব্যক্তির শত্রুভয়, বন্ধনাশঙ্কা ও জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতি অশুভফল ঘটিয়া থাকে। চতুর্থাধিপ চন্দ্র দ্বাদশে থাকায় ঋণ, শোক, শত্রু প্রভৃতি হইতে অস্থির হয়। পঞ্চম গৃহে কেতু থাকায় ইহার মৃতপ্রজ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, পঞ্চমাধিপ রবি লগ্নে থাকায় জাতক বুদ্ধিমান, বিদ্যানুরাগী, বিলাসী, প্রফুল্লমনা ও স্বীয় বংশের ভূষণ স্বরূপ হয়। ষষ্ঠাধিপতি বুধ দ্বাদশে থাকায় ইহার অর্থব্যয়, ঋণ, অপমান ও অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি শুক্র দ্বাদশে থাকায়, এ ব্যক্তি দাম্পত্য-সুখবিহীন ও শত্রু নিপীড়িত হইবে। অষ্টম গৃহের অধিপতি মঙ্গল একাদশ-স্থানে থাকায় আত্মীয়স্বজনের সম্পত্তিলাভ ও বন্ধুনাশ হইয়া থাকে। নবম স্থানের অধিপতি বৃহস্পতি চতুর্থ গৃহে তুঙ্গী হইয়া থাকায়, ইহার বাণিজ্য বিদ্যা, ধর্ম্ম ও ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ হইবে। দশম গৃহের অধিপতি শনি সপ্তম স্থানে তুঙ্গী হইয়া থাকায় জাতকের সম্ভ্রান্তকুলে বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। একাদশ গৃহের অধিপতি শনি সপ্তম গৃহে থাকায় ইহার বিবাহ, ব্যবসায় ও

বিদেশযাত্রায় ধনলাভ হইবে। দ্বাদশাধিপ বৃহস্পতি চতুর্থ গৃহে থাকায় জাতক ঋণগ্রস্ত, কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত হইবে।*

গোচর ফলের ন্যায় সাময়িক ফল নির্ণয় করাতে, জীবনসংক্রান্ত ফলের বিশিষ্ট বিকাশ কালস্থির করিতে—নাক্ষত্রিক চন্দ্রসংস্থান হইতে গ্রহের দশা

*গোচরফল। লগ্ন হইতে যেরূপ জাতকের জীবনফল নির্ণীত হয়, সেইরূপ জন্মকালীন চন্দ্ররাশি হইতে সাময়িক গ্রহপরিবর্ত্তনের সহিত ফল-নির্ণয় হয়। জন্মরাশিতে (প্রথমে) সূর্য্য জাতকের ধননাশ, দ্বিতীয়ে ভয়, তৃতীয়ে স্ত্রীলাভ, চতুর্থে মানহানি, পঞ্চমে দৈন্য, ষষ্ঠে শত্রুহানি, সপ্তমে অর্থলাভ, অষ্টমে পীড়া, নবমে কান্তিক্ষয়, দশমে কার্য্যবৃদ্ধি, একাদশে ধনাগম, দ্বাদশে মহাবিপদ ঘটান। প্রথমে চন্দ্র অর্থনাশ, দ্বিতীয়ে বিত্তনাশ, তৃতীয়ে দ্রব্যলাভ, চতুর্থে চক্ষুরোগ, পঞ্চমে কার্য্যহানি, ষষ্ঠে ধনলাভ, সপ্তমে সবিত্ত স্ত্রীলাভ, অষ্টমে মৃত্যু, নবমে রাজভয়, দশমে মহাসুখ, একাদশে ধনবৃদ্ধি, দ্বাদশে রোগ ও ধননাশ করেন। প্রথমে মঙ্গল শত্রুভয়, দ্বিতীয়ে ধননাশ, তৃতীয়ে অর্থলাভ, চতুর্থে শত্রুভয়, পঞ্চমে প্রাণনাশ, ষষ্ঠে বিত্তলাভ, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অস্ত্রাঘাত, নবমে কার্য্যহানি, দশমে শুভ, একাদশে ভূমিলাভ, দ্বাদশে রোগে অর্থনাশ ও অশুভ ঘটান। প্রথমে বুধ বন্ধন, দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে বধ ও শত্রুভয়, চতুর্থে অর্থলাভ, পঞ্চমে অসুখ, ষষ্ঠে স্থানলাভ, সপ্তমে রোগ ও আপৎ, অষ্টমে ধনলাভ, নবমে সাংঘাতিক ব্যাধি, দশমে শুভ, একাদশে অর্থলাভ, দ্বাদশে বিত্তনাশ করান। বৃহস্পতি প্রথমে ভয়, দ্বিতীয়ে অর্থলাভ, তৃতীয়ে ক্লেশ, চতুর্থে অর্থনাশ, পঞ্চমে শুভ, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে রাজপূজা, অষ্টমে ধননাশ, নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে প্রীতিনাশ, একাদশে ধনলাভ, দ্বাদশে দেহমনঃপীড়া ঘটান। শুক্রের প্রথমে শত্রুনাশ দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে শুভ, চতুর্থে ধনলাভ, পঞ্চমে পুত্রলাভ, ষষ্ঠে শত্রুবৃদ্ধি, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অর্থলাভ, নবমে বস্ত্রলাভ, দশমে অশুভ, একাদশে বহুধনলাভ, দ্বাদশে ধনাগম ও সুখ হয়। প্রথমে শনি বিত্তনাশ ও সন্তাপ, দ্বিতীয়ে মনঃকষ্ট, তৃতীয়ে শত্রুনাশ ও বিত্তলাভ, চতুর্থে শত্রুবৃদ্ধি, পঞ্চমে পুত্রনাশ, ষষ্ঠে অর্থপ্রাপ্তি, সপ্তমে অনিষ্টপাত, অষ্টমে দেহপীড়া, নবমে ধনক্ষয়, দশমে মানস উদ্বেগ, একাদশে ধনলাভ, দ্বাদশে অমঙ্গল ঘটান। রাহু প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবমে যথাক্রমে অর্থক্ষয়, শত্রুভয়, কার্য্যহানি, রোগ, প্রবাস, মৃত্যু ও অগ্নিভয় ঘটান; অন্যত্র শুভ। কেতুও একাদশ, তৃতীয়, দশম বা ষষ্ঠে জাতকের সম্মানভোগ, রাজপূজা, সুখ, অর্থলাভ এবং আজ্ঞাকারী পুরুষ ও স্ত্রী হইতে সুখ ও পুণ্যলাভ ঘটান।—অন্যত্র অশুভ।—রবি ও মঙ্গল প্রবেশকালে, গুরু শুক্র মধ্য সময়ে, শনি ও চন্দ্র বিনির্গমনকালে —বুধ সর্ব্বকালে গোচরফল দেন।

বিচার আবশ্যক।* এই বিচারে জাতকের প্রতি গ্রহগণের বিশিষ্টদৃষ্টি ও তাহাদিগের সাংস্থানিক বলাবলানুসারে ও ভাবসমন্বয়ে ক্রিয়া অনুক্ষণই ঘটিতেছে; সুতরাং মানবগণের জীবনে বিভিন্ন কালে যে বিভিন্ন ফলের সঙ্ঘটনে গ্রহগণের শক্তি সমন্বয় রক্ষিত হয়, তাহা অনুশীলনে উপলব্ধ হয়। এক্ষণে বিভিন্ন ক্ষণে জন্ম হইলে, যে জাতকের জন্ম লগ্ন পার্থক্যে ফলপার্থক্য ঘটে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

আবার দ ৪।৫২ পলের পর অপর ব্যক্তির জন্ম হওয়ায় ইহার জন্ম লগ্ন

---

*দশা বিচার বহুবিধ; তন্মধ্যে এ দেশে অষ্টোত্তরী মতে প্রচার অধিক বলিয়া তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।—

নক্ষত্র।	দশা।	ভোগ বৎসর।
কৃত্তিকা রোহিণী, মৃগশিরা	রবির	৬
আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা	চন্দ্রের	১৫
মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী	মঙ্গলের	৮
হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা	বুধের	১৭
জ্যেষ্ঠা ও মূলা	শনির	১০
পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ, শ্রবণা	বৃহস্পতির	১৯
ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ	রাহুর	১২
উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী	শুক্রের	২১

পশ্চিমে বিংশোত্তরী মতে দশাবিচারই প্রচলিত, এ স্থলে তাহারও আভাস প্রদত্ত হইল।

নক্ষত্রের নাম	দশা।	ভোগ্যকাল।
কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া	রবি	৬ বৎসর
রোহিণী, হস্তা, শ্রবণা	চন্দ্র	১০ "
মৃগশিরা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা	মঙ্গল	৭ "
আর্দ্রা, স্বাতী, শতভিষা	রাহুর	১৮ "
পুনর্ব্বসু, বিশাখা, পূর্ব্বভাদ্রপদ	বৃহস্পতির	১৬ "
পুষ্যা, অনুরাধা, উত্তর ভাদ্রপদ	শনির	১৯ "
অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, রেবতী	বুধের	১৭ "
মঘা, মূলা, অশ্বিনী	কেতুর	৭ "
পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, ভরণী	শুক্রের	২০ "

বৃষ। বৃষ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধীর, কষ্টসহিষ্ণু, সুখী, শত্রুবিনাশী, বাল্যে সঞ্চয়ী, উচ্চ ললাট, স্থূলগণ্ডৌষ্ঠনাস, কর্ম্মোদ্যোগী ভাগ্যবান্, মাতা-পিতার রোষোদ্দীপক, দাতা, নানাব্যয়ী, অত্যুগ্রস্বভাব, বায়ুশ্লেষ্মপ্রবলধাতু, বহুকন্যাযুক্ত, আত্মীয়পীড়ক, অধর্ম্মানুরত, বনপ্রিয়, অতি চঞ্চল, ভোজন পানে সুদক্ষ ও বসন ভূষণে অনুরক্ত হয়। ইহার লগ্নাধিপতি শুক্র একাদশ গৃহে থাকায় এ ব্যক্তি বহুমিত্রযুক্ত, সঙ্গীত-প্রিয়, প্রচুরার্থোপার্জ্জনক্ষম, গুণী স্বজনরঞ্জন, স্ত্রীমিত্রযুক্ত, সুশ্রী, বিলাসী, ভোগী ও উত্তমবাহনযুক্ত হয়। দ্বিতীয়াধিপতি বুধ একাদশে থাকায় জাতক অগ্রজ বা মিত্রের সাহায্যে বিশেষ ধনলাভ করে, কিন্তু বুধ উক্ত গৃহে নীচস্থ হওয়ায় উক্ত ফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়ে বৃহস্পতি তুঙ্গী থাকায় এ ব্যক্তি ভ্রাতৃযুক্ত, জ্ঞাতিবৃত, রাজ-সমন্বিত, কৃপণ, স্বার্থপর, ভ্রমণরত ও ভ্রমণ দ্বারা অর্থলাভ হয়। তৃতীয়াধিপতি চন্দ্র একাদশে থাকায়, জাতকের ভ্রমণে অর্থলাভ হইয়া থাকে। চতুর্থে কেতু থাকায় জীবনে অশুভ সংঘটন হয়; আবার চতুর্থাধিপতি রবি দ্বাদশে থাকায় জাতব্যক্তি ঋণপ্রযুক্ত পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করে ও শত্রুবৃদ্ধি, প্রবাস, বন্ধনভয় হইয়া থাকে। পঞ্চমাধিপতি বুধ একাদশে থাকায় জাতকের মনোনীত বন্ধুসঙ্গম ও ব্যবসায়ে ধনলাভ হইয়া থাকে। ষষ্ঠে শনি তুঙ্গী হইয়া থাকায় জাতক শত্রুজিৎ, গুণগ্রাহী, আশ্রিতপালক ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ষষ্ঠাধিপতি শুক্র একাদশ গৃহে তুঙ্গী হইয়া থাকায় জাতকের অগ্রজের অমঙ্গল, মিত্রনাশ ও শত্রু হইতে অর্থলাভ হইবে। সপ্তমাধিপ মঙ্গল দশম স্থানে থাকায় জাতক গুণবতী ভার্য্যা ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ ও সম্মান লাভ করে। অষ্টমাধিপ বৃহস্পতি তৃতীয় স্থানে তুঙ্গী হইয়া থাকায়, এ ব্যক্তি ভ্রাতৃযুক্ত জ্ঞাতিবৃত ও ভ্রাতৃসৌহৃদ্য লাভ করে। নবমাধিপ শনি ষষ্ঠ স্থানে থাকায় জাতক বিদ্যা ও কর্ম্মবিহীন এবং রোগ ও শত্রুর দ্বারা প্রপীড়িত হয়। দশমাধিপ শনি ষষ্ঠ স্থানে থাকায় জাতকের অপমান ও কার্য্যনাশ হয়। একাদশ স্থানে শুক্র তুঙ্গী হওয়ায় জাতক সঙ্গীতপ্রিয়, উপার্জ্জনক্ষম, স্ত্রী ও মিত্রযুক্ত ও বিলাসী হয়। আবার একাদশাধিপ তৃতীয় স্থানে থাকায় জাতকের ভ্রাতৃ ও মিত্র সাহায্যে অর্থলাভ হয়। দ্বাদশাধিপ মঙ্গল দশম স্থানে থাকায় জাতকের অপমান ও কার্য্যনাশ হয়।

৫।১১।৫৫ দণ্ডের পর যাহার জন্ম হইল, লগ্ন তাহার মিথুন। মিথুন লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের আজ্ঞাকারী, স্বীয় স্ত্রীর আদর সম্ভাষণ ও সোহাগে সদাই সচেষ্ট, সকল ব্যক্তির নিকট পূজনীয়, মিষ্টভাষী, পিতামাতার অনুগত ও আজ্ঞাকারী, সঙ্গীত ও শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী, শ্রুতি স্মৃতি আদি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের ব্যাখ্যা প্রকাশে সক্ষম, সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা সুমধুর হাস্যযুক্ত ও শ্রেষ্ঠরুচিসম্পন্ন, সুন্দর অলঙ্কারাদিপ্রিয়, অহঙ্কারী, ক্ষমাশূন্য, অল্পবন্ধুযুক্ত, সদাপাপকর্ম্মেরত হইলেও বিনয়ী, বৃষের ন্যায় আকার, প্রবল শত্রু দমনে সমর্থ, প্রচুর অর্থভাগী ও সৎপুরুষ হইয়া থাকে। ইহার লগ্নাধিপতি দশমে থাকায় এ ব্যক্তি মাননীয়, উচ্চপদাভিষিক্ত, সমস্ত কর্ম্মে সাফল্য ও সমাজে প্রাধান্যলাভে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি থাকায় জাতক সদ্‌গুণান্বিত, শ্রেষ্ঠমতিবিশিষ্ট, দাতা, সুশীল, কীর্ত্তিমান, সৎকার্য্যে আস্থা ও ভাগ্যবান্ হয়। আবার দ্বিতীয়াধিপতি চন্দ্র দশমে থাকায় জাতক ব্যবসায়, রাজকার্য্য কিংবা কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কোন বিশ্বস্ত কার্য্য হইতে অর্থলাভে সমর্থ হয়। তৃতীয়ে কেতু হওয়ায় ইহার ভ্রাতৃনাশ প্রভৃতি অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়াধিপতি রবি একাদশে থাকায় জাতক অর্থ, ভ্রাতৃসৌহৃদ্য ও বন্ধুলাভে সমর্থ হয়; চতুর্থাধিপতি দশম গৃহে থাকায় এ ব্যক্তি রাজকার্য্য বাণিজ্য বা ব্যবসায় দ্বারা উচ্চপদ, সম্মান, স্থাবর সম্পত্তি ও উত্তম বাহন প্রভৃতি লাভে সমর্থ হয়। পঞ্চমে শনি তুঙ্গী হওয়ায় জাতক বিচক্ষণ, দূরদর্শী, স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন, রাজসম্মানিত ও স্বার্থপর হইয়া থাকে। আবার পঞ্চমাধিপতি দশমস্থ হওয়ায় জাতক সমস্ত কর্ম্মে সাফল্য ও স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে মাননীয় হয়। ষষ্ঠাধিপতি নবমে থাকায় জাতক সাধুলোকের অপ্রিয়ভাজন, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও ভাগ্যহীন হইয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি বৃহস্পতি দ্বিতীয়স্থ হওয়ায় জাতক বিবাহ ও ব্যবসায় দ্বারা ধনলাভ করে। অষ্টমাধিপতি শনি পঞ্চমে থাকায় জাতকের পুত্র নষ্ট প্রভৃতি অশুভ ঘটনা ও ইন্দ্রিয়দোষ এবং অপরিমিত ভোজনাদি দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নবম স্থানে মঙ্গল থাকায় জাতক স্বার্থপর, সন্দিগ্ধচিত্ত, কৃপণ-স্বভাববিশিষ্ট ও অসাধু হয়। আবার নবম স্থানে রাহু থাকায় জাতক সৌভাগ্যশালী, ভোগবিলাসী ও কর্ম্মানুরক্ত হয়। নবমাধিপতি শনি পঞ্চমে থাকায় জাতক বিদ্যা, মনোরমা-পত্নী, সুসন্তান ও

সৌভাগ্যলাভে সমর্থ হয়। দশম স্থানে চন্দ্র, শুক্র ও বুধ থাকায় জাতক রাজা বা সমাজ হইতে অর্থ ও সম্মানলাভ, স্বীয় বিদ্যার দ্বারা ধন যশঃ এবং স্ত্রীধন লাভ, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রানুরাগী এবং সঙ্গীতপ্রিয় হয়। একাদশ স্থানে রবি থাকায় জাতক মিত্র ও বহুধন লাভ এবং কার্য্য ও সঙ্গীতাদি প্রিয় হয়। দ্বাদশাধিপতি শুক্র দশমে থাকায় জাতকের অর্থহানি, বন্ধুনাশ এবং প্রতারক বন্ধু হইতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

দ ০।৫।৫১।২ পলের পর জন্ম হইলে জাতকের জন্ম-লগ্ন কর্কট। কর্কট লগ্নে জন্ম হইলে জাতক ভীরু স্বভাববিশিষ্ট, এক স্থানে বাস করিতে অনিচ্ছুক, চঞ্চলমনা, দৃঢ়স্মৃতিশক্তিযুক্ত গুহ্যরোগাক্রান্ত, শত্রুবিনাশে সক্ষম, কুটিল অন্তঃকরণ, কামের বশীভূত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ভক্তি ও দানপরায়ণ, কফজধাতুবিশিষ্ট, স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতি, নিজ কার্য্যের জন্য সদা দুঃখিত, স্বল্প সন্তানসন্ততিযুক্ত, বন্ধুবিহীন, দুষ্ট, কুটুম্ববর্গের সহিত সদা কলহে নিযুক্ত, বৃথা বাক্যব্যয়ী, কুৎসিতা পত্নীর স্বামী, পরান্নভোজী, পরদেশে বাস, পরকীয় দ্রব্য গ্রহণে সদা ব্যস্ত, ধীর, সাহসী, ধনবান্ ও ভোগবিলাসী হইয়া থাকে।

লগ্নে বৃহস্পতি থাকায় জাতক বুদ্ধিমান, স্বধর্ম্মভক্তিপরায়ণ, নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সদুপদেষ্টা, জনসাধারণের নিকট পূজনীয়, ভাগ্যবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও রাজার নিকট হইতে সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার লগ্নাধিপতি চন্দ্র নবম স্থানে থাকায় জাতক ভাগ্যবান্, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রানুশীলক হইয়া থাকে। কেতু দ্বিতীয় স্থান ও ধনস্থানে থাকায় এ ব্যক্তি ধনশালী হয় এবং দ্বিতীয়াধিপতি রবি দশমে থাকায় ব্যবসায়, চাকরী ও কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। তৃতীয়াধিপতি বুধ নবমে থাকায় বিদ্বান্ এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যে লাভবান্ হয়। শনি চতুর্থ স্থানে তুঙ্গী হওয়ায় এ ব্যক্তির পিতা ক্লেশে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই যোগে অর্থাৎ শনি চতুর্থ স্থানে থাকা প্রযুক্ত, রামচন্দ্রকে রাজ্যেশ্বর হওয়ার পরিবর্ত্তে বনগমন করিতে হইয়াছিল। চতুর্থাধিপতি শুক্র নবমে থাকায় জাতক বিদ্বান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদেশ হইতে অর্থোপার্জ্জন করে। পঞ্চমাধিপতি মঙ্গল অষ্টম স্থানে থাকায় এ ব্যক্তির সন্তান বিনাশাদি প্রভৃতি অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি বৃহস্পতি

লগ্নে থাকায় জাতক অল্পায়ু ও শ্লেষ্মাঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকে; সপ্তমাধিপতি শনি চতুর্থে থাকায় জাতক ব্যবসায় দ্বারা ধনবান্ হইয়া থাকে। মঙ্গল অষ্টম স্থানে থাকায় জাতকের বধবন্ধন ভয়, কার্য্যহীন এবং অর্শ, গ্রহণী, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হইতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রাহু অষ্টম গৃহে থাকায় এ ব্যক্তি রোগার্ত্ত, নীচ কার্য্যে রত ও বিপদাপন্ন হয়। চন্দ্র নবম স্থানে থাকায় জাতক শাস্ত্রজ্ঞ, ভাগ্যবান্, বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জনক্ষম, ধর্ম্মপরায়ণ, ভ্রমণরত ও প্রেমিক হয়। বুধ ও শুক্র নবম স্থানে থাকায় ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান্, ঐশ্বর্য্যশালী, সন্ততিযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, শিল্পবিদ্যানুরাগী, বিনীত ও ভাগ্যবান্ হয় এবং নবমাধিপতি বৃহস্পতি লগ্নে থাকায় বুদ্ধিমান, ধর্ম্মরত ও ভ্রমণশীল হইয়া থাকে। রবি দশমে—নৃত্যগীতাদি অনুরক্ত, ধনসম্পন্ন, লোকপালক, সৌম মুর্ত্তি, তেজস্বী এবং রাজসদৃশ হয়। দশমাধিপতি মঙ্গল অষ্টমে থাকায়, কর্ম্মনাশ, বধবন্ধন ভয়, অপমান ও রাজভয় ঘটিয়া থাকে। একাদশাধিপতি শুক্র নবমে থাকায় বিদ্যা ও বাণিজ্য দ্বারা অর্থলাভ এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের স্নেহভাজন হইয়া থাকে। দ্বাদশাধিপতি বুধ নবমে থাকায় বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধক ও নৌকা যাত্রায় অনিষ্ট ঘটে, বিপদাপন্ন ও সাধুব্যক্তিদিগের অপ্রিয়ভাজন হয়।

দ০ ৫।৩১।৫২ পলের পর জন্মগ্রহণ করিলে তাহার লগ্ন সিংহ। সিংহ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মাংসাভিলাষী, নৃপতি কর্ত্তৃক ধন ও সম্মান প্রাপ্ত, ধর্ম্মানুরত, সঙ্গতিশালী, সদা কুটুম্ববর্গের কার্য্যে নিযুক্ত, সিংহ সদৃশ বদন, মাননীয়, গম্ভীর প্রকৃতি, সত্বগুণাবলম্বী, লজ্জাহীন, অল্পভাষী, পরদার রত, পেটুক, পার্ব্বত্য. বন ভ্রমণাভিলাষী, সুবোধ, সৎবন্ধুযুক্ত, আমোদপ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু, হতশত্রু, খ্যাতিসম্পন্ন, সাধুদিগের নিকটে সদা প্রণত, কৃষিকর্ম্ম দ্বারা ভাগ্যবান্, নানা প্রকার আশ্চর্য্যজনক কার্য্যে রত, অমিতব্যয়ী, লম্পট ও রোগ-যুক্তা-ভার্য্যা-সম্পন্ন হয়।

কেতু লগ্নস্থ হওয়ায় জাতক উচ্চপদস্থ ও বহু লোক পালক হইয়া থাকে। লগ্নাধিপতি রবি নবমে—উচ্চপদস্থ, মাননীয়, কার্য্যে সফলতাযুক্ত ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় হয়। দ্বিতীয়াধিপতি বুধ অষ্টমে থাকায় জাতক মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয়। শনি তৃতীয়স্থানে থাকিলে জাতক গণ্য, মান্য, পরাক্রম-

শালী, বহুজন প্রতিপালক ও ভ্রাতৃশূন্য হয়। তৃতীয়াধিপতির শুক্র অষ্টমে থাকায় এ ব্যক্তির ভ্রমণে বিপদ, ভ্রাতৃনাশ ও ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। চতুর্থাধিপতি মঙ্গল সপ্তমে থাকায় বিবাহ ও ব্যবসায় হইতে অর্থলাভ, এবং বিদেশে সম্পত্তি ও বন্ধু লাভ হইয়া থাকে। পঞ্চমাধিপতি বৃহস্পতি দ্বাদশে থাকায় অসৎ ও রুগ্নপুত্রের পিতা, দ্যূতক্রীড়ায় অর্থনাশ, ও শুভকার্য্যে বাধা ঘটিয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি শনি তৃতীয়ে থাকায় ভ্রাতৃনাশ ও যাত্রাদিতে বিঘ্ন ঘটে। রাহু ও মঙ্গল সপ্তমে—রুগ্না স্ত্রী ও তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি শনি তৃতীয়ে থাকায় জাতকের জ্ঞাতি-বিরোধ ও প্রতিবাসী-দিগের দ্বারা অনিষ্ট হয়। চন্দ্র, শুক্র ও বুধ অষ্টমস্থ হওয়ায় জাতকের হীনাবস্থা, স্ত্রীধন লাভ, বহুমিত্র, রোগ ও সন্তানে সুখে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আবার অষ্টমাধিপতি বৃহস্পতি দ্বাদশে থাকায় জাতক শোকার্ত্ত, ঋণগ্রস্ত, ও প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। রবি নবমগৃহে থাকায় জাতক বাল্যে রোগগ্রস্ত, ক্লেশযুক্ত, ভাগ্যহীন ও নিজ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। আবার নবমাধিপতি মঙ্গল সপ্তমে থাকায় এ ব্যক্তি বিদেশ হইতে ব্যবসায় দ্বারা অর্থলাভ ও উত্তম স্ত্রী লাভ করে। দশমাধিপতি শুক্র অষ্টমে থাকায় জাতকের কর্ম্মনাশ, রাজভয় ও শোক সন্তাপ প্রভৃতি অশুভফল ঘটিয়া থাকে। একাদশাধিপতি বুধ অষ্টমে থাকায় আত্মীয় ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তি লাভ ও অগ্রজের মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি দ্বাদশ গৃহে থাকায় জাতক স্বেচ্ছাচারী, কৃপণ, নির্ধন ও সাধুগণের নিকট ঘৃণ্য হয়। আবার দ্বাদশাধিপতি চন্দ্র অষ্টমে থাকায় জাতক ক্ষীণদেহ প্রাপ্ত, সম্পত্তি লাভে অসমর্থ ও সর্ব্বদা বিপদে পতিত হয়।

সিংহের পর, কন্যার লগ্ন। দ ৫।২৮।৭ পলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে জাতকের কন্যা লগ্ন হয়। কন্যা লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মধুর স্বভাব বিশিষ্ট, শিক্ষা পারদর্শী, গান্ধর্ব্ব বিদ্যা ও শিল্প কার্য্যে নিপুণ, লোভপরায়ণ, মৃদুভাষী, (কাহারও মতে গুপ্ত কথা প্রকাশকারী), প্রণয়ী, স্ত্রী সেবারত, ললনাপ্রিয়, স্থিতি, দাক্ষিণ্য বিশিষ্ট, দয়াবান্, ভোক্তা, দেশ ভ্রমণরত, স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট, বিনয়ী, বিত্তবৎসম্পন্ন, মণ্ডলবান্, বলশালী, সৌন্দর্য্যবান্, কামুক, অল্পমিথ্যাভাষী, সরল, ধার্ম্মিক, সুরূপবিশিষ্ট, নির্ম্মল-হৃদয়, গুণাকর, পাপযুক্ত ও অনার্য্য বৃত্তিসম্পন্ন, সহোদর কর্তৃক পরিত্যক্ত,

বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, কন্যা সন্তান উৎপাদনকারী, বায়ুরোগাক্রান্ত ও কফবিহীন হয়।

লগ্নাধিপতি বুধ সপ্তম স্থানে থাকায় জাতকের একাধিক স্ত্রীলাভ এবং বাসস্থানের পরিবর্ত্তন হয়। ইহা ভিন্ন জাতকের বিদেশে যাত্রা, শত্রুবৃদ্ধি এবং স্বীয় বুদ্ধিদোষে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উক্ত জাতক ব্যবসায় দ্বারা ধনোপার্জ্জন ও স্থাবর সম্পত্তি করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ঘরে শনি তুঙ্গ অবস্থায় থাকায় জাতক কাষ্ঠ, অঙ্গার, পুরাতন অট্টালিকা বা কৃষিকার্য্য দ্বারা বিদেশে অর্থ ও সম্মান লাভ করে। দ্বিতীয়াধিপতি শুক্র সপ্তম স্থানে থাকায় জাতক বিবাহ, বাণিজ্য এবং দূরযাত্রা করিয়া ধনলাভ করে। তৃতীয়াধিপতি মঙ্গল ষষ্ঠ স্থানে থাকায় জাতকের ভ্রাতৃনাশ বা ভ্রাতৃগণ পীড়িত কিংবা জ্ঞাতি বিরোধ উপস্থিত হয়। চতুর্থাধিপতি বৃহস্পতি একাদশ গৃহে থাকায়, বহুমিত্র, উত্তম বাহন এবং ভূমিলাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি শনি দ্বিতীয় গৃহে থাকিলে জাতক নানারূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ধনবান্ হয় এবং জাতকের সন্তান ধনশালী হয়। ষষ্ঠ স্থানে মঙ্গল থাকায় জাতক তেজস্বী, পরাক্রমী, শত্রুবিজয়ী নৃপতুল্য বিখ্যাত সৈনিক বা বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক হয়। ষষ্ঠ স্থানে রাহু থাকিলে জাতক শত্রুজয়ী ও সুখভোগী হইয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি শনি দ্বিতীয় স্থানে থাকায় জাতকের শত্রু কর্ত্তৃক পূর্ব্বার্জ্জিত অর্থ নষ্ট হয়। সপ্তম স্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতকের পত্নী রুগ্না ও মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। বুধ সপ্তম স্থানে থাকায় জাতক ব্যবসায়, লিপি এবং শাস্ত্র দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন এবং উত্তম স্ত্রী লাভ করে। জাতকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং স্বভাব বালকের ন্যায় হইয়া থাকে। শুক্র সপ্তম স্থানে থাকায় জাতকের মনোনীত স্ত্রী লাভ হয় এবং জাতক আমোদপ্রিয়, গুণবান্, বিলাসী এবং রহস্যকারী হয়। সপ্তমাধিপতি বৃহস্পতি একাদশ গৃহে থাকায় জাতক স্ত্রী-বল্লভ এবং আত্মীয়-গণের সাহায্যে ব্যবসায় দ্বারা অর্থলাভ করে। অষ্টম স্থানে রবি থাকায় জাতক কৃশকায়, অতিশয় ক্রোধী, সামান্য অর্থশালী, ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়, এবং শত্রু-বৃদ্ধি ও কষ্টে মৃত্যু ঘটে। অষ্টমাধিপতি মঙ্গল ষষ্ঠে থাকায় জাতক বিপদগ্রস্ত এবং কঠিন রোগাক্রান্ত বা অল্পায়ুঃ হয়; নবমাধিপতি শুক্র সপ্তমে থাকায় জাতক বিদেশে থাকিয়া বা বিদ্যা কিংবা ব্যবসায় দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে এবং

উত্তম স্ত্রী-লাভ করে। দশমাধিপতি বুধ সপ্তমে থাকায় জাতকের ব্যবসায়ে উন্নতি, সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ এবং বিদেশে কার্য্য ও সম্মান লাভ হইয়া থাকে। একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকায় জাতক বহুমিত্রযুক্ত, আত্মীয়-স্বজনের প্রিয়, ধর্ম্মরত এবং উত্তম মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়। সে ব্যক্তি সদুপায়ে অর্থ এবং উৎকৃষ্ট বাহনাদি লাভ করে। একাদশাধিপতি চন্দ্র সপ্তমে থাকায় বিবাহ দ্বারা জাতকের উত্তম বন্ধুলাভ, অংশীর সহিত সৌহার্দ্দ এবং ব্যবসায় বা বিদেশ যাত্রায় ধনলাভ হয়। দ্বাদশ ঘরে কেতু থাকিলে জাতক দাম্পত্য-সুখ বিহীন, অপব্যয়ী, শত্রুযুক্ত এবং বিনিন্দিত হয়।

কন্যার পর তুলার লগ্ন দ ৫।৩৬।১০। ঐ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিলে তুলা লগ্ন হয়। তুলা লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক অসমান দেহবিশিষ্ট, দুশ্চরিত্র, চঞ্চল, অর্থ সঞ্চয়ে অক্ষম, অতিশয় কৃশ, বিদেশ ভ্রমণকারী, কফ ও বায়ু ধাতুযুক্ত, কলহপ্রিয়, দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট, ধর্ম্ম-পরায়ণ, বহুদুঃখ ভাগী, ধর্ম্মজ্ঞ, মেধাবী, দীর্ঘ পর্ব্ব হস্ত, কর্ণ ও চক্ষুবিশিষ্ট, দেব, দ্বিজ ও অতিথি সেবা-পরায়ণ, পূজনীয়, বিদ্বান্ পুত্রবান্, সভ্য, অল্পশত্রুবিশিষ্ট, মিথ্যাবাদী, পবিত্র, পাপাচারী, উত্তম বন্ধুযুক্ত, পরধনে লোভবিশিষ্ট, ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী এবং নীচপ্রকৃতিবিশিষ্ট হয়।

শনি লগ্নে থাকায় জাতক ঐশ্বর্য্যশালী, দীর্ঘায়ুঃ এবং বহুলোক-প্রতিপালক হয়। লগ্নাধিপতি শুক্র ষষ্ঠে থাকায় জাতক পীড়িত হয় এবং তাহার শত্রুবৃদ্ধি ও বন্ধনের ভয় হয়। দ্বিতীয়াধিপতি মঙ্গল পঞ্চম গৃহে থাকায় পুত্র, স্ত্রী, ক্রীড়া রঙ্গভূমি বা ক্রয় বিক্রয় হইতে ধনাগম হয়। তৃতীয়াধিপতি বৃহস্পতি দশমে থাকায় ভ্রাতৃগণের অশুভ হয় এবং কার্য্যোপলক্ষে পর্য্যটন ঘটে। চতুর্থাধিপতি শনি লগ্নে থাকায় জাতক বন্ধু, বাহন এবং স্থাবর সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। পঞ্চমাধিপতি শনি লগ্নে থাকায় জাতক বুদ্ধিমান্, বিদ্যানুরাগী, পুত্রবান্, বিলাসপ্রিয়, প্রফুল্লচিত্ত এবং স্বীয় বংশের ভূষণস্বরূপ হয়। ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র থাকায় জাতক রুগ্ন, রিপু বশীভূত এবং বহু শত্রুবিশিষ্ট হয়। ষষ্ঠ স্থানে বুধ থাকায় জাতক কলহপ্রিয় শত্রুকর্ত্তৃক মনোকষ্ট প্রাপ্ত এবং শিরোরোগগ্রস্ত হয়। ষষ্ঠস্থানে শুক্র তুঙ্গী থাকায় জাতক বহুভৃত্য, কন্যা বিশিষ্ট, নির্ব্বিরোধী এবং স্ত্রী-বশীভূত হয়। ষষ্ঠাধিপতি দশম স্থানে থাকিলে জাতকের

কার্য্যহানি, পদচ্যুতি, অপমান এবং শত্রুকুল প্রবল হয়। সপ্তম স্থানে রবি থাকিলে জাতকের পত্নী-বিয়োগ হয়; এবং জাতক অস্থির, চিন্তাবিশিষ্ট, দাম্পত্য সুখবঞ্চিত, ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্রোধভাজন এবং দুঃখে জীবন যাপন করে। সপ্তমাধিপতি মঙ্গল পঞ্চমে থাকায় জাতক স্ত্রী-বশীভূত, ও বাণিজ্য বা ব্যবসায় দ্বারা ধনশালী হয়, কিন্তু পরবুদ্ধির অনুগামী হয়। অষ্টমাধিপতি শুক্র ষষ্ঠে থাকায় জাতক কঠিন রোগগ্রস্ত বা অল্পায়ুঃ হয়। নবমাধিপতি বুধ ষষ্ঠে থাকায় জাতক বিদ্যা বা ধর্ম্ম বিহীন, ক্লেশযুক্ত এবং রোগ বা শত্রু দ্বারা প্রপীড়িত হয়। দশম স্থানে বৃহস্পতি থাকায় জাতক ধনী, মানী, কীর্ত্তিশীল, ধর্ম্মপরায়ণ রাজসচিব বা রাজা হয়। দশমাধিপতি চন্দ্র ষষ্ঠে থাকায় জাতকের অপমান ও কার্য্য নষ্ট হয়। একাদশ স্থানে কেতু থাকায় জাতক বহু বন্ধুযুক্ত এবং নানা উপায়ে ধন সঞ্চয় করিয়া থাকে। একাদশাধিপতি রবি সপ্তমে থাকায় জাতকের ব্যবসায় এবং বিদেশ যাত্রায় ধন লাভ হয়। দ্বাদশাধিপতি বুধ ষষ্ঠে থাকায় জাতক শত্রু দ্বারা প্রপীড়িত হয়।

আবার দ, ৫।৪০।৪৭ বিপলের পর অপর ব্যক্তির জন্ম হওয়ায়, তাহার জন্ম লগ্ন বৃশ্চিক। তাহার ফলে জাতক স্থূল, দীর্ঘাঙ্গ, পিঙ্গলাভ লোচন-দ্বয়, শূর, ব্যয়ী, কুটিলান্তঃকরণ, মাতা পিতার অনিষ্টকারী, গম্ভীর, সুন্দর, হ্রস্ব নিম্ন জঠরযুক্ত, নাসিকার মধ্যভাগ নিম্ন, সাহসী, স্থির, প্রচণ্ড স্বভাবযুক্ত, বিশ্বাসী, হাস্যপর পণ্যবিৎ, পিত্তরোগী, কুটুম্বপালক, গুরু ও সুহৃদের সহিত সদা বিদ্রোহরত, পরস্ত্রী হরণেচ্ছু, দুঃস্থ, পিঙ্গলবর্ণ, লাবণ্যযুক্ত, রাজসেবী, শত্রুপরিতাপী, পরার্থদাতা, ক্ষুদ্রচেতা ও সদা স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মকর্ম্মে যত্নশীল হইয়া থাকে।

লগ্নাধিপ চতুর্থে থাকায় জাতক পিতৃ সম্পত্তি, বাসস্থান ও উত্তম বাহন প্রভৃতি লাভে সমর্থ হয় এবং সদা কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। দ্বিতীয়াধিপ নবমে থাকায়, বিদ্বান্, ভাগ্যবান্ শাস্ত্রানুরাগী এবং ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়াধিপ দ্বাদশে থাকায় জাতকের শত্রু-ভয়, জ্ঞাতিবিরোধ ও বধবন্ধনভয় হইয়া থাকে। চতুর্থে মঙ্গল থাকায় জাতক বন্ধু, আলয় ও বাহনহীন হয় ও ইহাদিগের অভাবে সদাই দুঃখিত থাকে, এবং রাহুও উক্ত গৃহে বাস করায় জাতকের অশুভ ফল

অবশ্যম্ভাবী। চতুর্থাধিপ দ্বাদশে থাকায় জাতকের ব্যয়াধিক্য, শত্রুতা ও ঋণে পিতৃ-সম্পত্তি হানি, প্রবাস গমন ও বধবন্ধনভয় হইয়া থাকে। পঞ্চমে চন্দ্রের ক্ষীণদৃষ্টি থাকায় জাতক বিদ্যাহীন, নির্ব্বোধ দরিদ্র ও বহু পুত্রের পিতা হইয়া থাকে। বুধ নীচস্থ হওয়ায়, সুখবিহীন, মিত্রলাভে অসমর্থ, সদুপদেষ্টা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সরল, সুশীল, সদালাপী, সুলেখক, সুবক্তা ও বাণিজ্যকুশল হইতে সম্যক্ অসমর্থ হয়; তবে শুক্র উক্ত গৃহে তুঙ্গী হওয়ায় জাতক ললনাসক্ত, বিলাসী, রহস্যজ্ঞ, বিদ্বান্, কাব্যপ্রিয়, শাস্ত্রবেত্তা, গুণী, ধনী ও সুবিখ্যাত হইয়া থাকে। পঞ্চমাধিপ নবমে থাকায় জাতক বিদ্বান্, স্বধর্ম্মানুরাগী, তীর্থযাত্রী, ও সৌভাগ্যশালী হয়। ষষ্ঠে রবি থাকায় জাতক সুখী, শত্রুনাশী, বিখ্যাত, নির্ভয়চিত্ত, মানী, বলবান্, ও আত্মীয়-হিতৈষী; ষষ্ঠাধিপ চতুর্থ গৃহে থাকায়—পিতৃরিষ্টি, বৈরিভাবে বন্ধু ও পিতৃধননাশে দুঃখিত। এবং সপ্তমাধিপ পঞ্চমে থাকায় স্ত্রীবশ্য, বাণিজ্যে ধনী এবং পরবুদ্ধির অনুসরণকারী হয়। অষ্টমাধিপ পঞ্চমে পুত্রশোকভাব, ইন্দ্রিয়দোষরত, অপরিমিত ভোজী ও তদ্ধেতু অল্পজীবী হয়। নবমে বৃহস্পতি ফলে, জাতক স্বজনপ্রিয়, ভাগ্যবান্, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, রাজসচিব, নীতিপরায়ণ, পরম ধার্ম্মিক ও কীর্ত্তিশালী, আবার নবমাধিপ পঞ্চমে থাকায় জাতক মনোরমা প্রণয়িনী, বিদ্যা, সুসন্তান ও সৌভাগ্যলাভে সুখী হয়। দশমে কেতু- কর্ত্তৃত্বাভিমানী, কামুক, অসিদ্ধকর্ম্মা এবং দশমাধিপ ষষ্ঠে থাকায়, অবমাননা ও কার্য্যনাশ হইয়া থাকে। একাদশাধিপ পঞ্চম গৃহে অবস্থিতি করায় জাতক মনোমত বন্ধুলাভ, প্রণয়বৃদ্ধি, ও বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা সুখী হইতে পারে। দ্বাদশে শনি থাকায় জাতক ঋণী, বিপদাপন্ন, কারারুদ্ধ, প্রবাসী, অসুখী ও শোকান্বিত এবং দ্বাদশাধিপ পঞ্চমে থাকায় অপত্যজন্য শোক, দুর্ভাবনা, দুর্ব্বুদ্ধি, কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ ও বিনাশ হেতুক অর্থক্ষতি হইতে ক্লিষ্ট হয়।

সূর্য্যাস্তের পর দ। ৫।:৮।১৭ অতীত হইলে যাহার জন্ম হইল, তাহার লগ্ন ধনু। ধনু লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক স্থূলবদন, দীর্ঘোন্নতমস্তক, অবনত দিগের শুভকরী, দ্যুতিমান্, স্বত্বযুক্ত, সুপুত্রযুক্ত, খর্ব্বনাসিক, হ্রস্বোষ্ঠ, কুনখ, লজ্জাশীল, স্থূলোরু, স্থূলজঠরবিশিষ্ট, বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ, ক্রোধী, বলবান্দিগের আকর্ষণকারী, কুলশ্রেষ্ঠ, হতশত্রু, যুদ্ধনিপুণ, শ্রেষ্ঠ, চপল, বন্ধুহীন, শিল্পাদি

কর্ম্মে নিযুক্ত, স্ববংশনাশক, বন্ধুবর্গের শুভদাতা, স্বধর্ম্মনিরত, চক্ষু ও মুখরোগাক্রান্ত রমণীর পতি হয়।

ইহার লগ্নাধিপ অষ্টমে থাকায়, রুগ্ন, অল্পায়ু, শোকার্ত্ত, ভীত ও সদা বিপন্ন। দ্বিতীয়াধিপ একাদশে থাকায় জাতক মিত্র সাহায্যে ধনলাভে ভাগ্যবান্ হয়। তৃতীয়ে মঙ্গল থাকায় জাতক ভ্রাতৃনাশে দুঃখিত, কিন্তু ভূমি কর্ষণে ধনী ও রাজ সাহায্যে সুখী ও পরাক্রান্ত হয়। তৃতীয়ে রাহু থাকায় ভ্রাতৃনাশও হইয়া থাকে। আবার তৃতীয়াধিপতি একাদশ গৃহে অবস্থান করায় জাতকের ভ্রমণে অর্থ ও ভ্রাতৃসৌহৃদ্য লাভ হয়। চতুর্থে চন্দ্র থাকায়, জনাশ্রয়ে লব্ধধন, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী, বহুমিত্র কৃষি, শিল্প, অঙ্গনা, বাহন প্রভৃতির সাহায্যে ধনবান্ হইয়া থাকে। বুধ উক্ত গৃহে নীচস্থ হওয়ায় উৎকৃষ্ট বাহন ও সম্পত্তির লাভ, নৃত্য ও সঙ্গীতে অনুরক্ত, গুণী, বাগ্মী, বহুমিত্র ও বহুজনপালক হয়, আবার শুক্র তুঙ্গী হওয়ায় উত্তম বাহনাদির বিধানে সুখী, বহুমিত্র, বিনয়ী, সুশীল, নির্ব্বিরোধ ও প্রফুল্ল হয়। চতুর্থাধিপ অষ্টমে থাকায়, পিতৃ-অশুভ, ভূমি সম্পত্তি হেতুক বিবাদ ও দুর্ঘটনা, বাহন হইতে পতন ও নানারূপ শোক ও বিঘ্নে কষ্ট পাইয়া থাকে। পঞ্চমে রবি আত্মম্ভরি, সাহসী, হীনবিত্ত, ও প্রথম সন্তান প্রায়ই হীন হয় বটে, কিন্তু রবি তুঙ্গী হওয়ায়, সুবুদ্ধি, উৎসাহী ও সমৃদ্ধিশালী হয়। আবার পঞ্চমাধিপতি তৃতীয়ে থাকায় শুভযাত্রাদি ও ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ প্রভৃতিতে সুখী, বিদ্যালাভে ব্যাহত এবং পুত্রহানি জন্য শোক ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ষষ্ঠাধিপ চতুর্থে পিতৃরিষ্টি, পরিজন-বৈরতা, বন্ধু ও পিতৃসম্পত্তি নাশ জন্য সন্তপ্তমনাঃ। সপ্তমাধিপ চতুর্থ থাকায় মোকদ্দমা, ব্যবসায় ও বিবাহে ভূমি ও উত্তম আলয় লাভে সুখী হয়। অষ্টম গৃহে বৃহস্পতি থাকায়, স্ত্রী বা গুরুজনের সম্পত্তি লাভে সুখী, ও বৃদ্ধাবস্থায় সজ্ঞানে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অষ্টমাধিপ চতুর্থে পিতৃরিষ্টি, পিতৃসম্পত্তি নাশ, বাহন ও অট্টালিকাদি পতন জন্য অনিষ্ট হইতে ক্লিষ্ট। নবমে কেতু থাকায়, নীচাশয়, অধার্ম্মিক ও ভাগ্যহীন হয়। নবমাধিপ পঞ্চমস্থ হওয়ায় মনোরমা রমণী; বিদ্যা ও সুসন্তানাদির জন্য সুখী হয়। দশমাধিপ চতুর্থে, সম্মানাস্পদ, উচ্চপদস্থ, ভূমি ও বাহনাদি লাভে সুখী। একাদশে শনি থাকায়, নানারত্ন বিভূষিত, ঐশ্বর্য্যশালী, বহুভৃত্যবাহন, প্রাচীন

কর্ত্তৃক উপকৃত, আত্মীয়দ্বেষ ও অগ্রজহানি জন্য সদা সন্তপ্তমনাঃ। একাদশাধিপতি চতুর্থে থাকায়, কৃষিকর্ম্মে সফলকর্ম্মা, পিতৃসম্পত্তি ও বাহনাদি লাভে সুখী হয়। দ্বাদশাধিপ তৃতীয়ে ভ্রাতৃবিরোধ, ভ্রাতৃনাশ, ও যাত্রাদিতে অশুভ জন্য দুঃখিত।

সূর্য্যাস্তের ৪।৩২।৪১ দণ্ড পরে জন্ম হইলে, জাতকের মকর লগ্ন হইবে; ইহার ফলে—জাতক কৃশদেহ, ভীরু, বক্র, বাতব্যাধিতে অভিভূত, উন্নতাগ্র, সুদীর্ঘ নাসিকা, ক্ষুদ্রমনাঃ, প্রশস্ত চক্ষু, বিস্তীর্ণ হস্তপদ, বায়ুপ্রকৃতি, আচারগুণবিহীন, রমণীমনোহরণকারী, পর্ব্বত বনচারী, শূর, শাস্ত্র, শ্রুতি, আগম, শিল্প ও বাদ্য প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ, অল্পবল, স্বীয় কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণদিগকে ভূষণস্বরূপ, শঠবন্ধুরত মন্দস্বভাব, কমনীয়, কুৎসিত, কলত্র, অসূয়াপর, ধনলোলুপ, ধর্ম্মরত, রাজসেবী, স্বল্পদাতা, সৌভাগ্যবান্, সুখী। লগ্নাধিপতি দশমে তুঙ্গী থাকায়, মান্য, উচ্চপদ, সফলকর্ম্মা ও সমাজপতি। দ্বিতীয়স্থ মঙ্গলে—স্বল্পধন, নীচসঙ্গপ্রিয়, প্রবাসী, দুষ্টমতি, লোভী, নির্দ্দয়, সদাবিরোধী, ঋণী ও অল্পসুখ; দ্বিতীয়ে, রাহুতে অসদ্ব্যয়ে ধননাশ। দ্বিতীয়াধিপ দশমে অর্থলাভ। তৃতীয়স্থ চন্দ্রে—হিংস্র, গর্ব্বিত, কৃপণ, ভ্রমণরত, তমোগুণ ও ভগিনীহীন; তত্র নীচস্থ বুধে—কুটিলস্বভাব, হতসৌখ্য, ভ্রাতৃবিহীন; তথা তুঙ্গী শুক্রে—বিদ্যানুশীলনে বিরত ললনাসক্ত, ভীরু, অসহিষ্ণু (ইহার ভগিনী হইলে সুন্দরী)। তৃতীয়াধিপ সপ্তমে বাণিজ্যার্থক বিবাহ, দূরে ভ্রমণ ও জ্ঞাতিবিরোধ জন্য বিব্রত। চতুর্থস্থ রবি তুঙ্গীতে—অনুচর, ধন, বাহনযুক্ত, নৃত্যগীতানুরক্ত, পরাক্রমশালী। চতুর্থাধিপ দ্বিতীয়ে—কৃষি ও খনি প্রভৃতি ভূমিজকর্ম্মে অর্থী। পঞ্চমাধিপ তৃতীয়ে—শুভযাত্রা ও ভ্রাতৃসৌহৃদ্যে সুখী, কিন্তু বিদ্যার্জ্জনে ব্যাহত ও হীনপুত্র। ষষ্ঠাধিপ তৃতীয়ে ভ্রাতৃনাশ ও যাত্রাবিঘ্নে অসুখী। সপ্তমস্থ তুঙ্গী বৃহস্পতিতে বাগ্মী, শাস্ত্রানুশীলক, বিনীত, ও সৎকলত্রসঙ্গত। সপ্তমাধিপ তৃতীয়ে—জ্ঞাতিবিরোধে অসুখী। অষ্টমস্থ কেতুতে—রোগার্ত্ত, ক্রূরকর্ম্মা, বিপদাপন্ন। অষ্টমাধিপ চতুর্থে—পিতৃরিষ্টি, পিতৃধনহানি, বাহন হইতে পতন প্রভৃতি হইতে নিগৃহীত। নবমাধিপ তৃতীয়ে নীচস্থ—ভ্রমণরত, চঞ্চল, ভ্রাতৃসাহায্যে অল্পভাগ্য। দশমস্থ তুঙ্গী শনিতে—উচ্চপদ ও স্বকুলোদ্দীপক, বহু পার্শ্বচর, শত্রুজিৎ উচ্চাভিলাষী, প্রাজ্ঞ, কর্ম্মোদ্যোগী। দশমাধিপ তৃতীয়ে—কার্য্যপরিবর্ত্তনে, কার্য্যোপলক্ষে

ভ্রমণে বা ভ্রাতৃ-সাহায্যে ক্ষমতাশালী। একাদশাধিপ দ্বিতীয়ে—বন্ধুদ্বারা ধনী। দ্বাদশাধিপ সপ্তমে, নষ্টভার্য্য বা রুগ্নভার্য্য, পরিজন কলহে উদ্বিগ্ন; মোকদ্দমা ব্যবসায় বিপর্য্যস্ত।

সূর্য্যাস্তের ৩।৫৪।৫৩ দণ্ডের পর যাহার জন্ম হইয়াছে, লগ্ন তাহার কুম্ভ;—ফলে জাতক নীচকর্ম্মা, বংশাধম মূর্খ, বিকশিত নাসিকোষ্ঠ, নীচ, খর্ব্ব ও অলসাত্মা, শত্রুতাপ্রিয়, অতিহৃষ্ট, উদ্ধতস্বভাব, দ্যূতপ্রিয়, নীচদাসীপ্রিয়, বন্ধুগণের উপকারী, ক্ষুদ্রাশয়, ক্ষমাবান্, ধনী, শঠ, দরিদ্র, বন্ধুনাশী লোক-সমাজবহিষ্কৃত, শত্রুর অবজ্ঞাত, নষ্টসম্বন্ধ, গুরু, বিনীত; লগ্নে মঙ্গল থাকায়, জাতক তেজস্বী, উগ্রস্বভাব, সাহসী, বলবান, দাম্ভিক, বীরস্বভাব, কিন্তু রাহুযুক্ত হওয়ায়, অশুভফল হেতুক, কলহপ্রিয়, ক্ষতশরীর, দুষ্টত্বক্, ক্রুরচেষ্টান্বিত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ক্রোধী, মদমাংসপ্রিয়, চঞ্চল, বিকলাঙ্গ, মলিন, অর্শ প্রভৃতি গুহ্যরোগে পীড়িত। লগ্নাধিপ নবমে—ভাগ্যবান, বিদ্বান্, শাস্ত্রানুরাগী, ধার্ম্মিক, পোতবণিক; দ্বিতীয়ে—ক্ষীণচন্দ্রে—অস্থিরসম্পত্তি, চঞ্চলমতি; তত্রস্থ বুধে—বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্যে বা ব্যবসায়ে ধনী; শুক্রে—স্বীয় বিদ্যার বা স্ত্রীলোকের সাহায্যে কিংবা মদ্য, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির ব্যবসায়ে অর্থবান্; দ্বিতীয়াধিপ ষষ্ঠ—শত্রুহেতু ক্ষতিগ্রস্ত ও ঋণী। তৃতীয় রবিতে—মিষ্টভাষী, পুত্র কলত্র ধন্ বাহন যুক্ত, কার্য্যদক্ষ, ভৃত্যসেবিত ও বলবান্ এবং প্রায়ই নষ্টভ্রাতৃক। তৃতীয়াধিপ লগ্নে—বাসস্থান পরিবর্ত্তন ও বহুভ্রমণে ব্যাপৃত, বহুজন পরিবৃত কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রান্ত। চতুর্থাধিপ দ্বিতীয়ে—কৃষি ও খনিজ প্রভৃতি ভূমি সংক্রান্ত কর্ম্মে ধনী। পঞ্চমাধিপ দ্বিতীয়ে—ব্যবসায়ে ধনী ও পুত্রবান্। ষষ্ঠে বৃহস্পতিতে—শত্রুহন্তা, প্রারব্ধ কার্য্যে অলস ও কীর্ত্তিপ্রিয়; ষষ্ঠাধিপ দ্বিতীয়ে—শত্রুকর্ত্তৃক নষ্টধন। সপ্তমস্থ কেতুতে-নষ্টকলত্র বা রুগ্ন-দার; সপ্তমাধিপ তৃতীয়ে—জ্ঞাতিবিরোধে নিগৃহীত। অষ্টমপতি দ্বিতীয়ে—দুর্ঘটনায় নষ্ট ধন। নবমস্থ শনিতে—ধর্ম্ম কর্ম্মহীন, স্বল্পবিশ্বাসী, নাস্তিক, কুপথগামী হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, তুঙ্গী বলিয়া, সৌভাগ্যশালী, চিন্তাশক্তি সম্পন্ন, ভৃত্য পরিবৃত, সম্মানার্হ। নবমাধিপ দ্বিতীয়ে—বিদ্যা, ধর্ম্ম ও যাজন-ক্রিয়ায় লব্ধধন। দশমাধিপ লগ্নে—শক্তিসম্পন্ন, কীর্ত্তিশালী, গণ্য ও মান্য; একাদশাধিপ ষষ্ঠে—শত্রু প্রকোপে বা রোগ হেতুক আয়ুহীন। দ্বাদশাধিপ

নবমে—বিদ্যা-ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধকতা জন্য ও বাণিজ্য বা নৌকা যাত্রায় অনিষ্ট হেতুক ক্লিষ্টমনা, ভাগ্যহীন, বিপন্ন ও অপ্রিয়ভাজন হইবে।

রাত্রি ৩।৪।।৬ দণ্ডের পর জন্ম হইলে, লগ্ন হইবে মীন;—ফলে জাতক ভাগ্যবান, উজ্জ্বল, প্রফুল্ল, সুনাসা, দিব্যোষ্ঠ, প্রশস্তবক্ষঃ, বিজ্ঞান ও কাব্যে বিখ্যাত, কামাতুর, আমিষাশী, বিদারিত মুখ, প্রশস্ত দীর্ঘদন্ত, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, প্রত্যয়ী, দাক্ষিণ্যরত, মেষছাগপালক, শুচি, বেদজ্ঞ, দ্যুতিমান্, কন্যা প্রসাবী, বিনীত, মেধাবী, ধৃতিমান্, সত্বসম্পন্ন, গন্ধর্ব্ববিদ্যায় ও রতিক্রিয়ায় পারদর্শী। লগ্নে ক্ষীণচন্দ্র থাকায়, মলিন, অসুস্থ, ভ্রমণরত, ক্ষীণদেহ ও পরিবর্ত্তনমান ভাগ্য। তথা নীচ বুধে—মেধাবী, প্রিয়ংবদ, সুচতুর, মিষ্টভাষী, বন্ধুহিতৈষী, কৌতুকী, ধনী, সদ্বক্তা, বণিক্ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ফলে ব্যাহত; তত্রস্থ শুক্রে—বিলাসী, গুণী, বহুললনাযুক্ত, শিল্প শাস্ত্রবিৎ, সঙ্গীতকাব্যপ্রিয়, সদালাপী, প্রফুল্লমনাঃ। লগ্নাধিপ পঞ্চমে—সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, বিলাসী, সুভোগী, অলস, কাল্পনিক, বুদ্ধিমান্। দ্বিতীয়স্থ শনিদৃষ্ট রবিতে—নির্দ্ধন; দ্বিতীয়াধিপ দ্বাদশে—ঋণী, অমিতব্যয়ী; তৃতীয়াধিপ লগ্নে—বাসপরিবর্ত্তনে বিরত, স্বজনবৃত কুলশ্রেষ্ঠ, পরাক্রান্ত। চতুর্থাধিপ লগ্নে—বন্ধু, বাহন ও ভূমিলাভে সুখী। পঞ্চমস্থ বৃহস্পতিতে—সুবুদ্ধি, ধার্ম্মিক, বহুপ্রজ, শাস্ত্রানুরাগী ও গর্ব্বিত। পঞ্চমাধিপ লগ্নে—বুদ্ধিমান্, বিদ্যানুরাগী, পুত্রবান্, বিলাসী, প্রফুল্লচিত্ত, স্ববংশভূষণ। ষষ্ঠস্থ কেতুতে—শত্রুজয়ী, সুখভোগী, মৃতকলত্র; ষষ্ঠাধিপ দ্বিতীয়ে—শত্রুকর্ত্তৃক নষ্টসম্পত্তি। সপ্তমাধিপ লগ্নে—অল্প বয়সে বিবাহকারী, বাণিজ্যকুশল ও বিদেশযাত্রী। অষ্টমস্থ শনিতে—ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও উত্তমবাহনাদিযুক্ত; কিন্তু শোকসন্তপ্ত উচ্চস্থান হইতে পতিত, বধবন্ধনভীত। অষ্টমাধিপ লগ্নে—বিপন্ন, শোকার্ত্ত, অল্পায়ুঃ ও গ্রহানুযায়ী পীড়াগ্রস্ত। নবমাধিপ দ্বাদশে—দুরাশয়, দুর্ভাগ্য, এবং পদে পদে দুর্ঘটনা ক্লিষ্ট। দশমাধিপ পঞ্চমে—বুদ্ধিপ্রভাবে সম্মানী, কীর্ত্তিমান্ পুত্রের পিতা। একাদশাধিপ অষ্টমে—আত্মীয়ের ত্যজ্য সম্পত্তিলাভে সুখী ও অগ্রজহানিতে সন্তপ্ত। দ্বাদশস্থ মঙ্গলে—নষ্টভার্য্য, বিদেশবাসী; কেতুযুক্ত হওয়ায়, নির্ব্বাসিত বা অপমৃত, এবং দাম্পত্যসুখবিহীন, অপব্যয়ী, শত্রুযুক্ত ও নিদ্রালু। দ্বাদশাধিপ অষ্টমে থাকায়; ক্ষীণদেহ, প্রাপ্যসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও সর্ব্বদা বিপন্ন হইবে।

একদিনে বিভিন্ন ক্ষণে জন্মগ্রহণ করায়, যেমন রাশিগত স্থূলবিচারে এই বিভিন্ন ফল প্রদর্শিত হইল, আবার সামান্য পার্থক্যেও ফলের সামান্য বিপর্য্যয়ও হইয়া থাকে। যাঁহার নবমে শুক্র তুঙ্গী, তিনি পরম ধার্ম্মিক, ভগবৎ প্রেমে ভাসমান ; আবার সপ্তমে শুক্র তুঙ্গী থাকায়, অন্য ব্যক্তি স্ত্রীপ্রেমে রত হইতেছে ; —এই বিভিন্ন কর্ম্মই কিন্তু একই শুক্রের বলে সাধিত হইতেছে। এইরূপ প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে জাত ব্যক্তির কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সংক্রান্ত বিপর্য্যয় অনুক্ষণই ঘটিতেছে। ভাব-স্ফুট বিচারে সূক্ষ্মতঃ তাহার উপলব্ধি করা যায়। আর জন্মকালীন গ্রহগণের ভাববিপর্য্যয় ঘটায় জীবনসংক্রান্ত ফলাফলের বিপর্য্যয় যেমন গণিত বিচারে নির্ণীত হইতে পারে, করতলগত রেখাদি দ্বারাও তাহার বিচার সাধিত হইতে পারে।

শিষ্য। প্রভো, আপনি যেমন মীনরাশির চান্দ্রসংস্থান ফল বলিয়াছেন, ঐরূপ অন্যান্য রাশির চান্দ্রসংস্থান ফল শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। বৎস, অন্যান্য গ্রহের মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া, ইহার শক্তি পৃথিবীর উপর প্রবলভাবে কার্য্যকরী ; এক্ষণে তোমার জ্ঞানোদ্দীপ-নার্থক রাশিগত চন্দ্রস্থিতির ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ;—

মেষ রাশির ফলে—জাতক বিরল কেশ, চঞ্চল, ত্যাগশীল, কমনীয়, পবিত্র, বিলাসী, অতিবক্তা, দুর্দ্দান্ত, গৃহস্থাশ্রমবিরত, ক্রূরনেত্র, স্বল্পমেধা, ধনপতি, ও দাতা হয়।

বৃষ রাশির ফলে—(বৃষে চন্দ্র তুঙ্গী) জাতক স্থূলজঘন, পীনগণ্ড, স্থূলনেত্র, অল্পভাষী, পবিত্র, সাতিশয় দক্ষ, রম্যদেহ, সুখী, দ্বিজ-গুরু-দেবভক্ত, বাতশ্লৈষ্মিক ধাতু, ঈষৎ শ্বেতাভ কুঞ্চিত কেশাগ্র ও রোগযুক্ত হয়।

মিথুন রাশির ফলে—জাতক মৃদুগতি, স্থিরগাত্র, পাঠকালীন বিস্পষ্টবাক্য, পরজনহিতকর, পণ্ডিত, ক্রূরান্তঃকরণ, মলিনবেশধারী, বাতশ্লেষ্মপ্রধান ধাতু, গীতবাদ্যানুরক্ত হয়।

কর্কট রাশির ফলে—(কর্কট চন্দ্র স্বগৃহগত) জাতক কফবায়ু প্রধান ধাতু, দেবদেহবৎ প্রকাশমান, স্বোপার্জ্জিত ধনভোগী, দেবদ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ, কুলপতিসদৃশ ধন্য, মণ্ডলাকার বদন, বিপুলবিত্তসম্পন্ন হয়।

সিংহরাশির ফলে—জাতক উদরভরণে তুষ্ট, ক্রোধী, মাংসলোভী, গহনগিরিগুহাপ্রিয়, বন্ধুহীন, কপিলবর্ণনেত্র, উচ্চবক্ষঃ, ক্ষুধার্ত্ত, যুবতীসেবী ও পণ্ডিত হয়।

কন্যারাশির ফলে—জাতক বিমলমতি, সুশীল, লেখ্যবৃত্ত কিংবা কবি, কৃশাঙ্গ, ধনবান্, কমনীয়, ধীর, সুখী, নেত্ররোগী, ধর্ম্মকর্ম্মানুরক্ত, গুরুজনহিতকারী হয়।

তুলারাশির ফলে—জাতক শিথিলগাত্র, অনতিদীর্ঘদেহ, দানশক্তিতে বন্ধু পরিতোষক, সাতিশয় বহুভাষী, জ্যোতিষজ্ঞ, ভৃত্যবর্গানুরক্ত হয়।

বৃশ্চিকরাশির ফলে -(বৃশ্চিকে চন্দ্র নীচস্থ) জাতক বহুধনজনভাগী, এবং স্ত্রীসম্বন্ধে সৌভাগ্যবান্ ; অধিকন্তু ক্রূরমতি, রাজসেবী, পরার্থাভিলাষী নিত্যোদ্যোগী, দৃঢ়মতি ও অতিশূর হয়।

ধনুরাশির ফলে—জাতক গুণযুক্ত ধনুর ন্যায় একাগ্রচিত্ত ও কার্য্যতৎপর, অপরতঃ জ্যাহীন ধনুর ন্যায় সাময়িক শিথিলকর্ম্মা, কীর্ত্তিমান, পূজনীয়, কুলশ্রেষ্ঠ, রসজ্ঞ, বন্ধুবর্গের একমাত্র সুহৃৎ, বহুধনজনযুক্ত, দেবদ্বিজসেবী, মৃদুগতি ও অসহিষ্ণু হয়।

মকর রাশির ফলে—জাতক পরকলত্রাভিলাষী, লব্ধধনভোগী, নৃপতুল্য, প্রতাপবান্, মন্ত্রণা কার্য্যে নিপুণ, কৃশদেহ, ভোজ্যদ্বারা অতিবুদ্ধি, বন্ধুবর্গের সেবারত ও ধীরস্বভাব হয়।

কুম্ভরাশির ফলে—জাতক অশ্বতুল্য সহিষ্ণু, সুন্দর, নির্ম্মলচিত্ত, স্থিরধনকামী, মান্য, বক্রচিত্ত, বহুধনপরিবার, জ্ঞাতিবন্ধুসহ প্রমোদরত ও পরজনহিতকর হয়।

মীনরাশির ফলে—ধনজন সুখভোগী, মৈথুনাদিরত, সমাঙ্গ সুন্দরদেহ, শত্রুজিৎ, পণ্ডিত, স্ত্রীজিত, মনোহর কান্তি ও সাতিশয় ধনলোভী হয়।

চন্দ্র পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্ত্তী ; এবং তজ্জন্যই পৃথিবীর উপর ইহার আধিপত্য বা শক্তিসঞ্চালন অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। তাই লাগ্নিক ফলের ন্যায় জন্মরাশিফলও একটী প্রধান বিচার্য্য বিষয়। চন্দ্র যেমন বিভিন্ন

ভাবগত হইয়া মনুষ্যের জীবনে বিভিন্ন ফলের বিধান করেন, অন্যান্য গ্রহগণও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ফলের বিধান করেন। যেমন, মেষ বৃশ্চিক—মঙ্গলের; বৃষ তুলা—শুক্রের; কন্যা মিথুন—বুধের; ধনু মীন—বৃহস্পতির; মকর কুম্ভ—শনির; সিংহ—রবির এবং—কর্কট—চন্দ্রের গৃহ। স্বগৃহগত গ্রহ স্ববলের অনুপাতে স্বগুণের সমতা বিধান করেন। আবার রবির উচ্চ গৃহ মেষ, চন্দ্রের বৃষ, বৃহস্পতির কর্কট, বুধের কন্যা, শনির তুলা, মঙ্গলের মকর শুক্রের মীন;—উচ্চগৃহ (তুঙ্গে) গ্রহগণ তুঙ্গী হইয়া পূর্ণ বলবান্ থাকায়, স্বশক্তির অধিক পরিচালনে স্বগুণের অতিমাত্র বিধান করিয়া থাকেন। উচ্চ গৃহের সপ্তম—নীচ গৃহ; সুতরাং রবির তুলা, চন্দ্রের বৃশ্চিক, বৃহস্পতির মকর, বুধের মীন, শনির মেষ, মঙ্গলের কর্কট, নীচ গৃহে;—এই নীচ গৃহগত গ্রহগণ হীনবল হওয়ায়, স্বগুণের যথাবিধানে অসমর্থ হয়। * এই বলাবলের সহিত লাগ্নিক ভাবের বিচারে গ্রহগণ যে বিভিন্ন কর্ম্মের ও ফলের বিধান করেন, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে বোধ হয়, এতৎসম্বন্ধে তোমার সন্দেহ অপনীত হইল।

শিষ্য। প্রভো, আমরা যে গ্রহপরিচালনের সহিত তাঁহাদের বলে কর্ম্মক্ষেত্রে অনুক্ষণই পরিচালিত হইতেছি, তাহা আপনার সবিস্তার উপদেশে বুঝিয়াছি বটে; কিন্তু গ্রহসংস্থানের কিরূপ বলবিপর্য্যয়ে জাতক এক সময়ে এক বৃত্তির অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে করিতে আবার অন্য বৃত্তিই বা অবলম্বন করে কেন? আর এই বৃত্তি—পরিবর্ত্তনের সময় গ্রহশক্তিরই বা কি পরিবর্ত্তন হয়? ইহার মধ্যেও, বোধ হয়, কোন রহস্য নিহিত আছে।

গুরু। বৎস, পূর্ব্বে তোমায় বিভিন্ন বৃত্তির বিষয়ে এক প্রকার উপদেশ দিয়াছি, তাহা বোধ হয়, এখনও তোমার স্মরণ-পথের অতীত হয় নাই। তাহার সহিত এই প্রশ্নের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, এক্ষণে তদ্গত ফলের সামঞ্জস্য দর্শাইয়া কতিপয় বাক্যে তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি।

যেমন—বাক্যের উপর বুধের আধিপত্য; আবার সূর্য্য ভাব-বিকাশের সহায়; ইহাঁদিগের আধিপত্যে জাতক বাক্য বিনিময়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; আবার বৃহস্পতির প্রাবল্যে শাস্ত্রচর্চ্চা ও স্বকর্ম্ম পরিচালনে

* মিথুনে রাহু ও ধনুতে কেতু তুঙ্গী; এবং মিথুনে কেতু ও ধনুতে রাহু নীচ।

অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এক্ষণে কোনও জাতকের জন্মকালীন বৃহস্পতি; রবি ও বুধ—এই গ্রহত্রয়ই বলবান্। কিন্তু পরিভ্রাম্যমান গ্রহগণ সকল সময়েই সেই জাতকের উপর সমশক্তির পরিচালন করিতে পারে না। হয়ত, বুধের অধিকারে এই জাতক বাক্য বিনিময় করিয়া—ব্যবহারজীব বা উকিল, অথবা পরার্থ ঘটক বা দালাল হইয়া অর্থার্জ্জন করিতে লাগিলেন; শেষে বৃহস্পতির অধিকারে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে বীতরাগ হইয়া হয়ত দেশহিতকর কোন ব্যবসায়ে—আয়ুর্ব্বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। ভ্রাম্যমান গ্রহগণের বলে পরিচালিত হইয়া, প্রত্যেকেরই জীবনে পৃথক্ পৃথক্ ঘটনা—এমন কি, একটী অপরের বিপরীত ঘটনা—এরূপও নিরন্তরই ঘটিতেছে। তবে, অন্যান্য স্বতন্ত্র বৃত্তি সম্বন্ধে পরম কারুণিক পমেশ্বরের নিয়মসঙ্গত হস্তগত রেখাচিহ্নাদির সংস্থান দেখিয়া যেরূপ বিচার করা যায়, সেইরূপ বিচারে গ্রহসঞ্চালনজনিত বৃত্তি পরিবর্ত্তনেরও উপলব্ধি করিতে পারা যায়; যেমন—

কোন লোকের হস্তে প্রথমাঙ্গুলী বা তর্জ্জনী দীর্ঘ; বৃহস্পতি, শনি, রবি ও বুধ এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উন্নত; দ্বিতীয়াঙ্গুলী বা মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট, এবং রবিরেখা সুবিস্তৃত আছে; তজ্জন্য জাতককে প্রথমতঃ শিক্ষকতা করিতে হইবে।

[চিত্র—১৪, চিহ্ন- ১।২।৩।৪।৫।৬।

পরে চন্দ্রস্থানের উচ্চতার সহিত রবিরেখা প্রবল হইলে, জাতককে ব্যবহারাজীব (উকিল) হইতে হইবে। [চিত্র—১৪, চিহ্ন ৮।১২ ক-ক।

যদি কোন উকিলের হস্তাঙ্গুলীর প্রথম গ্রন্থিগুলি পরিপুষ্ট ও চন্দ্রস্থান সমভাবে উচ্চ থাকে, এবং আয়ূরেখা হইতে একটী শাখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতি স্থান ভেদ করত, প্রথমাঙ্গুলীর বা তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে উপনীত হয়, ও রবিরেখা প্রবল হয়, তবে পরে তাঁহাকে ধর্ম্মাধিকরণের বিচারক (প্রাড়্বিবাক বা জজ) হইতে হইবে। [চিত্র—১২, চিহ্ন—২।৬ক-ক খ-খ।

অপর কোন ব্যবহারাজীবের হস্তে বৃহস্পতি প্রবল থাকিলে এবং তৎসহ বুধস্থান উন্নত ও দুই তিন সরলরেখা দ্বারা অঙ্কিত হইলে, তাঁহাকে চিকিৎসক হইতে হয়। [চিত্র—১২, চিহ্ন—৩; ক-ক; ঘ। আবার তৎসহ

মঙ্গলের স্থান উন্নত হইলে, তিনি বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসক হইতে পারেন।

[চিত্র—১২, চিহ্ন—৩।৭।৮ ক-ক ; ঘ।

কোন চিকিৎসকের হস্তে শুক্রবন্ধনী ও রবিরেখা অঙ্কিত থাকিলে, তাঁহাকে সংবাদ পত্রের সম্পাদকত্ব করিতে হয়।

[চিত্র—১২, চিহ্ন—গ-গ ; ক-ক।

দেখ বৎস, এতদ্বিষয়ে একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে এই সুবিস্তৃত সংসারকে একটী রঙ্গালয় বলিয়া অনুমিত হয়। রঙ্গালয়ের অভিনেতৃগণ যেমন নাটককারের কথারই বিকাশ করিতে বাধ্য এবং তজ্জন্যই নাটক বর্ণিত বাক্যেরই উচ্চারণ করিয়া, দর্শকবৃন্দের মনে তাহার ভাব প্রতিফলিত করিতে ব্যাপৃত, এই সংসার-রঙ্গালয়ের নটগণ—চেতন জীব সমূহ—তদ্রূপ জগন্নিয়ন্তার অভিপ্রেত পথের অনুসরণ করিয়া তাঁহারই কর্ম্মসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। রঙ্গালয়ে যেরূপ কোন অভিনেতা বীররূপে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইয়া, শেষে শত্রুতে অবৈর ও মহত্বের অভাব উপলব্ধি করিয়া শান্তরসের অবতারণা করেন এবং সেইরূপ রসান্তরাবতারণাও যেমন নাট্যকারের অভিপ্রেত, সংসার রঙ্গক্ষেত্রেও সেইরূপ বিধাতৃনিয়মে পরিচালিত নাট্যকার মানব কখনও সর্ব্ব-গ্রাসাভিলাষী ব্যবহারজীব, আবার কখনও পরোপকার করত সর্ব্বংসহ ভিবক্ হইয়া কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আবার রঙ্গালয়ে যেমন কেহ ক্রন্দনে শোকপ্রকাশ করিতেছে, কিন্তু শোক তাহার প্রকৃত অন্তঃকরণ হইতে নিঃসৃত না হইলেও, যেমন বাহ্যভাবের সমাবেশে সাধারণ দর্শকবৃন্দের মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়া রাখে, এই সংসার রঙ্গের অভিনীত বা অভিনেয় যাবতীয় শোকতাপাদি সেইরূপ আত্মগত না হইলেও, ভাবের সমাবেশে মোহকর, মায়াময়, অহংত্ব, মমত্ব জ্ঞানের উদ্বোধক। রঙ্গমঞ্চের শোক দুঃখ, সুখ হর্ষ, যেমন অলীক, অথচ লোকচরিত্র-স্ফুটনের জন্য নটগণ ভাববিকাশিনী শক্তির উন্নতিসাধনে সমর্থ, ভবরঙ্গের সুখ দুঃখাদি সেইরূপ অলীক হইলেও, অব্যাহত-শক্তি সংসার-নাট্যকার ভগবানের আদিষ্ট অভিনেয় ভাবের বিকাশ করিয়া প্রত্যেকেই স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করত নটত্বে আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হয়।

এক দিনের রঙ্গ ব্যাপার যেমন এই, আবার বিভিন্ন দিনের রঙ্গ ব্যাপারও

এইরূপ—নাট্যকারের উদ্দেশ্য স্ফুটন। তবে প্রভেদ কেবল অভিনেয় অংশ লইয়া। অদ্য যিনি রাজরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ, পরদিবস হয়ত তাঁহাকে কোটালরূপে এবং তৎপরদিবস হয়ত সন্ন্যাসীরূপে বাহির হইতে হইবে। রঙ্গমঞ্চে রাজরূপে অবতরণ করিয়া, যেমন নটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য রক্ষায় লক্ষ্য রাখিতে হয়, কোটালরূপী নটকেও তেমনই তৎপ্রতি ঐকান্তিক লক্ষ্য রাখিতে হয়—সন্ন্যাসীরূপী নটকেও সেই একই কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কিছুই পার্থক্য থাকে না; রাজাও অনন্ত সুখৈশ্বর্য্যভোগে সমর্থ হয় না, কোটালকেও কঠিন হৃদয় নৃশংসের ন্যায় দুষ্টদমনে প্রকৃত পক্ষে নিযুক্ত থাকিতে হয় না; সন্ন্যাসীকেও প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী হইতে হয় না। প্রকৃতের অভাব হইলেও, রসাবতরণ বা নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধন যেমন তাঁহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য, সংসার-রঙ্গে শোক, দুঃখ, হর্ষ, সুখ প্রকৃত আত্মগত না হইলেও, ভগবানের কার্য্য সাধনে রত। আবার রঙ্গালয়ে নটগণের ধৃতশক্তির অযথাপ্রক্ষেপের বশে রসবিচ্ছেদ ঘটিবার আশঙ্কায় যেমন স্মারক নিযুক্ত থাকে, এই সংসার-রঙ্গের স্মারক গ্রহ তেমন আংশিক স্মরণ না করাইয়া অনুক্ষণই স্বশক্তির পরিচালনে অভিনয়কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতেছেন। কিন্তু এই বিশ্বরঙ্গের নট—আমরা, সেই স্মারক—পরিচালক গ্রহগণের পরিচালনী শক্তির উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, অপ্রকৃতে প্রকৃতের উপলব্ধি—ভাববিভোরে মায়ামোহে—অহংত্ব মমত্বের সমৃদ্ধি করিতে থাকি।

আবার নাটকের অভিনয়ে যেমন নটগণের মনে নাট্যকারের ভাব প্রতিফলিত হয়, সংসার-নাট্যেও জীব সেইরূপ মহানাট্যকারের ভাবগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ ভাবগ্রহের সহিত এক একবার এক এক রসের উপলব্ধি করিতে করিতে আত্মোৎকর্ষের সাধনে জীব শেষে পূর্ণ রসময়, উজ্জ্বলতার আধার চৈতন্য স্বরূপের সর্ব্বরসে অভিজ্ঞতা ও তৎসহ তাঁহার প্রকৃত তত্ত্বের বা স্বারূপ্যের উপলব্ধি করিতে পারে। জগৎপতির এই সুনিয়মে জাগতিকী রঙ্গলীলার নিরন্তর পরিচালন হইতেছে।

শিষ্য। প্রভো, পৃথিবীতে ধর্ম্মের যে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি? সেই সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই আবার যে, সাম্প্রদায়িক

পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই বা কারণ কি? হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মতে তাঁহারা নিজেই ধার্ম্মিক, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ম্লেচ্ছ;—মুসলমানেরা আপনা-দিগকেই ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচনা করেন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কাফের;—আবার খৃষ্ট শিষ্যগণ আপনাদিগের বিশ্বস্ত ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মে যে উন্নত হইতে পারা যায়,—মুক্তি পাইতে সমর্থ হওয়া যায়—তাহা স্বীকার করেন না, তাই আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র হন্;—ইত্যাদি যে সকল মতবৈষম্য রহিয়াছে, তাহারই বা কারণ কি?—আবার এক ধর্ম্মযুক্ত মানবগণের মধ্যেও জাতি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; যথা হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই বর্ণ চতুষ্টয়; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি; খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্ট (Protestant), ক্যাথলিক (Catholic)ও মুসলমানদিগের মধ্যে শিয়া, সুন্নী, প্রভৃতি আছে; যদিও সকলে এক ঈশ্বরসৃষ্ট জীব এবং একই ঐশ্বরিক নিয়মে পরি-চালিত, তথাপি অনেকেই আপন আপন জাতিকে অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন কেন?—হিন্দু মুসলমানে জাতিগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্যের প্রাবল্য কেন?

গুরু। বৎস, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলি আধ্যাত্ম প্রশ্নের মধ্যে অতীব দুরূহ। তোমাকে এই দুরূহ প্রশ্নের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বিচার করিয়া, প্রকৃত মীমাংসা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ এই সকল বিষয় সদ্‌গুরুর সাহায্যে ও নিজের জ্ঞানে সাধককে বুঝিতে হয়। একমাত্র গুরূপদেশে এতৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর।

ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, প্রথমে ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মের স্বরূপার্থ বুঝিতে হইলে, ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত; ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা (ফলিতার্থ-পোষণ করা) তদুত্তরে মন্ প্রত্যয় যোগে ধর্ম্ম পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে, যাহা আত্মার ও বিশ্বের ধারণ কিংবা পোষণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। মতান্তরে যাহাকে ধারণ করা যায়,—[যাহার ধারণাভাবে পদার্থের অভাব হয়, তাহাই ধর্ম্ম; যথা— স্থানব্যাপকতা স্থূলপদার্থ (Matter) মাত্রেরই

ধর্ম্ম—এই স্থানব্যাপকতা ধর্ম্ম যাহাতে আশ্রয় পায় নাই, তাহা স্থূল পদার্থ (Matter) নহে।] আবার অনেক বিজ্ঞ দার্শনিক কর্ত্তৃ-কর্ম্মের অভেদ কল্পনা করিয়া,—অর্থাৎ যাহা ধারণ করে, তাহা হইতে যাহাকে ধারণ করে, তাহা অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, এই উভয় মতেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। "ধর্ম্ম" এই কথার অর্থ সম্বন্ধে বহুবিধ মতভেদ থাকিলেও, তাহার প্রতিপাদ্য বা বোধ্য পদার্থ যে অভিন্ন—তাহার নির্দ্দেশ পদার্থ যে এক—তাহার বিভিন্ন প্রকারে সমর্থন করা যায়। দীপিকামতে—যাহা দ্বারা পুরুষের ক্রিয়াসাধ্য গুণের বিধান হয়, তাহাই ধর্ম্ম। শ্বাসক্রিয়া দ্বারাই দেহে আত্মার অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। যেমন কোন সাধক সেই শ্বাসক্রিয়া দ্বারা শ্বাস প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা—আত্মার ধারণ ও পোষণ করিতে লাগিলেন; আবার আত্মার স্থিতির সহিত শ্বাসের দৃঢ় সম্বন্ধ বলিয়া, আত্মাও শ্বাসক্রিয়ার ধারণ করিয়া রহিয়াছে; সুতরাং দৈহিকী স্থিতির সম্বন্ধে আত্মাই যেমন শ্বাসক্রিয়ার অবলম্বন, শ্বাসক্রিয়াও আবার আত্মার সেইরূপ অবলম্বন;—সুতরাং আত্মা যেমন একবার শ্বাসক্রিয়াদির ধারণ করিতেছেন, শ্বাসক্রিয়াদিও সেইরূপ আত্মার ধারণ করিতেছে। এতএব দীপিকাকার কর্ত্তৃকর্ম্মের অভেদে ধর্ম্ম এক পদার্থ বলিয়া স্থির সমর্থন করিতেছেন। আবার যুক্তিবাদমতে—কর্ত্তব্য যুক্তিবাদ মতে—কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই ধর্ম্ম; অপিচ কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় আত্মগত ধর্ম্ম ও কর্ম্মগত ধর্ম্ম—উভয়েরই একত্ব প্রতিপন্ন হইবে। জ্ঞানবাদ মতে—যাহার বশে মানসিকী শক্তি প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তা পরমাত্মার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়, ও তাহা আত্মার দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্ম। এখানেও পূর্ব্ব কথিতানুরূপ ভক্ত-ভক্তের-কর্ত্তৃকর্ম্মের—অভেদ সম্বন্ধ। যাহাই হউক, ধর্ম্মের এই কয়েকটী লক্ষণের মধ্যে একটী-না-একটী, এক এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আচরিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে স্থূল দৃষ্টিতে ব্যবহারগত তারতম্যই ধর্ম্ম পার্থক্যের কারণ। অপরতঃ দেশ কাল পাত্রের অনুযায়ী ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রচলিত অর্থে—দেশ বিশেষে জাতি বিশেষের ঈশ্বরোপাসনা প্রণালীই ধর্ম্ম। এক্ষণে তুমি ধর্ম্ম বিষয়ে আর কিরূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা কর, বল।

শিষ্য। প্রভো, আমরা চারিদিকে যে, ধর্ম্মপার্থক্যহেতু বিভিন্ন মতবাদ

শুনিতে পাই, তাহাই আমার সন্দেহের অপর কারণ; এক্ষণে এই বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্বই জানিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

গুরু। স্থূলদৃষ্টিতে দেশ কাল পাত্র ভেদে ধর্ম্মের প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক—সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের কারণ। যেমন একটী পক্ষী ধরিবার জন্য, কেহ বা ফাঁদ পাতিয়া—কেহ বা সাতনলা দিয়া—চেষ্টা করিতে থাকে; আবার কেহ বা নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিয়া, ধরিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক পাখীধরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর এক পদার্থ, কেহ তাঁহার স্বরূপ অবগত হইবার জন্য, সংসারত্যাগ করিয়া যোগী, কেহ বা সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মপর, আবার কেহ বা মৃণ্ময়ী প্রতিমায় তাঁহার অধিষ্ঠান করিয়া, তৎপূজায় ব্যাপৃত; যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিফলিত দ্রব দ্রব্যে একই পূর্ণচন্দ্রের গোলাকার মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়,—পাত্রের আকারগত বাহ্য বৈলক্ষণ্যে তাহার প্রভেদ হয় না, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর হৃদয়ে সেই একই পরমাত্মার বিমলজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয়। যেমন দরিদ্র ও ধনী—এমন কি প্রবল প্রতাপ রাজ্যেশ্বর হইতে—হীনাদপি হীন ভিক্ষুক পর্য্যন্ত—সকলেরই ক্ষুধা একরূপ; তবে পাত্রাপাত্রভেদে তাহার শান্তির উপায় বিভিন্ন;—রাজার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য, পলান্ন, ঘৃত, ক্ষীরসর, নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যের সমাবেশ হয়; আর দরিদ্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি শাকান্ন দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত খাদ্যের বিভেদে গুণগত তারতম্য থাকিলেও, ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনরূপ অন্তরায় হয় না; সুতরাং উভয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তিও সমপরিমাণে হইয়া থাকে। ঐরূপ তৃষ্ণা একই পদার্থ, কিন্তু পাত্রাপাত্রভেদে পানীয় বহুবিধ; অপিচ তাহার যে কোন একটীর পানে একই রূপ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। সেইরূপ তিনি এক, তবে পাত্রাপাত্রভেদে ধর্ম্মগত বিভিন্ন আচার পদ্ধতিতে তাঁহার উপাসনা করিলে, একই ফল হয়—এক তাঁহারই উপাসনা করা হয়; আর তাই তিনি সকলেরই নিকট একই রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সুতরাং সকল ধর্ম্মই যে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের দ্যোতক বা উদ্বোধক- ধর্ম্মই যে ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা এতৎসম্বন্ধে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। যদিও সেই ধর্ম্ম সাধনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন

বটে, কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক। দৃশ্যতঃ আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পার্থক্য দেখিতে পাই, তাহা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতীত হয়;—স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। ঈশ্বর মনুষ্যের ভাগ্যফলের বিধান করিবার জন্য, এরূপে গ্রহগণের পরিভ্রমণাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন যে, গ্রহগণের পরিচালনের সহিত তাঁহার ব্যবস্থাপিত বিহিত ভাগ্যফলও লোকের নিরন্তরই ঘটিতেছে ও ঘটিবে। ইহাতে বোধ হয়, তিনি গ্রহগণের উপরই জগতস্থ প্রাণিগণের পরিচালন ভার অর্পণ করিয়াছেন। করতলগত রেখাসমূহ সেই নিয়ন্তার কার্য্য সমূহের লিপি-স্বরূপ: আমরা সেই লিপির পর্য্যালোচনা বা অধিগমন করিলে, জানিতে পারি যে, ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের ভাগ্যফলের কিরূপ বিধান করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধেই বা কিরূপ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

(১) যাঁহার হস্তে বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র—এই গ্রহত্রয়ের স্থান পুষ্ট, স্বাস্থ্য-রেখার সহিত শিরোরেখা মিলিত হওয়ায়, একটী ত্রিকোণ উৎপন্ন, ও হৃদয়-রেখার শেষভাগ দ্বিধা বিভক্ত, ও তাহার একটী শাখা বৃহস্পতি স্থানে, ও অপর শাখা শনির ও বৃহস্পতির স্থানের মধ্যে উপনীত হয়, সেই জাতক প্রাণায়ামাদি—শ্বাসের ক্রিয়া করিয়া থাকেন। [চিত্র—৩, চিহ্ন—১।৭।২ ক-ক-খ ; গ-গ।

(২) যাঁহার করতলে চন্দ্রের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, এবং চন্দ্রের স্থানের উপর একটী তারকাচিহ্ন থাকে, তিনি সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন—ঈশ্বরগত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে—কার্য্যতঃ গ্রহগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হন; এবং উহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। [চিত্র—৩, চিহ্ন—১।৪।৮।

(৩) আবার যাঁহাদিগের হস্তে বৃহস্পতি, শনি রবি ও চন্দ্র—এই গ্রহ চতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ থাকে; ঐশ্বরিক বিধানানুসারে গ্রহগণ তাঁহাদিকে পৌত্তলিকতা হইতে বিরত রাখিয়া, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত রাখেন। [চিত্র—৩, চিহ্ন—১।৫।৬।৪।

(৪) যাঁহাদিগের হস্তে শনির ও রবির স্থান প্রবল এবং বৃহস্পতি, শুক্র চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ—এই পঞ্চগ্রহের স্থান দুর্ব্বল থাকে, ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে গ্রহগণের বলে তিনি স্বধর্ম্মত্যাগ ও ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিতে ব্যগ্র হন।

[চিত্র—৭, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭।

এতৎসংক্রান্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানের অভাবেই ব্রাহ্মণ শূদ্রকে, প্রভু ভৃত্যকে—আপনা হইতে পৃথক্ বা নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করেন, এইরূপ করিবার যে অহং তত্ত্বমূলক জ্ঞান, তাহাও ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছেন। বস্তুতঃ এই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, বিশ্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রতিপালন করিতেছে।

শিষ্য। কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই যদি সমধর্ম্মা হইয়া সমভাবে বিরাজ করে, তবে দীন দরিদ্রগণ ধনীর উপাসনাই বা করে কেন? আর সম্পন্ন ব্যক্তি সম্মানিত ও দরিদ্র ব্যক্তি সময়ে সময়ে উপেক্ষিত হয় কেন?

গুরু। বৎস, অতুল বিভবের অধীশ্বর ধনকুবের যে সমাজে উচ্চ ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাহার কারণও দরিদ্রগণ; দরিদ্রগণ না থাকিলে, কে তাঁহাকে সমাজের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিত? সকলেই ধনবান্ হইলে কেহই তাঁহার নিকট দাস্য করিতে সম্মত হইত না; আর তাহা না হইলেই বা ধনের গরিমা কোথা হইতে আসিত? যাহাতে দরিদ্রগণ ধনীর মুখপ্রেক্ষী হইয়া, তাঁহার নিকট সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তাঁহাকে ধনবান্ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দেয়, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থক ভগবান্ বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বর অভাব সঙ্কুল করিয়া দরিদ্রগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিয়মের বশে দরিদ্র সাহায্য প্রার্থী হইয়া ধনীর দ্বারে উপনীত হয়; ধনীও অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্রের সাহায্য করেন। ধনীর আকাঙ্ক্ষা অহংত্ব মমত্বের উৎকর্ষ প্রদর্শন; দরিদ্রের আশা ব্যয় সঙ্কুলন জন্য, অর্থ সঞ্চয়;—ধনীর সম্বল অর্থ, ও দরিদ্রের সম্বল ধনীকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিবার চেষ্টা;—উভয়ের সম্বলের বিনিময় হইল, ধনী দরিদ্রকে অর্থ দিল, তাহার বিনিময়ে দরিদ্র ধনীকে সমাজে উন্নত করিল। নির্ধন দরিদ্র না থাকিলে, ঐ বিনিময়-বিধি থাকিত কোথায়? ধনী দরিদ্রের এই কার্য্য বিনিময়ের বিচার, পার্থিব স্থূল জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, প্রতীত হইবে, ঈশ্বর স্বকীয় সৃষ্টি কৌশলে ধনী ও দরিদ্রকে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ করিয়া উভয়কে এক সমতলে রাখিয়াছেন। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ ধনী, দরিদ্র, সকলের পক্ষেই সমভাবে কার্য্যকর। যেমন জল তৃষ্ণা প্রাশমিক, ইহার পানে ধনীরও যেমন তৃষ্ণানিবারণ

হয়, নির্ধন দরিদ্রেরও সেইরূপ তৃষ্ণানিবৃত্তি হইয়া থাকে; ধনীর চক্ষু যেরূপ দর্শন শক্তির উপায়, কিন্তু শ্রবণ শক্তির সাহায্যে অপটু নির্ধনেরও সেইরূপ; উভয়েরই জন্ম একরূপ রীতি পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছে, একরূপ রীতি পদ্ধতি অনুসারে উভয়েরই মৃত্যু ঘটিবে; দরিদ্রের মৃত্যুকালে যেরূপ মৃত্যু যন্ত্রণাদির সম্ভাবনা, ধনীর মৃত্যুকালে সেই মৃত্যুযন্ত্রণা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অল্প হইতে পারে না। আর ধন সম্পত্তি কিছুই ধনী ব্যক্তি লইয়া যাইতে পারে না; নির্ধনের ন্যায় তাঁহাকে পার্থিব পদার্থ (দেহ পর্য্যন্ত) এই পৃথিবীতে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর কতকগুলি লোককে অভাব-সম্পন্ন সৃষ্ট করিয়াও, সাম্য রাখিয়া স্বীয় অনন্ত কৌশলের ও দয়ার প্রকাশ করিয়াছেন; আবার ধনীদিগের হস্তে ও দরিদ্রদিগের হস্তে লক্ষণগত তারতম্যও অনেক।

বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ ও মঙ্গল:—এই গ্রহপঞ্চকের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক উন্নতকর্ম্মা হইতে সমর্থ; এবং চন্দ্র ও শুক্র ঐরূপ উচ্চ হইলে, জাতক সামান্য নীচকর্ম্মা হয়। ধনীদিগের হস্তে সকল গ্রহস্থান উচ্চ এবং ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে [চিত্র—৮, চিহ্ন—৩।১০।১।৮।৯।৪।৫।ক-ক, খ-খ]; কিন্তু দরিদ্রের হস্তে মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃহস্পতি ও রবি কিঞ্চিদুচ্চ, শনি, বুধ ও মঙ্গল এই গ্রহত্রয়ের স্থান নিম্ন, এবং শুক্র ও চন্দ্র স্থান সুস্পষ্ট বা বলবান্ থাকে। [চিত্র—৪, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।

গ্রহগণের এই বলাবল জনিত পার্থক্যের সহিত সংসারে ধনী ও দরিদ্রের সৃষ্টি করিয়া বিশ্বেশ্বর কি বিচিত্র লীলাই করিতেছেন! এখন বল দেখি, ভগবৎকীর্ত্তি কতদূর নিরপেক্ষ ও উচ্চ?

শিষ্য। আপনার নিকট হইতে তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম উপদেশ লাভ করায়, আমার ভ্রম ক্রমশঃই অপসৃত হইতেছে; এই জগতে ঈশ্বরের নিয়মেই ভোগ্যা-ভোগ্য বিষয়ের সঙ্ঘটন হইতেছে, আর আমাদিগের পক্ষে তৎসম্বন্ধীয় সাম্যও বিশিষ্টরূপে রক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে সাময়িক (Contemporary) কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উপদেশ পাইবার আশা করিতেছি। প্রভো, ঈশ্বর মনুষ্যকে সময়ানুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন? নৌকাযোগে জলযাত্রার বিষয় মনুষ্য সমাজে প্রচলিত হইবার

পূর্ব্বে ঈশ্বর কাহাকেও জলপথে ভ্রমণে প্রবৃত্তি দেন্ নাই; কিন্তু তিনি কোন না কোন লোককে নৌকার আবিষ্কারক ও জল পথের প্রথম পরিভ্রমী করিয়া সৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বাভাবিক প্রমাণনিরপেক্ষ জ্ঞানের (Intuition) সাহায্যে অনুমিত হয়। বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে তাঁহাকেই বা প্রথম উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন করিবার কারণ ও উদ্দেশ্য কি? নৌকাবিষ্কারের পর হইতেই লোকের জলভ্রমণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং ইদানীন্তন অনেক দেশীয়া অবরোধবাসিনী রমণীর হস্তেও সুদূর সমুদ্রযাত্রা করিবার যে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারই বা কারণ কি? বাষ্পীয় পোত ও অর্ণবযান আবিষ্কারের পূর্ব্বে পদব্রজে, অশ্বযানে বা নৌকাযোগে ভ্রমণ করিয়া অনেকের কার্য্য সাধন বা তৃপ্তিলাভ হইত; কিন্তু এক্ষণে বাষ্পীয় শকটের জন্য কাহাকেও ২ মিনিটের স্থলে ৪ মিনিট অপেক্ষা করিতে হইলে, উদ্বিগ্ন হইতে হয়। পূর্ব্বে দশ ক্রোশ দূরগত সংবাদ ২ সপ্তাহের মধ্যে পাইলেই লোকে যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কিন্তু এক্ষণে রাজকীয় পত্রবাহক অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্বে বহুদূরগত পত্র আনয়ন করিলেও অনেকে বিরক্ত হন। পূর্ব্বে লোকে যাহাতে অভাব বোধ করিতেন না, এক্ষণে তাহাতে যে লোকে অভাবের সঙ্গে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন, তাহার কারণ কি? ঈশ্বর কি কার্য্য সাধন করিবার জন্য এরূপ করেন? লোকের একখানি শকটের প্রয়োজন হইলে, তিনি কোন একখানি বিশিষ্ট শকট মনোনীত করিয়া নিয়োগ করেন, বহুসংখ্যক শকটের মধ্যে সেই একটী বিশিষ্ট শকটই নিযুক্ত হয় কেন? পুস্তক বিক্রেতার আপণে বহুবিধ পুস্তক আছে; কেহ বা গল্প, কেহ পুরাণ, কেহ ভূতত্ত্ব, কেহ পুরাবৃত্ত, কেহ বা ঈশ্বরজ্ঞানদ্যোতক ধর্ম্মতত্ত্ব—বিভিন্ন পুস্তক ক্রয় করেন কেন? বহুসংখ্যক পণ্য-স্ত্রীই (বেশ্যা) পথিকমাত্রকেই প্রলোভিত করিবার অভিপ্রায়ে দণ্ডায়মানা থাকে; কিন্তু কোন একটী বিশিষ্ট পথিক তাহাদিগের মধ্যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পণ্য-স্ত্রীতে আসক্ত হয় কেন?—একটী লোক বিপণিতে (বাজারে) দ্রব্যাদির ক্রয় করিবার জন্য, বহির্গত হইয়া, কোন একটী বিশিষ্ট লোকের আপণ হইতে পণ্যাদির ক্রয় করেন কেন?—এইরূপে, ব্যবসায়ীবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের সহিত ক্রয় বিক্রয়ে—বিনিময় বিধিতে—আবদ্ধই বা হন কেন? আবার

ঐ ব্যবসায়িগণের মধ্যে কাহার পণ্যাদি অল্প সময়ে, কাহারও বা অধিক সময়ে নিঃশেষিত হয় কেন? এই সকল বিষয়ের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান-পিপাসা সাতিশয় বলবতী হইয়াছে। কৃপা করিয়া আমায় এতৎসম্বন্ধে উপদেশে চিরোপকৃত করুন।

গুরু। যাহার কারণ নাই, তাহার কার্য্য ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না; আবার ভগবানের বিশ্বজনীন নিয়মের বলে জাতক ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমোন্নতির বশে লোকের অভাবাদির উপলব্ধি হইতেছে বলিয়া, তাহার নিরাকরণের উপায়ও তিনি অভাবের উপলব্ধির পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত ও ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি জগতে কাহারও অভাব রাখেন না; ভগবানের সুনিয়মে সন্তান প্রসূত হইবার পূর্ব্ব হইতেই যেমন জননীর মনে স্নেহের ও স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়, সেইরূপ অভাব ঘটিবার পূর্ব্বে তাহার নিরাকরণ উপায়াদির নির্দ্ধারণ ও ব্যবস্থাপন করিবার জন্য, তদ্বিষয়ক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের সৃষ্টি করেন। যেমন জলযাত্রা আবশ্যক হইবার পূর্ব্বেই তিনি জলযাত্রীর সাধক বা উদ্ভাবক লোকের সৃষ্টি করিয়া তাহার সদ্ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার ঐ উদ্ভাবকশ্রেণীর লোক নাক্ষত্রিক বলে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত হন। তাঁহাদের অঙ্গুলীগুলি স্থূলাগ্র (Spatulate) প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটগুলি পুষ্ট ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হয়। [চিত্র ১৪, চিহ্ন—১।৩।১৪।৬।১৫ ।

বিলাতে অতুল ধীশক্তিসম্পন্ন ওয়াট (Watt) সাহেব বাষ্পযোগে অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিবার উপায়োদ্ভাবন করিলে পর, সমুদ্রযাত্রার প্রধানসাধন অর্ণবযানের উৎকর্ষ সাধন করিতে রবার্ট ফুলটন (Robert Foulton) সাহেব প্রথম বাষ্পীয় পোতের উদ্ভাবন করেন। আর তৎসম্বন্ধের উদ্ভাবক লোকের উদ্ভাবনায় অর্ণবযানের আবিষ্কার ও উৎকর্ষ হইবার পর হইতেই লোকের সমুদ্রযাত্রার স্পৃহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত মাত্রায় দিতেছেন। এখন হস্তেও সমুদ্রযাত্রাসূচক রেখাচিহ্নাদির—মণিবন্ধ হইতে চন্দ্রস্থান বেষ্টনকারী রেখা বা চন্দ্রস্থান হইতে বৃহস্পতি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখা—[চিত্র— ১৪, খ-খ ১১ ক-ক]—দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এইরূপ চিহ্ন ভারতের অবরোধ-বাসিনী কোন কোন কুল-কামিনীদিগের হস্তেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

এখন ভারতবর্ষীয় অনেক যুবক রাজানুগ্রহে কার্য্যানুরোধে সস্ত্রীক সমুদ্র-পথবর্ত্তী ভিন্ন দেশে যাইতেছেন; সুতরাং স্বকৃপায় হস্তরেখাযোগে সমস্তই সাধ্য বলিয়া প্রতিভাত করিয়া দিতেছেন। এইরূপ প্রত্যেক সাময়িক ব্যাপার সাধনের সূক্ষ্মতত্ত্ব পূর্ব্বোক্তরূপ বিধি অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহার অনন্ত দয়ায়, এই বিশাল জগতে কিছুরই অভাব হয় না। এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে তোমার বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ হইল ত? আর কোন প্রকার সন্দেহ আছে কি?

শিষ্য। প্রভো, আপনার কৃপায় আমার সকল সন্দেহই অপসৃত হইতেছে; আপনি অনন্ত দয়াময় ভগবানের যে অনন্ত কৃপার আভাস দিলেন, তাহা আপনার বর্ণনগুণে বিশিষ্টরূপ বিকাশ পাওয়ায়, এখন বুঝিতে পারিয়াছি—তিনি জগতে কিছুরই অভাব রাখেন নাই—রাখিবেনও না। কিন্তু এখন যে লোক সামান্য সাময়িক কার্য্যের ইতরবিশেষে বিলক্ষণ অভাবের অনুভব করেন, এবং তজ্জন্য প্রায়ই বিচলিত হন, তাহার কারণ কি?—ইহার তত্ত্বানুসন্ধানই এক্ষণে আমার উদ্বেগের একটী প্রধান কারণ।

গুরু। পূর্ব্বে যাহা আবশ্যক ছিল না, এখন তাহা আবশ্যক হইতেছে; পূর্ব্বে লোকের জীবন দীর্ঘ ছিল, সুতরাং পূর্ব্বকালীন লোকদিগকে সাধ্যকর্ম্মের জন্য ব্যস্ত হইতে হইত না। এখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আন্দোলন আলোচনার যতই প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই লোকের উন্নতি হইতেছে—ততই অল্প দিনে উন্নতির পথে গিয়া স্থির হইবার জন্য, লোকের সতৃষ্ণদৃষ্টি রহিয়াছে। তাই তাঁহাদিগের এই স্বল্প জীবনের মধ্যে স্বল্প বিলম্বও সহ্য হয় না। এইরূপ বিলম্বের প্রতিকার হইবে বলিয়া, ভগবান্ পূর্ব্ব কথিতানুরূপ নূতন নূতন কল কৌশলের উদ্ভাবক কোন স্থিরবুদ্ধি লোকের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন; আর তাহার ফলে ভগবদনুগ্রহে লোকে দীর্ঘকালের সাধ্য ব্যাপার স্বল্পকালে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে। এই কারণেই লোকে রেলযোগে ২ দিনের পথ ২ ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে পারে; প্রাচীনকালে দুই সপ্তাহের প্রাপ্য সংবাদ কতিপয় ঘণ্টায় পাইতে পারে। আর ইহাতে বিলম্ব হইলে, স্বকর্ম্ম ব্যস্ততাহেতুক বিব্রত ও উত্যক্ত হইতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বকালে লোককে এরূপ শীঘ্র সকল কর্ম্ম করিতে হইত না বলিয়া

তাঁহাদিগের দীর্ঘ জীবনে বহু কর্ম্ম সাধন করিতে হইত। আর দয়াময়ের সদয় নিয়মে তাঁহাদিগের দীর্ঘজীবনের তাহাই অন্যতম কারণ। এখন আবার স্বল্পজীবনে প্রচুর কার্য্য সাধন করিয়া, স্থির হইতে হইবে বলিয়া, ভগবান্ এখন সকলকেই কর্ম্মতৎপরতা ও ব্যস্ততা দিয়াছেন। এই ব্যস্ততাই পার্থিব আসক্তি নষ্ট করিয়া, স্থির হইবার একমাত্র কারণ। সুতরাং ভগবান্ আমাদিগকে যেরূপে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা আমাদিগের উন্নতি সাধনের জন্য; ভবিষ্যৎকালে আমাদিগকে দ্বন্দ্বাতীত ও স্থির করিবার জন্য দয়াময়ের দয়া যে জগতে অবিরামস্রোতে প্রবাহিত, তাহার ইহাও একটী প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কিন্তু যাহাদিগের হস্তে চন্দ্রস্থান হইতে বুধস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃতা একটী ধনুঃ সদৃশী বক্ররেখা থাকে, তাহাদিগের আধ্যাত্মিক (Spiritual) জ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি হয়; তজ্জন্য তাহাদিগকে কোন কারণেই ব্যস্ত বা বিচলিত হইতে হয় না। ইহাও গ্রহগণের বলাবলের বশে নিশ্চিতই ঘটিয়া থাকে। [চিত্র—২, চিহ্ন—খ-খ।

এক্ষণে এ বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল ত? আর অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

শিষ্য। প্রভো, এতৎসম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ নাই; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া, তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত জীবের সম্বন্ধে যে অনন্ত দয়াশক্তি প্রকাশ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে! এক্ষণে আমরা যে কার্য্যানুবন্ধে লোকের সহিত ব্যবসায় ব্যাপৃত হই, তাহার মধ্যে কি নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহাও জানিতে আমার সাতিশয় আগ্রহ রহিয়াছে। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হই।

গুরু। আমাদিগের আয়, ব্যয়, বৃত্তি, উপজীবিকা—এমন কি দৈনিক কার্য্যগুলির সাধন পর্য্যন্ত পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সকরুণ নিয়মে গ্রহগণের পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদিত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদিগের কোন কার্য্যেই স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাপরতা নাই। দয়াময়ের অনন্ত দয়ায় সকল জীবই প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার এই বিশালরাজ্যে যে ব্যবসায়ী অর্থাভাব ভোগ করিতেছে, তাহার অভাব নিরাকরণের জন্য, ভগবান্ পূর্ব্বেই ব্যক্তি বিশেষকে তাহার নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া, তাহার অভাব

মোচন করিতে বাধ্য রাখিয়াছেন। আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি যে, কোন এক ব্যক্তি বিপণিমধ্যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া দেখেন, তাহার অভিলষিতানুরূপ ক্রেয় দ্রব্যের অনেকে বিক্রয় করিতেছে; কিন্তু তাহাকে তাহাদের মধ্যে একজনের নিকট হইতে সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে হইতেছে। বিপণিমধ্যে এইরূপ দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া, অনেককে দর-দস্তুর করিতে করিতে সস্তা বা সুবিধা বুঝিয়া একজনের নিকট হইতে স্ব স্ব অভীষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। আর এইরূপ ক্রয় বিক্রয়ে—বিনিময়বিধিতে—প্রত্যেকেরই অভাব মোচন হয়। একের অর্থাভাব অন্যের দ্রব্যাভাব ঘুচাইবার জন্য যে বিনিময়বিধি চলিতেছে, তাহাও দয়াময়ের অনন্ত দয়ার বশে—ও তাঁহার নিয়ম পরিচালিত গ্রহগণের ফলে। কোন ব্যক্তির শকট আবশ্যক হইলে, তিনি যে কোন একটী বিশিষ্ট শকট গ্রহণ করেন, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত বিধির অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়। আর পুস্তকের দোকানে বহুবিধ পুস্তক সত্ত্বে কেহ যে গল্প, কেহ যে পুরাণ, কেহ ভূতত্ত্ব, কেহ পুরাবৃত্ত, কেহ ঈশ্বর নির্ণায়ক ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন পুস্তকের ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাও গ্রহগণের বশে পরিচালিত হয়। কেন না, যাঁহার প্রতি বৃহস্পতির অনুকূল দৃষ্টি প্রবল, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে ভালবাসেন; যাঁহার শুক্র অনুকূল, তিনি ভূতত্ত্বের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক; বুধের আনুকূল্যে জাতকের বিজ্ঞানচর্চ্চায় আসক্তি জন্মে; মঙ্গলের আনুকূল্যে জাতক যুদ্ধবর্ণন ও অস্ত্র বিদ্যার পোষক গ্রন্থ পাঠ করিতে ভালবাসে, চন্দ্রের আনুকূল্যে জাতকের কাব্য বা কল্পিত গল্প পাঠে অনুরাগ থাকে। শনির আনুকূল্যে গুহ্যবিদ্যার বা প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে জাতকের আগ্রহ স্বতই প্রবল থাকে। সুতরাং পুস্তক বিক্রেতার বিপণিতে বিভিন্ন ক্রেতা বিভিন্ন প্রকারে পুস্তক ক্রয় করে। পণ্যস্ত্রীগণ সজ্জিত হইয়া যে, পথিক মাত্রকেই প্রলোভিত করিতে না পারিয়া কোন একটী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রলোভিত করিয়া থাকে, তাহার কারণও গ্রহগণের পরিচালন। কোন পথিকের প্রতি শুক্রের প্রবল দৃষ্টি আছে; সে ব্যক্তি যাইতে যাইতে কোন পণ্যস্ত্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইল;—উভয়ে গ্রহবলে আকৃষ্ট হইয়া স্বকাম চরিতার্থ করিল। এ স্থলেও পূর্ব্বোক্ত বিনিময় বিধির মহতী নীতির অস্তিত্ব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, ঐ কামোন্মত্ত

পথিক ঐ পণ্যস্ত্রীর নিকট স্বকামসন্তর্পণে চিত্তবিনোদন ক্রয় করিয়া তাহার যথারীতি পোষণ করিতে অর্থব্যয়ে বাধ্য হইল; আবার উক্ত গ্রহের বল অধিক হওয়ায়, আকর্ষণী শক্তি স্থায়ীরূপে কার্য্যকরী হইলে, হয়ত কিছুদিন ধরিয়া তাহার পোষণ করিতে বাধ্যও হইতে পারে। যাহা হউক, এই সমস্ত বিষয়েই গ্রহগণের পরিচালনী শক্তিরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভগবানের সুনিয়মপরিচালিত গ্রহগণের বলাবলের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাতে সূক্ষ্ম তত্ত্বের সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

শিষ্য। প্রভো, আপনার নিকট হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্বের যে বিমল আভাস পাইলাম, তাহাতে আমার সকল সন্দেহই অপসৃত হইল। আবার আপনার প্রদত্ত আভাসের বিষয় আমার অন্তরে এরূপ বিকাশ পাইতেছে যে, তাহাতে আমার কথিত সকল প্রশ্নেরই সূক্ষ্ম রহস্য যেন চক্ষুর নিকট ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এক্ষণে আমার আর একটী সন্দেহ আছে; আর একটী শিল্পী বা কারিকরের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া, অনেক মহান্ মানবকেই মুগ্ধচিত্তে তাহার প্রশংসা করিতে হয়; তাহার ব্যবসায়ের উন্নতিকামনা না করিয়াও, হিতৈষী হইতে হয়। এরূপ নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার কারণ কি?

গুরু। বৎস, তোমার কথিত বিষয়টী জগৎপতির ঐ এক সূক্ষ্ম নিয়মের বশে সম্পাদিত হইতেছে। মনে কর, কোন একটী মোদক ছানার ও চিনির সমানুপাত মিশ্রণে ও পাক-প্রণালীর নৈপুণ্যে সুস্বাদু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারে; তাহার সেই উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার প্রণালী জ্ঞান বা শক্তি সামর্থ্যও নাক্ষত্রিক বলে জন্মিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার তাহার সেই মিষ্টান্নের ব্যবসায়ে অনেক সমৃদ্ধসম্পন্ন লোককে বাধ্য করিয়া রাখিবার সামর্থ্যও সেই নাক্ষত্রিক বলে জন্মিয়াছে।

সুস্বাদু মিষ্টান্ন নির্ম্মাণনিপুণ মোদকের অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ (square) বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ, তৃতীয়াঙ্গুলী বা অনামিকার প্রথম পর্ব্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে; এবং প্রত্যেক অঙ্গুলীর প্রথম গ্রন্থি বা গাঁইটও পুষ্ট ও দ্বিতীয় গ্রন্থি অপরিপুষ্ট হইয়া থাকে। নাক্ষত্রিক বল সমাহারে করতলে রেখা চিহ্নাদির যে এইরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, তাহাই তাহার মিষ্টান্ন

প্রণয়নের নৈপুণ্যসূচক প্রধান চিহ্ন। আর সুনিপুণ মোদকের প্রস্তুত মিষ্টান্নের স্বাদুতাভোগ করিয়াই অনেক সম্পন্ন লোক যে তাহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হন, তাহাও ঐ গ্রহনক্ষত্রের বশে। তজ্জন্যই কোন বিশিষ্ট মোদকের প্রণেয় মিষ্টান্নের উপকরণ দ্রব্যাদির সমানুপাতে মিশ্রীকরণ ও লোক বশীকরণ যেমন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই অনেক লোককে লাভের প্রত্যাশা না করিয়াও, সেই মোদকের প্রশংসা দ্বারা হিতৈষিতা করিতে দেখা যায়; ইহার অন্যতম কারণ, মোদকের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার প্রণালীর গুণে সেই প্রস্তুত মিষ্টান্নের স্বাদুতা লোকের স্নায়বীয় শক্তিকে এরূপ বশীভূত করিয়া রাখে যে, কোথাও সেই ভাবের অভাব হইলে, সেই স্নায়বীয় শক্তি তাহা তৎক্ষণাৎ মনে করাইয়া দেয়। ঐরূপ একজন লৌহ-শিল্পী নাক্ষত্রিক বলে উৎকৃষ্ট লৌহ সিন্দুক প্রস্তুত করিতে পারে; আর সেই গ্রহনক্ষত্রের বলাবলানুসারে তাহার অঙ্গুলীগুলি স্থূলাগ্র (spatulate) ও হস্তুতল কঠিন এবং শনির ও রবির স্থান উচ্চ হয়। তাহার সেই লৌহ শিল্পের উৎকর্ষের জন্য, অনেক ধনী লোককেই—যাহাদিগের আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে—তাহার প্রশংসাবাদে মোহিত হইতে হয়। এই সকল শিল্পাদির সাধনও গ্রহগণের বলসাপেক্ষ। এই বলে পরিচালিত হইয়া, অনেক ধনীকেই কার্য্যতঃ নিঃস্বার্থ-পরহিতৈষী হইতে হয়;—ইহাতে অনেক শিল্পীরও সবিশেষ লাভ হয়। জগৎপতির অনন্ত কৌশলের পরিচয় ত পদে পদে!

শিষ্য। প্রভো, আপনি যে বলিলেন, স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকায়, আমাদিগকে অনুক্ষণই নিঃস্বার্থপরহিতৈষিতা করিতে হয়, তাহার চরম ফলই বা কি?

গুরু। বৎস, জগৎপাতা জগদীশ্বরের অনন্ত দয়ায় পরিচালিত হইয়া, জীব কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যে রত হইতেছে বটে, তাহাদিগের-মধ্যে কেহ কেহ গ্রহগণের বলে বলীয়ান্ হইয়া, স্ব স্ব গুণে বা বলে অপর সকলের স্নায়বীয় শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে; যেমন কোন ব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ এবং বুধস্থান প্রবল ও তাহাতে লম্বভাবে দুই তিনটী রেখা দণ্ডায়-মান,—সেই ব্যক্তি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী [চিত্র—১২, চিহ্ন ২।৭। ঘ। আবার গ্রহগণের পরিচালনের বশে কাহার হস্তে আয়ুরেখার তৎকালসূচক

স্থানের উপর কাল বিন্দু চিহ্ন থাকায়, তৎপ্রতি জর বা অন্য ব্যাধির আক্রমণ হইয়াছে [চিত্র—৮, চিহ্ন - চ] সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভের আশায় পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইল; ও তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে রোগ-যন্ত্রণা হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া শেষে যথাকালে আরোগ্যলাভ করিল; কিন্তু সেই চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগযন্ত্রণার যে, কথঞ্চিৎ প্রশমন হইয়াছিল, তাহার জন্য, তাহার স্নায়বীয় শক্তি তাঁহার নিকট বাধ্য হইয়া রহিল। হস্তে শুক্রস্থান হইতে একটী সূক্ষ্ম রেখা করচতুষ্কোণে উপনীত হওয়ায়, আত্মীয় বিভ্রাট জনিত অভিযোগে পড়িয়া, কোন ব্যক্তি বিপর্য্যস্ত হইল, [চিত্র—৮, চিহ্ন - ঝ-ঝ], বলিয়া কোন ব্যবহারাজীবের—উকিলের—শরণ লইলেন; সেই উকিলের হস্তে রবিরেখা প্রবল এবং রবি চন্দ্র ও বুধ এই গ্রহত্রয়ের স্থান উন্নত থাকায় ও শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত অসংলগ্ন হওয়ায়, উক্ত উকিল স্বকার্য্যে একান্ত নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। [চিত্র—১২, চিহ্ন—৫।৬।৭ ক—ক; ঙ] তিনি পূর্ব্বোক্ত শরণাগত মক্কেলের—অভিযুক্ত বা অভিযোক্তা—আসামী বা ফরিয়াদী—যাহারই হউক, পক্ষসমর্থন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন; পরে তিনি জয়লাভ করিলে, তাহার মক্কেলের—পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যস্ত ব্যক্তির—স্নায়বীয় শক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া রহিল।

এইরূপে স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকে বলিয়া, আমাদিগের রোগ শোক আপৎ বিপৎ প্রভৃতির বশে বিপর্য্যস্ত হইবার সময় আবশ্যকমত উক্ত চিকিৎসক বা বৈজ্ঞানিকের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতে হয়, তাহার হস্তে আত্ম সম্প্রদান করিতেও বাধ্য হইতে হয়। আবার সেইরূপ অভিযোগ বিশেষে কার্য্যের অন্যথা দেখিলে, অমনই আমাদিগের স্নায়বীয় শক্তি স্বতই পূর্ব্ব কথিতরূপ বাধ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আর তাই স্নায়বীয় শক্তি স্বতই তাহার মনে করাইয়া দেয়,—অমুক উকিলের শরণ লইলে বোধ হয়, অভিযোগে শুভফল ফলিত। তখন কাহারও সম্বন্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ঐ বিজ্ঞ উকিলের শরণ লইবার জন্য, বলিতে বাধ্য হইতে হয়। আবার ঐরূপ বিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের বা উকিলের শরণ লইবার পরামর্শ দিয়া যে, তাহার পোষকতা করা হয়, তাহাও নিঃস্বার্থভাবে। তাহারি কারণ পূর্ব্বে তাঁহার নিকট আত্মোৎসর্গ করিয়া যে ফললাভ করিয়াছে,

স্তাহার জন্য, তাঁহার নিকটে স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকায়, তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়া, অন্যকে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া, উক্ত উকিলের হিতৈষণা করিতে ব্রতী হওয়াও আবশ্যক হইয়া পড়ে। ডাক্তারের বা চিকিৎসকের নিকট এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মোৎসর্গ করিয়া ফললাভ করিলে—সামান্য শান্তি পাইলে,—তাহার পোষকতা করিতে—অন্য রোগীকে তাহার শরণ লইয়া আত্মোৎসর্গ করিতে—পরামর্শ দিয়া নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতা করিতে সচেষ্ট হইতে হয়। ইহাতে ভগবান্ বিশ্ববিধাতা বিশ্বেশ্বরের—স্বপ্রকাশপর কর্ম্মেরই সাধন করিতে জীবমাত্রকেই ব্রত হইতে হয়; কেন না, এরূপ কাহারও সাহায্যে বিপৎ হইতে মুক্তিলাভ হইলে,—সেই বিপৎ-ত্রাতার কারণকে—তাঁহার সেই শক্তির বিধাতা শক্তিময়কে—জানিতে বা বুঝিতে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে। অব্যক্ততত্ত্ব বিভু সংসারের কার্য্যে এইরূপে ব্যক্ত হইয়াও, ঘটনাবিপর্য্যয়ে কত মতে যে উন্নতিসাধন করিতেছেন,—জীবের স্বরূপজ্ঞানে অধিকার দিয়া, তাঁহাদিগের আত্মোৎকর্ষবিধান করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহাও সেই উন্নতিবিধায়িনী নীতির একটী।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিষ্য। প্রভো, আপনার নিকট তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ পাইয়া যেমন জ্ঞানলাভ করিতেছি, অমনই আমার মন অনির্ব্বাচ্য আনন্দ রসে আপ্লুত হইতেছে। আবার হঠাৎ আমার বিষয়ান্তরে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। গুরুদেব, বিবিধ ভাবের আবির্ভাবে মনে যে, কত সন্দেহ জন্মায়, তাহার রহস্য না জানিলে, সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইতে হয়। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভগবৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট বা পরিচালিত হইয়াই, যদি সংসারে আমাদিগকে বিবিধ কর্ম্ম বিপাকে পড়িতে হয়,—যদি চৌর্য্যাদি পাপ কর্ম্মও আমাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মে পরিচালিত হইয়া করিতেই হয়, তবে আমরা তাহার

ফলভোগ করি কেন? কাহারও হস্তে যদি আপনার কথিতানুরূপ চৌর-লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, সে চৌর হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ও জাতক জন্মকাল হইতে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, তাহার অনুষ্ঠিত বা আচরিত সকল কর্ম্মই যে ভগবানের নির্দ্দেশ বশে, তাহা স্থির। তবে সংসারে এরূপ কর্ম্মবিভেদে সামাজিক মানসিক ও শারীরিক কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হয়, তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

গুরু। গ্রহগণ যে পার্থিব জীবের পরিচালক, তাহা জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্র এক বাক্যে অনবরতই প্রকাশ করিতেছে; চৌরদিগের হস্তে যে বুধস্থান অত্যুচ্চ ও বৃহস্পতি স্থান নিম্ন হয়, তাহার কারণও গ্রহগণের সংস্থান জন্য, প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃহস্পতি হস্তে দুর্ব্বল থাকায়, তাঁহার গুণ যে ধর্ম্ম কর্ম্মের সাধনে লোককে রত রাখা—তাহারই বিপর্য্যয়; তাই ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে না। বুধ অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তাহার গুণ পার্থিব আসক্তির বৃদ্ধি—এ স্থলে অতি বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাকে চুরী করিতে হয়। সুতরাং বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্ত্য নিয়ম বশে গ্রহগণ পরিচালিত হইয়া লোকের হস্তে যে রেখাচিহ্নাদির পার্থক্য ও তদনুরূপ কর্ম্মবিপাক ঘটাইয়া থাকেন, তাহা এতৎসংক্রান্ত সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুশীলনের বশে স্বতই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে স্বকর্ম্মহেতু তাহাকে ঘৃণ্য বা মহামান্য কিছুই করা যায় না। তবে স্থূল জগতে কর্ম্মফলে সামাজিকী ঘৃণা বা মর্য্যাদা—যাহাই হউক না কেন, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কিছুই নহে। আর তাহাও ঘটিয়া থাকে—সামাজিক সকল লোকই সেই গ্রহবলে পরিচালিত হওয়ায়, তাহার শুভাশুভ ফলে স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকার জন্য। কিন্তু তাহাতে তাহার ও সামাজিক অন্যান্য লোকের আসক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, আসক্তির প্রসরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহার দ্রব্য অপহৃত হয়, তাহারও বুধস্থানে কাল বিন্দু চিহ্ন থাকিয়া, বুধের পার্থিব আসক্তির হ্রাস করে। [চিত্র—১১, চিহ্ন-খ] তজ্জন্যই যাহার দ্রব্য অপহৃত হয়, সেই ব্যক্তি দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, অভাবের উপলব্ধি করিয়া, তৎপ্রতি অধিকতর আসক্ত হয়; ও চোরে দ্রব্য দেখিয়া আসক্তি বর্দ্ধিত হওয়ায়, সে চৌর্য্যে রত হয়। সুতরাং এই আসক্তি বা টান বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, মানসিক

বলের দৃঢ়তা সাধিত হইতেছে। আর শারীরিক বিকারাদিও ঐরূপ গ্রহগণের বশে—স্নায়বীয় শক্তির বিকৃতি বশে—ঘটিলেও তাহার স্থায়িত্ব অল্প; সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয়।

শিষ্য। সংসারে লোকে রোগ শোকেও দুঃখ বোধ করে, এবং ধন সম্পদে সুখানুভব করে,—ইহার প্রতি লোকে উপেক্ষা করিতে পারে না কেন?

গুরু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সংসার রঙ্গমঞ্চে সকলেই অভিনয় করিতে আসিয়াছে; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত আত্মার বিশিষ্ট সম্বন্ধ না থাকিলেও, কার্য্যতঃ নবরসেরই বিকাশ হইতেছে। পরম রসিক সর্ব্বরসজ্ঞের নির্দেশানুসারে তাঁহারই নাটকের অভিনয় করিতে বাহ্যতঃ কখন সুখ, কখনও দুঃখভোগ করিয়া, তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আবার মনুষ্যদিগের হস্তে তাঁহার অভীষ্ট যাবতীয় কর্ম্মের সূচক চিহ্নাদিও দিয়া, আপনার অনন্ত কৌশলের পরিচয় দিতেছেন। আয়ুরেখা হইতে যতগুলি শাখা রেখা উর্দ্ধমুখী, ততগুলিই শুভ ভাবের বিকাশ করিয়া থাকে। ইহারও অন্তর্নিহিত মহত্তত্ব হইতেছে, আলোক উর্দ্ধ হইতেই বিস্তৃত হইতে থাকে; উর্দ্ধপথ উন্মুক্ত থাকিলে, আলোক অপ্রতিহত গতিতে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়। সুতরাং আয়ুরেখার উর্দ্ধমুখী শাখা রেখা বিভিন্ন গ্রহগত হইয়া তাঁহাদের জ্যোতিঃ আয়ুতে—জীবনে মিশাইতে সমর্থ হয় বলিয়াই উন্নতি। তবে সেই সকল আয়ুঃশাখার গতি অনুসারে উপায় পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন আয়ুরেখার কোন শাখা সরলরেখা বৃহস্পতি স্থানে যাইলে, ও বৃহস্পতি স্থান পুষ্ট হইলে, জাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজধানীতে বা রাজ সরকারে কর্ম্ম পাইতে -বিশেষতঃ বৃহস্পতি স্থান অত্যুন্নত হইলে, স্বর্ণ ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। [চিত্র - ৮, চিহ্ন - জ-জ] আয়ুরেখা হইতে নিঃসৃত কোন শাখা শনি স্থানে যাইলে, লৌহ কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের ও পাট কাষ্ঠ তৃণ প্রভৃতির বাণিজ্য বা বিদেশে চাকরিতে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। [চিত্র -৮, চিহ্ন—ব-ব] উক্ত রেখা রবিস্থানে যাইলে, হঠাৎ অর্থলাভ করিয়া বা হঠাৎ কোন ধনাঢ্যের সাহায্য লাভ করিয়া উন্নত হইতে পারে।

[চিত্র—৯, চিহ্ন—জ-জ !]

উক্ত রেখা বুধস্থানগত হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। [চিত্র—৯, চিহ্ন—ঝ, ঝ] এইরূপ আবার রোগ শোকও ভগবন্নিয়মে সঙ্ঘটিত হয়। সংসার-প্রীতির বা আনুরক্তির বিধান করেন শুক্র। তাই শুক্রক্ষেত্র হইতেছে, আমাদিগের সংসারক্ষেত্র। এই সংসারক্ষেত্রে উদ্ভূত হইয়া কোন রেখা যদি আয়ূরেখা ছেদ করিয়া শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা ভেদ করে, তাহা হইলে জাতককে শোক তাপ ভোগ করিতে হয়। এই রেখার গত্যনু-সারিণী উপপত্তি হইতেছে, সংসারাবস্থান কালে কেহ আয়ুতে আঘাত করিয়া—জীবনে দাগা দিয়া—মস্তিষ্ক বিকৃত ও হৃদয় বিচলিত করিয়াছে;—তাহাই ব্যবহারিক কথার শোক! [চিত্র—১০, চিহ্ন—গ—গ] আবার ঐরূপ রেখা আয়ুরেখা কর্ত্তন করিয়া ভাগ্যরেখা ভেদ করিলে, অর্থনাশ ও তজ্জনিত মনস্তাপ ঘটিয়া থাকে। [চিত্র—১১, চিহ্ন—গ—গ] ভাগ্যরেখা ধনলাভাদি সম্পত্তির বিধান করে, তাহার ছেদে হানি ঘটায়। আয়ুরেখায় অঙ্কিত জীবনে যে অশান্তি উপস্থিত হয়, এই রেখায় তাহার প্রকাশই সম্ভবপর। আবার ঊর্দ্ধমুখী রেখা যেমন উন্নতিবিধায়িনী, অধোমুখী রেখা তেমনই তদ্বিপরীত ভাব-বিকাশিনী। এইরূপ রেখায় জীবনে ব্যাঘাত—এমন কি মৃত্যু সূচিত হয়। তবে ইহারও গতিভেদে ফলভেদে আছে। ঐরূপ রেখা যদি শুক্রক্ষেত্রাভিমুখী হইয়া অধোমুখে থাকে, তাহা হইলে ইহলোকেই দেশভ্রমণ বুঝায়। [চিত্র—১০, চিহ্ন—ঘ] কিন্তু অধোমুখী শাখা মঙ্গলক্ষেত্র দিয়া মণিবন্ধাভিমুখিনী হইলে, মৃত্যু সূচিত হয়। [চিত্র—১০, চিহ্ন—ঙ]।

ভগবান্ যাহা বিহিত বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ত অপলাপ করিবার যো নাই। সংসারে যিনি গ্রহবলে স্থির হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শোক তাপ কিছুই না থাকিলেও, সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীবের এ শোক তাপও অবশ্যম্ভাবী এবং ইহা পার্থিব উন্নতিরও অনিত্যতা বুঝাইয়া জীবনকে ক্ষণিক অবসাদের পর শান্তির বিধান করে।

শিষ্য। প্রভো, মানব কিরূপ গ্রহ বলে স্থির হইতে পারে?

গুরু। রাত্রির অধিপতি চন্দ্র; চন্দ্র পৃথিবীর উপর শৈত্যের বিধান করেন বলিয়া, তাঁহার শক্তিতে মানব স্থির হইয়া শান্তিসুখ উপভোগে সমর্থ হয়;—এই সময় উন্নত সদাত্মাদিগের সাতিশয় প্রীতিকর। সুতরাং নিশীথে

শ রাত্রির শেষাংশে যাহার জন্ম হয়, যে ব্যক্তি জগতের উপর স্থিরা শক্তির ক্রিয়া হইতেছে বলিয়া তাহার বশে তাহার স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকায়, স্থির ও সদাত্মপরিচালিত হইতে পারে; এবং তাহাদিগের হস্তে প্রায়ই শুক্রবন্ধনী অঙ্কিত থাকে। [চিত্র—১০, চিহ্ন—ক-ক]; আবার কেহ কেহ বলেন, শনি ও চন্দ্র সমসপ্তমে থাকিলে—বিশেষতঃ বিনিময় যোগ সম্বন্ধ হইলে, জাতক সদাত্মপরিচালিত হইয়া ক্রমশই স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ ইহাও যে, আধ্যাত্মিকী উন্নতির সূচক—এবং তৎক্ষণজাত ব্যক্তি যে সদাত্মার সাহায্যপ্রাপ্ত—তাহাও ভূয়শঃ পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ভগবন্নিয়মে গ্রহপরিচালন বশেই মানবগণ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া শেষে স্থির হইতে সমর্থ।

শিষ্য। প্রভো, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে মনুষ্যের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক পরিণতি কিরূপ ?

গুরু। বৎস, সংসারে মানবমাত্রকেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম—সকল কর্ম্মই গ্রহ-পরিচালনের বশে করিতে হয়, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দিয়াছি। যাহার হস্তে যেরূপ চিহ্ন রেখাদির সংস্থানে যেরূপ ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হয়, তাহার সবিস্তার বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। সকলকেই ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, কর্ম্ম, অকর্ম্ম,—সকলই যখন জগদীশ্বরের নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশে করিতে হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব নাই; সুতরাং তাহার জন্য, পূর্ব্বের ন্যায় আমরা স্বকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগী নহি। ধর্ম্মসাধনও আমরা গ্রহগণের পরিচালনের বশে করিতেছি বলিয়া, লোকে তজ্জন্য, সামাজিক প্রশংসাই পাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপে আসক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। সেই আসক্তি-বৃদ্ধিই শেষ, জীবের পরমাত্মাসঙ্গমের উপায় হইয়া থাকে। মানসিকী উন্নতিও পূর্ব্বের ন্যায় এক নিয়মাধীন; শারীরিক নিয়মও পূর্ব্বরূপ। সুতরাং ভগবানের এই বিস্তৃত রাজত্বে একই নিয়ম সমপরিমাণে কার্য্যকর হইয়া বিবিধ কর্ম্মসাধন ও অনন্ত সৃষ্টি পরিচালন করিতেছে। সুতরাং কর্ত্তৃত্বহীন আমাদিগের প্রশংসাই বা কি, আর ঘৃণাই বা কি ?—আমাদিগের কর্ম্মসকল সর্ব্ববিধায়ে অনিবার্য্য নিয়ম-সাপেক্ষ বলিয়া, আমরা জাগতিক সকল কর্ম্মেরই ফলাফল হইতে মুক্ত। তবে তাঁহার অনন্ত

সৃষ্টির পরিচালনে বিবিধ ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ার্থ প্রস্তুত। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের অবস্থার আর কোনও বিশিষ্টত্ব নাই।

শিষ্য। যদি গ্রহগণের বশে আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম—সকলই করিতে হয়, তাহা হইলে সামাজিক পাপ পুণ্য সম্বন্ধের বিশ্বাসই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

গুরু। বৎস, সংসারে পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি—দ্বন্দ্বজ্ঞান কিছুই নহে,—পদার্থগত অবস্থান্তর মাত্র। সংসারে বৃহৎ না থাকিলে, ক্ষুদ্রের উপলব্ধি হইতে পারে না,—আলোক ভিন্ন অন্ধকারের জ্ঞান কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না। বৈদ্যুতিকী প্রক্রিয়ায় (Electric system) যেরূপ অনুকূল (Positive) ও প্রতিকূল (Negative) এই দ্বিবিধ পরস্পর বিপরীত শক্তিদ্বয়ের স্বতই উদ্ভব হয়,—একটীর অভাবে অন্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও বিরোধ ঘটে,—পাপ পুণ্যেরও সেইরূপ একের অভাবে অন্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও বিরোধ ঘটিয়া থাকে ; যেমন কোন ব্যক্তির বুধস্থান, প্রবল ও তাহাতে জাল (Grille) চিহ্ন এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থূল, আর বৃহস্পতির স্থান দুর্ব্বল থাকায়, জাতককে বাধ্য হইয়া চুরি করিতে হয়। কেহ স্বীয় স্বভাবের অনুসারে যে কোন সংস্থান সম্বন্ধে অভাবের অনুভব করে বলিয়া—কেহ বা দ্রব্য দর্শনে মুগ্ধ বা তাহাতে আকৃষ্ট হওয়াতে—চুরি করিতে বাধ্য হয় ; কিন্তু সেই চুরির কারণ হইতেছে, গ্রহপরিচালনের সহিত জাতকের প্রকৃতিতে পার্থিব আসক্তির অতিবৃদ্ধি। আবার কোন ব্যক্তির হস্তে বৃহস্পতি বলবান্ থাকায়, তাহার অভাবকালীন চুরি করিতে প্রবৃত্তি হইবে না—সে আবশ্যক দ্রব্যের ভিক্ষায় ব্রতী হইবে।—ফলতঃ এই ভিক্ষা ও চুরির পরিণতি সমান ;—কেননা চুরি ও ভিক্ষা উভয়েরই ফল, দ্রব্য সংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি দ্রব্যের তাৎকালিক স্বামীকে না জানাইয়া লইল, তাহার পক্ষে উক্ত অপহৃত দ্রব্য যেরূপ ফলপ্রদ বা কার্য্যকর, যে ভিক্ষা করিয়া লইল, তাহার পক্ষেও সেই দ্রব্য সেইরূপ সমফলপ্রদ বা সমভাবে কার্য্যকর। চুরিতে বা ভিক্ষায়—যাহাতেই লাভ করা যাউক না কেন, লব্ধ দ্রব্যের ব্যবহারে উভয়ের সম্বন্ধে কোন প্রকার ফল-বৈষম্য ঘটিবে না। মনে কর, কোন ব্যক্তি অন্নাভাবে ক্ষুৎপীড়িত প্রপীড়িত হইয়া, ভিক্ষা দ্বারা কিঞ্চিৎ অন্নের আহরণ

ও ভক্ষণ করিল,—অপর ব্যক্তি ঐরূপ অন্নাভাবে পড়িয়া, উদরের জ্বালায় চুরি করিয়া, অন্নের সংগ্রহ ও ভক্ষণ করিল। কিন্তু ঐ ভিক্ষালব্ধ বা চুরি দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন দ্বারা উভয়েরই ক্ষুধাতৃপ্তি ও শরীর পুষ্টি সমপরিমাণে হইবে, নিশ্চিতই।

আবার কোন ব্যক্তি একটী সময়নিরূপক ঘটিকাযন্ত্রের অভাবে চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা এক ব্যক্তির একটী ঘটিকাযন্ত্র আহরণ করিয়া, তাহার সাহায্যে স্বকার্য্য-সাধনে ব্রতী হইল; আর এক ব্যক্তি এইরূপ একটী ঘটিকাযন্ত্রের অভাবে ভিক্ষা দ্বারা তাহার সংগ্রহ করিয়া অভাবের পূরণ ও স্বকার্য্যের সাধন করিতে লাগিল। কিন্তু অপহৃত বা ভিক্ষাহৃত উভয় প্রকার ঘটিকাযন্ত্র সমশক্তি হইলে উভয়ের নিকট সমব্যবহারে সমফলপ্রদই হইয়া থাকে;—অর্থাৎ চৌর ও সাধু—উভয়ের নিকট ব্যবহার সাম্যে সমশক্তি ঘটিকাযন্ত্র সমফল প্রদানই সমানরূপে সময় নির্দ্দেশই করিয়া থাকে।

আর পার্থিব পদার্থের সহিত জীবের স্ব-স্বামিত্ব ভাব দেহের সহিতই বিলয় পায়,—কেহ কোন দ্রব্যই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না। এই পৃথিবীর কিয়দংশ, যাহা রামের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, তাহার ভিতর হইতে শ্যাম একটী দ্রব্য লইয়া স্বাধিকারে স্থাপন করিল; কিন্তু দেহের বিলয়ের সহিত শ্যামকে সেই স্বাধিকারে বিন্যস্ত দ্রব্যটীরও ত্যাগ করিতে হইল। ইহাতে ফল হইল কি? স্বাধিকার পরাধিকারেই বা কি?—যখন স্ব-স্বামিত্বভাবের সম্বন্ধে দেহের সহিত, আর তাহারই আনুকূল্য হেতু- প্রাকৃতিক নিয়মের বশে যখন পার্থিব পদার্থ পৃথিবীতেই রাখিয়া যাইতে হইবে, তখন এই পার্থিব স্ব-স্বামিত্ব-ভাব অনিত্য—ভ্রমময়! ইহা ঠিক যেন কোন ব্যক্তি গঙ্গার জল কাশীপুরের ঘাটে কলসে পূর্ণ করিয়া লইয়া বড়বাজারের ঘাট পর্য্যন্ত সেই জলপূর্ণ কলস বহন করিয়া আনিয়া, আবার গঙ্গায় ঢালিয়া দিয়া গেল মাত্র। কেননা, চুরি বা ভিক্ষা—যে উপায়েই হউক, যে পার্থিব পদার্থের সংগ্রহ বা সঞ্চয় করা হইল, তাহা প্রাকৃতিক অনিত্যত্ব গুণসম্পন্ন বলিয়া, যথাকালে তাহা স্বকারণে—পৃথিবীতে বিলয় পাইবে! তাহা হইলে সেই অপহৃত বা ভিক্ষাহৃত দ্রব্যের স্বামিত্বলাভ করিবার পর যাহাতে তাহার স্বামিত্বলোপ না হয়,—যাহাতে তাহার নিজেরই থাকে, তজ্জন্য তাহার রক্ষণাবেক্ষণভার বহন করিতে করিতে

বহু দিন ধরিয়া রাখিয়া, পরে যথাকালে স্বতই বা পরতই আবার পৃথিবীতে ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং চুরি বা ভিক্ষা উভয় উপায়েরই দ্রব্য সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যেমন বৈদ্যুতিকী শক্তি (Electricity) এক,—তাহার অনুকূল (Positive) প্রতিকূল (Negative) ভেদ আছে,—যেমন পার্থিব সকল দ্রব্যই এক প্রকৃতিজ—কিন্তু তাহার উপর শীতোষ্ণাদি অবস্থা পার্থক্য থাকে, পাপপুণ্যও তেমনই কর্ম্মের অবস্থান্তর মাত্র হইলেও, সেইরূপ সকল কর্ম্মই এক। কেননা, ভারত বিলাত হইতে উষ্ণ, কিন্তু আফ্রিকা হইতে শীতল; বিলাত ভারত হইতে শীতল হইলেও, গ্রীণল্যাণ্ড হইতে উষ্ণ;—সুতরাং এই দেশগত আনুপাতিক শীতোষ্ণভাব সত্ত্বেও কেহ কেবল শীতযুক্ত বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ঐরূপ নিষ্পাদুক ব্যক্তি সপাদুক হইতে দুঃখী, কিন্তু পঙ্গু বা খঞ্জ হইতে সুখী, আবার সপাদুক নিষ্পাদুক হইতে সুখী হইলেও, শকটারোহী হইতে দুঃখী -এইরূপ তুলনার অনুপাতে পড়িয়া, সুখ দুঃখের বিভেদ করা যায় বটে, কিন্তু তাহা বাহ্য ব্যাপারে;—আভ্যন্তর ব্যাপারে সকলেরই অবস্থা সমান। তবে ভগবান্ লোককে বিবিধ কর্ম্মবিপাকে নিযুক্ত রাখিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন—অনন্ত সৃষ্টির পরিচালন—সঙ্গে সঙ্গে জীবের আত্মোৎকর্ষবিধান করাইতেছেন। তবে অলীক বিশ্বাসের বশে লোককে যে, পাপপুণ্যের বিভেদ করিতে হইতেছে, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য।

শিষ্য। প্রভো, অনেক ধর্ম্মাত্মা লোক বহুসংখ্যক লোকের প্রতিপালন করেন; এবং তাঁহার সেই সকল ব্যাপারে ও তদানুষঙ্গিক কার্য্যে ব্যয়ও যথেষ্ট হয়, অথচ অর্থোপার্জ্জন জন্য, তাঁহাদিগের কোনরূপ চেষ্টা বা বৃত্তি কিংবা উপজীবিকা দেখা যায় না; তবে সেইরূপ কার্য্যে অনাসক্ত থাকিয়াও, ঐরূপ অর্থব্যয় করিতে সমর্থ হন কিরূপে?

গুরু। বৎস, তোমার এরূপ ভ্রম আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে; দেখ, সংসারে নিরবলম্ব হইয়া কেহই থাকিতে পারে না,—ভগবান্ স্থূল জগতে সকলেরই একটা-না-একটা অবলম্বন নিশ্চিতই দিয়াছেন। তিনি রাজকীয় ধনাগার হইতে নিজে ধনাহরণ করিয়া, কাহাকেও পোষণার্থক বা ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, নিজে রাজকীয় মুদ্রার সৃষ্টি করিয়া, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে

বিতরণ করেন না। তাঁহার জাগতিক সকল কর্ম্মই জাগতিক নিয়মে নিত্যং সংসাধিত হইয়া থাকে। তিনি স্থূল জগতে এমন একটী সূক্ষ্ম নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাতে ভিক্ষুকদিগের পোষণও যেরূপে হইতেছে, তোমার কথিত মত ধার্ম্মিকদিগের পোষণও সেইরূপে হইতেছে—এই উভয় শ্রেণীর বৃত্তি ও গতি একই রূপ। ভিক্ষুকগণ যেরূপ নিজে দীনবেশে ধনিজন-গণের আশ্রয় লইয়া, তাঁহাদের দয়া আকর্ষণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান, সেই ধার্ম্মিকগণও আপনাদের অন্তঃকরণ ধর্ম্মের আলোকে প্রদীপ্ত করিয়া তাহার প্রতিফলিত দিব্য আলোকে সাধারণের চক্ষু ফুটাইতে বিরাজমান; ভিক্ষুক যেমন বিবিধ সুরস সঙ্গীতে লোককে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেই ধার্ম্মিকেরাও সেইরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উত্তেজক উজ্জ্বল রসময় সঙ্গীতে লোকের চিত্তের একাগ্রতা সাধন—সঙ্গে সঙ্গে মনোহরণ করিতে পারেন; ভিক্ষুকেরা যেরূপ পরের দয়া আকর্ষণ করিয়া আপনার (অবস্থা প্রকাশাদি) হীনতার বিনিময়ে ধনীদের সাহায্যে আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই ধার্ম্মিক লোকেরাও সেইরূপ,—যাঁহারা তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে আপনাদের ধর্ম্মোন্মত্ত মনের ভাববিনিময়ে ধর্ম্মজাত শক্তির সঞ্চার করিয়া আপনাদের জীবিকার ও আবশ্যক ব্যয়াদির নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং ভিক্ষুক ও তোমার কথিতানুরূপ ধার্ম্মিকগণ একই উপায়ে স্ব স্ব অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। যদি তোমার এতৎ সংক্রান্ত নিগূঢ়তত্ত্ব বা স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে তাহার অনুসন্ধান করিলেই প্রকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারিবে।

শিষ্য। প্রভো, এই অনন্ত জীব সমাহারের কি কোন গূঢ় রহস্য আছে?

গুরু। বৎস, সংসারে এই অনন্ত জীব সমাহারের মধ্যে যে মহৎ তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা তোমায় একরূপ আভাস দেওয়াই হইয়াছে। এক্ষণে তাহার ভাব বিকাশ করিয়া তোমার সকল সন্দেহেরই অপনোদন করিতেছি।

বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণেরই উচ্চারণ স্থান ভিন্ন, এবং স্বরূপও ভিন্ন। আবার সকল বর্ণমালাই প্রধানতঃ মুখ্য গৌণানুসারে দ্বিবিধ,—একের উচ্চারণ স্বতন্ত্রই অনন্যসাপেক্ষ হইয়া উচ্চারিত হইতে পারে; অন্যের উচ্চারণ পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রধান বর্ণের উচ্চারণ সাপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত বর্ণগুলি স্বর,—অপর-গুলি ব্যঞ্জন। সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ ঐরূপ স্বর ও ব্যঞ্জন রূপে বর্ত্তমান।

আবার ঐ স্বর ব্যঞ্জনের বিভিন্ন সংযোগে যেমন বহু বাক্যেরই উৎপত্তি হয়, সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে নিরন্তর অনন্ত জীবের উৎপত্তি হইতেছে। আবার বর্ণগুলির উৎপত্তিগত স্থানভেদে যেমন উচ্চারণভেদ, এবং তজ্জন্যই তাহারা বহুধা, সংসারে জীবমণ্ডলীও সেইরূপ বিভিন্ন গ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলে জাত হইয়া বহুধা। আবার বর্ণমালার বহুসংখ্যাই যেমন বিভিন্ন বিনিবেশে বহু বাক্যের উৎপাদনে সমর্থ, সাংসারিক জীব সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সংযোগে বিবিধ কর্ম্ম করিয়া ভগবন্মায়া অব্যাহত রাখিতে সমর্থ। এই সকল বৈষম্য না থাকিলে, ভগবন্মায়ায় এই সংসারবৈচিত্র্য থাকিত না। সকল সমবর্ণ হইলে—উচ্চ নীচ, প্রভু, ভৃত্য, গুরু শিষ্য, না থাকিলে, অচিরে সংসারের অবসান হইত—অনন্ত সৃষ্টির রক্ষাবিধান হইত না। অনন্ত সৃষ্টির পরিচালনই হইতেছে—বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং ইহাই হইতেছে, অনন্ত জীবস্রোতঃ প্রবাহিত থাকিবার সুনিয়ম ;—তাই অনন্ত জীবে বৈষম্য রাখিয়া তাহাদিগের একত্র সমাহার !

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গুরু। বৎস, গ্রহগণ সংক্রান্ত অনেক নিগূঢ় তত্ত্বই তোমায় বিদিত করিলাম; এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান লাভ করিলে, তাহার পরিচয় দাও।

শিষ্য। প্রভো, আপনার নিকট গ্রহগণ পরিচালন বিষয়ে আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিয়াছি, ভগবানের দয়া প্রস্রবণ অনন্তকাল ব্যাপিয়া দয়াবারি উদ্গীরণ করিয়া জাগতিক সমস্ত জীবের আধ্যাত্মিকী তৃষ্ণার অপনোদন করিতেছে। গ্রহগণের যে, এক একটী গুণ আছে, তাহার বিষয় আপনার নিকট বর্ণন করি।

রবির আনুকূল্যে জাতক বিশ্বাসী, সাবধান, বিচক্ষণ ক্ষমতাপ্রিয়, বিপুলব্যয়ী, গম্ভীর প্রকৃতি, মিতভাষী, পরাক্রমশালী, মান্য, মহদন্তঃকরণ উচ্চমতি ও দয়ালু হয়; এবং জাতকের দেহের উপর আধিপত্যে দেহ সুগঠন স্থূলাস্থি ও দৃঢ়, নেত্রদ্বয় বিশাল, মুখমণ্ডল গোল, স্বর সুমধুর ও কেশ কুঞ্চিত হয়।

চন্দ্র মনুষ্যের দেহের উপর আধিপত্য পাইলে, মুখমণ্ডল গোল, চক্ষু পাণ্ডুবর্ণ, গলদেশ ও হস্ত পদাদি স্থূল, শরীর পুষ্ট ও পাণ্ডুবর্ণ এবং লোম কর্কশ করেন; আবার স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে ধীর কোমল স্বভাব, বিদ্যানুরাগী, সুস্থ শরীর, লোকরঞ্জন, কর্ম্মনিপুণ ও কুশল-প্রিয় করেন।

মঙ্গল লোকের অবয়বের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতকের মস্তক বর্ণবেষ্টিত, নয়ন গোলাকার, দেহ দৃঢ়তর ও পৃষ্ঠ কিঞ্চিন্নত করেন; ও স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে অত্যন্ত সাহসী, বলবান্, পরাক্রমশালী, শূর, কামী ও তীক্ষ্ণ রোষাগ্নিযুক্ত করেন।

বুধ মনুষ্য শরীরের উপর আধিপত্য করিয়া, দেহ নাতি দীর্ঘ—নাতি হ্রস্ব, নাতি পুষ্ট—নাতি ক্ষীণ, কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত, শ্মশ্রু (দাড়ীর চুল) বিরল, নাসিকা সরল করেন ও স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে বুদ্ধিমান্, সুপণ্ডিত, বালকের ন্যায় সরলমনাঃ, জিজ্ঞাসু, কল্পনারত, রহস্যজ্ঞ, বাগ্মী, শিল্পনিপুণ, ন্যায়জ্ঞ ও বাণিজ্যপটু করেন।

বৃহস্পতি জাতকের অবয়বের উপর আধিপত্য করিয়া দেহ স্থূল, কেশ

সূক্ষ্ম, কপাল দীর্ঘ, চক্ষু ধূসরবর্ণ, দন্ত দীর্ঘ (গজদন্ত), গ্রীবা ক্ষুদ্র, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, কেশ কুঞ্চিত, নিম্নপ্রদেশ দীর্ঘ ও মধ্য ক্ষীণ করেন ; স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে মহাত্মা, বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক, দাতা, বদান্য, জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ উচ্চাভিলাষী করেন।

শুক্র মনুষ্যশরীরের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতকের মূর্ত্তি সৌম্য, মধ্যাকার, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, নাসিকা উন্নত, গণ্ড ও চিবুকের মধ্যে কূপ সদৃশ (টোল খাওয়া), কেশ প্রচুর ও চিক্কণ করেন ; এবং স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে আমোদরত, সুগন্ধিপ্রিয়, সঙ্গীতামোদী, ধীর, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, সামাজিকতা-সম্পন্ন, প্রফুল্লচিত্ত, কলহদ্বেষী, লোকরঞ্জন, রমণী-বল্লভ ও যাত্রাদি মহোৎসবে উৎসাহী করিয়া থাকেন।

শনি মনুষ্যের অবয়বের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতকের দেহ দীর্ঘ ও কৃশ, অধর ওষ্ঠ ও নাসিকা পীন (মোটা), নেত্রদ্বয় ক্ষুদ্র, কর্ণদ্বয় বিস্তৃত, কেশ কুঞ্চিত ও নিম্ন প্রদেশ কৃষ্ণ করেন ; এবং স্বভাবের উপরে আধিপত্য করিয়া, জাতককে গভীর বুদ্ধিসম্পন্ন, মিতভাষী, ধৈর্য্যাবলম্বী, পরিশ্রমী, ধনোপার্জ্জনে যত্নবান্, ক্লেশসহিষ্ণু ও দূরদর্শী করেন।

গ্রহগণের উক্তরূপ এক-একটী কারকত্ব শক্তি বা গুণ আছে ; সকলেরই জন্মগ্রহণ করিবার সময় পৃথিবীর উপর গ্রহগণের শক্তি অল্পাধিক পরিমাণে কার্য্যকরী থাকে ;—আর জীব জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর একটী অঙ্গীভূত পদার্থ হয় বলিয়া, গ্রহগণের শক্তি তাহাদিগের উপরও বিশিষ্টরূপ কার্য্য করে। ইহার কারণ, যেমন কোন মোদক স্বীয় দক্ষতায় প্রস্তুত মিষ্টান্নে লোকের স্নায়বীয় শক্তিকে বাধ্য করিতে পারে, সেইরূপ গ্রহগণও আপনাদের পরিচালন বশে অল্পাধিক শক্তির প্রকাশ করিয়া জাতকের স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য করিয়া রাখেন। আরও যেমন কোন চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগে কাহারও জ্বরযন্ত্রণার প্রশমন করিলে, যেমন তাহার নিকট ঐ ব্যক্তির স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকে, এবং কাহারও জ্বর-যন্ত্রণা হইলে, তাহাকে সেই চিকিৎসকের শরণ লইবার জন্য, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিতে হয়, সেইরূপ গ্রহগণ কালে গ্রহগণের বলাবল যেরূপ থাকে, তাহারাই যে ফল দেন, তাহাও ঐরূপ স্নায়বীয় শক্তিকে বাধ্য করিয়া রাখেন বলিয়া।

গুরু। বেশ, তোমার উপদেশগ্রহিতার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; এক্ষণে ঐ কোষ্ঠীর বিচারসহ জাতকের হস্তরেখার বিচার করিয়া ফলসাম্য প্রদর্শন করিলে, তোমার জ্ঞান দৃঢ়মূল বলিয়া বুঝিতে পারিব। এক্ষণে পশ্চাল্লিখিতানুরূপ জাতচক্রটীই ইহাঁর।

শিষ্য। মকরলগ্নে কেতুর অবস্থানকালে কোন ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে; তাহার ফলে জাতক গিরিবনভ্রমণশীল, বীর, আচারগুণবিহীন, সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী, বায়ুপ্রধানধাতু, বায়ুজনিত রোগে অভিভূত, কান্তিবিশিষ্ট এবং তাহার নাসিকা দীর্ঘ, উন্নতাগ্র, চিত্ত সঙ্কীর্ণ, নয়ন প্রশস্ত, হস্তপদ বিস্তীর্ণ, গতি রমণী-মোহিনী, সামাজিক ব্যবহারে ইনি আত্মীয় কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণগণের ভূষণস্বরূপ, শঠবন্ধুবৃত, কুচরিত্র, কুৎসিত পত্নীযুক্ত, নিন্দক, ধনী, ধর্ম্মরত, ভূপতিসেবী, সৌভাগ্যবান্, সুখী, অন্নদাতা হন; কিন্তু লগ্নে কেতু থাকায়, উক্ত লাগ্নিক ফলের কথঞ্চিৎ হ্রাস করিবে, নিশ্চিতই। লগ্নাধিপ শনি চতুর্থে নীচস্থ হওয়ায় ইহাঁর পিতৃসম্পত্তি, উত্তম বাহন, ভূমি ও বাসস্থান লাভ হইয়াছে। দ্বিতীয়াধিপও

চতুর্থে—ভূমিসংক্রান্ত কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে অর্থলাভ হইবার সম্ভাবনা। তৃতীয় স্থানে মঙ্গল থাকায় ইহাঁর ভ্রাতৃহানি সম্ভবপর। তবে স্বীয় ক্ষমতায় ধনী, পরাক্রমশালী, রাজানুগ্রহে সুখী, অপিচ তথায় শুক্র তুঙ্গী থাকায়, ইহাঁর ভগিনী সুন্দরী, বিদ্যানুশীলনে অনুরাগের অভাব, ললনায় আসক্তি, ভীরুতা ও সহিষ্ণুতা কল্পনা করা যায়; কিন্তু তৃতীয়াধিপতি নবমে থাকায় বিদ্যা-বাণিজ্যার্থক বহুভ্রমণও সম্ভবপর। চতুর্থে শনি থাকায়, ইহাঁকে স্থানভ্রষ্ট, ক্লেশযুক্ত, বনভ্রমণরত, সন্তপ্তহৃদয়, বন্ধু ও পিতৃসম্পত্তিহীন হইতে পারে, অপরতঃ চতুর্থাধিপ তৃতীয়ে থাকায় পিতৃসম্পত্তির হানি সূচিত হইতেছে। পঞ্চমস্থ রবিতে—ইনি আত্মম্ভরি, সাহসী ও বিদ্যাহীন হন এবং তাঁহার প্রথম সন্তান নষ্ট নয়। পঞ্চমস্থ বুধে—পুত্রবান্, সুখী, বহুমিত্র, মেধাবী, সদুপদেষ্টা, সরল, সুশীল, সদালাপী, সুলেখক, সদ্বক্তা, বাণিজ্য-কুশল হয়, আবার পঞ্চমাধিপ তৃতীয়ে থাকায়, ইহাঁর শুভযাত্রাদি, ভ্রাতৃসৌহৃদ্য, কিন্তু বিদ্যালাভে বিঘ্ন ও পুত্রহানি কল্পনীয়। ষষ্ঠাধিপ পঞ্চমে থাকায় ইহাঁর পুত্র রুগ্ন বা নষ্ট, প্রণয়ভঙ্গ বিষাদাদির কল্পনা করা যায়। সপ্তমে রাহু থাকায় ইহাঁর স্ত্রী রুগ্ন; কিন্তু সপ্তমাধিপ দশমে প্রবল থাকায়, ইহাঁর ভার্য্যা উচ্চমতি; এবং বাণিজ্যে অর্থলাভও হইবে। অষ্টমাধিপ পঞ্চমে থাকায়, ইহাঁর ইন্দ্রিয় দোষ ও পুত্রহানির বিষয় উপলব্ধি হইতেছে। নবম স্থানে বৃহস্পতি থাকায়, ইনি স্বজন-প্রিয়, ভাগ্যবান্, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, নীতি-পরায়ণ, পরম ধার্ম্মিক, কীর্ত্তিশালী এবং রাজসচিব বা তৎসদৃশ ক্ষমতাবান্ হইতে পারেন। আবার নবমাধিপ বুধ পঞ্চমে থাকায়, বিদ্যা, মনোরমা প্রণয়িনী, সুসন্তান ও সৌভাগ্যলাভ অবশ্যম্ভাবী। দশমে চন্দ্র থাকায় ইহাঁর রাজা বা সমাজ হইতে অর্থ ও সম্মানপ্রাপ্তি, উচ্চ কর্ম্মাভিষেক, কীর্ত্তি, মনস্তুষ্টি ও বহুগুণ ললনাদি লাভ অবশ্যই সঙ্ঘটনীয়। দশমাধিপ তৃতীয়ে থাকায়, কার্য্যপরিবর্ত্তন বা তদুপলক্ষে ভ্রমণ, বা ভ্রাতৃসাহায্যে কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি লাভ সম্ভবপর। ইহাঁর দশম গৃহ তুলায় চন্দ্র থাকায়, ইহাঁর রাশি হইতেছে তুলা; তাহার ফলে—ইহাঁর গাত্রের মাংসপেশী সকল দৃঢ় নহে, দেহও অনতি-দীর্ঘ, বদান্যতায় বন্ধুগণ সন্তুষ্ট, বাচালতায় অতি পটুতা আছে। আরও ইনি জ্যোতির্বিজ্ঞ ও ভৃত্যগণের অনুরক্ত। একাদশাধিপ তৃতীয়ে থাকায় ইহাঁর আয়-হানি, ভ্রমণে কিংবা ভ্রাতৃ সাহায্যে ধন ও মিত্রলাভ হইতে পারে। দ্বাদশাধিপ নবমে থাকায়, ইহাঁর বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধক ও

বাণিজ্যে বা নৌকাযাত্রায় অনিষ্ট সঙ্ঘটন সম্ভবপর হইলেও, বৃহস্পতির বলে ফলহ্রাস অবশ্যম্ভাবী।

আপনার উপদেশনিহিত আভাসে ইহাও বুঝিয়াছি যে, গ্রহগণের পূর্ব্বোক্ত ফল তাঁহাদিগের অধিকারে বিশিষ্টরূপ প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্তরূপ গ্রহসংস্থান ফলে—চন্দ্রের নাক্ষত্রিক সংস্থান বলে বুধের ভোগ্য দশা প্রায় ১৪ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাল্যে বুধের দশায়–প্রায় ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত—ইঁনি কিঞ্চিৎ বিদ্যার্জ্জন করেন; বুধের দশায় বুধ প্রবল থাকায়, তাহার বলে, ঐ ব্যক্তি ধীশক্তিসম্পন্ন হওয়ায়, বিদ্যালাভ সহজে ঘটিয়াছিল। পরে শনির দশা ১০ বৎসর কাল (২৪ বৎসর পর্য্যন্ত) মেষ রাশিতে নীচস্থ হওয়ায়, ইনি ইহাঁর অনুকূল হইতে পারেন নাই; তাই তাঁহার নির্দ্দিষ্টফলের—গভীর বুদ্ধিশক্তি, মিতভাষী, ধৈর্য্য, পরিশ্রম, ধনার্জ্জনে যত্ন, ক্লেশসহিষ্ণুতা ও দূরদর্শিতা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে তাহার বিপরীত ফল, —হিংসা, দ্বেষ, লোভ, ভীরুতা, নীচাশয়তা, সন্দিগ্ধতা, অপবিত্রতা, অশৌচ নীচ-কর্ম্মপরতা, মিথ্যাবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ঘটাইয়াছেন–এমন কি এই সময়ে বিবিধ কুক্রিয়ার মোহে হতজ্ঞান হইয়া ইহাঁকে চুরিও করিতে হইয়াছে। সুতরাং ১৪ বৎসরের পর হইতে ২৭ বৎসরের মধ্যে—শনির দশায়-ইহাঁর বিদ্যাহানি ও চরিত্রের হীনতা ঘটিয়াছিল; এবং তাঁহাকে বিবিধ রোগভোগেও নিপীড়িত হইতে হইয়াছিল। ইহাঁর পূর্ব্বোক্ত দুষ্ক্রিয়া ও নিগ্রহ সমস্তই গ্রহবৈগুণ্যের বশে। তৎ-পরে বৃহস্পতির দশা—১৯ বৎসর কাল;—(৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত) ইনি চরিত্রদোষের সংশোধন, অর্থোপার্জ্জন ও সূক্ষ্ম ধর্ম্মবিষয়ের সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান এবং তৎসংক্রান্ত বিবিধ সাধন করিয়াছেন। পরে রাহুর দশা—১২ বৎসর কাল—(৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত) তাঁহাকে বহুবিধ শারীরিকী পীড়ায় ভুগিতে হইয়াছে ও ঐ সময় তাঁহার মাতাপিতার বিয়োগ হইয়াছে; এবং সময়ে সময়ে সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলনে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। পরে শুক্রের দশায় ২১ বৎসর কাল—(৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত) সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুশীলনে রত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের বিশিষ্টরূপ উপার্জ্জন করিয়াছেন; পরে রবির দশায়;—৬ বৎসরের মধ্যে—(৮০ বৎসর বয়সে) মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে হস্তরেখা বিচারে ঐ সকল ধ্রুবফল নির্ণয় করা যাউক, ইহাঁর হস্ত চতুষ্কোণ অঙ্গুলীযুক্ত হওয়ায়, শান্ত, বিদ্বান্, সূক্ষ্মবুদ্ধি, কারণানুসন্ধায়ী ও সভ্যতাপ্রিয়

হয় এবং একরূপ সর্ব্বকর্ম্মনিপুণও বটে। ইহাঁর হস্তে বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল, চন্দ্র ও শুক্র,—প্রত্যেক গ্রহেরই স্থান উচ্চ হওয়াতে ইহাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন মন্দ হয় নাই। শনির স্থান প্রবল থাকায়, ইহাঁকে কিছুদিন কদাচারী হইতে হইয়াছিল! রবিস্থান উচ্চ থাকায়, ইনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়, দয়ালু ও উদার স্বভাব। বুধের স্থান উচ্চ থাকায়, ইনি পার্থিব পদার্থে আসক্ত, ও নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কারক, গুহ্যধর্ম্মানুরক্ত, বুধের ও রবির স্থান সমভাবে উচ্চ হওয়ায়, ইনি বাগ্মী ও বিচারে বিলক্ষণ পটু, মঙ্গল স্থান উচ্চ থাকায়, ইনি সাহসী প্রত্যুৎপন্নমতি। চন্দ্রস্থান উচ্চ থাকায়, ইনি অহংতত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও অস্থিরচিত্ত এবং কোন এক বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে করিতে ইহাঁর ইন্দ্রিয় সকল এরূপ সংযত হইয়া যায় যে, ভবিষ্যৎ বিষয়ও স্বপ্নে দেখিতে পান। আর স্থূল ভাবের ধর্ম্মানুশীলন অপেক্ষা ঈশ্বরের লীলানুসন্ধানে রত থাকেন; আবার পার্শ্ব হইতে একটী সরল রেখা চন্দ্রস্থান অতিক্রম করিয়া আয়ুরেখা স্পর্শ করায়, ইনি কোপনস্বভাব নিশ্চিতই। শুক্রস্থান উচ্চ থাকাতেও, তিনি সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির মধুরতা, কোমলতা ও সাধারণ বদান্যতার প্রশংসায় রত, স্ত্রীগণের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে নিপুণ ও অপরকে সন্তুষ্ট করিতে এবং নিজে প্রশংসিত হইতে ইচ্ছুক।

ইহাঁর হস্তে আয়ুরেখায় ১২ বৎসর বয়ঃক্রমসূচকস্থলে একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায় ঐ সময় ইহাঁর বিদ্যালাভ বিষয়ে কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমসূচকস্থলে আর একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়,—ঐ সময়ে তিনি বিদ্যার্জ্জন সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ উন্নতি লাভ করেন; এবং উহারই পরে আর একটী সূক্ষ্ম রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া, আয়ুরেখা স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, তাঁহার ঐ সময়ে —(১৫ বৎসরের প্রারম্ভে) বিবাহ হয়; পরে ১৮বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী হওয়ায়, ঐ সময়ে একটী রাজকীয় কর্ম্মে ইহাঁর কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন হয়; ২২ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে আর একটী ঊর্দ্ধ-মুখী রেখা থাকায়, ইহাঁর আরও উন্নতি হইতে থাকে; ঐ ঊর্দ্ধমুখী রেখার বলে ৩২ ও ৩৮ বৎসর ক্রমশই উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছে। শুক্রস্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়া আয়ুরেখার ৪৬ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থল কর্ত্তন করিয়া শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা ভেদ করিয়া গিয়াছে, ঐ সময়ে ইহাঁর মাতার মৃত্যু হয়; ঐরূপ আর একটী রেখা ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থল কর্ত্তন করিয়া শিরোরেখা ছেদ করিয়া

হৃদয়রেখা স্পর্শ করায় ঐ সময়ে ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পরে আয়ুরেখার ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে একটী উর্দ্ধমুখী রেখা শনির ক্ষেত্রে যাওয়ায় তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে আর একটী উর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়, ঐ সময়ে ইহাঁর আরও বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়াছে। আয়ুরেখার ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম জ্ঞাপক স্থলে আয়ুরেখা হইতে একটী অধোমুখী রেখা মণিবন্ধাভিমুখে যাওয়ায় ঐ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইবে;—আরও হস্তে শনিরেখা বা ভাগ্যরেখা প্রবল থাকায়, ইহাঁর স্বীয় সংস্থানানুকূল যথেষ্ট পার্থিব উন্নতি ধনযোগ, উচ্চপদলাভ হইয়াছিল এবং হস্তে রবিরেখা পরিষ্কতরূপে অঙ্কিত থাকায়, স্বীয় অনুকূল সময়ে স্থিরচিত্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, যশস্বী, কীর্ত্তিমান্, ধনী, বুদ্ধিজীবী ও কৃতকর্ম্মা হইয়াছিলেন; আরও তজ্জন্যই তিনি মহান্ লোকের সাহায্যলাভে সমর্থ ও অর্থের সদ্ব্যয়ে নিপুণ।

গুরু। তোমার হৃদয়ে তত্ত্বমূলক উপদেশগুলি যে বিকাশ পাইয়াছে, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য;—এক্ষণে এতৎসংক্রান্ত উপপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার অনুশীলিত এই উভয়বিধ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ফলসাধ্যে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, কেবল গ্রহগণের শক্তি জীবের স্নায়বীর শক্তির উপর বিশিষ্টরূপ আধিপত্য করিয়া, যে কার্য্য করাইয়া থাকে, কর ও কোষ্ঠী—একবাক্যে অভেদে তাহারই প্রকাশ করিতেছে; আর তজ্জন্যই এই উভয় শাস্ত্রের শাস্ত্রাঙ্গের সাহায্যে গ্রহপরিচালনের সহিত যে মনুষ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল অনবরতই চলিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কৌশলী বিশ্বশিল্পী বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টিকৌশলের ও স্বারূপ্যের উপলব্ধি করা যায়।

উপসংহার।

শিষ্য। প্রভো, এই গ্রহপরিচালনের বশে আমাদিগকে যে ঘটনাবিপর্য্যয়ে পড়িতে হয়, তাহার ফল বা উদ্দেশ্য কি?

গুরু। বৎস, এই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া সকলেরই আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহাই দয়াময়ের দয়ায় উন্নতির একটী উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দেখিলে, এতৎসম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। একটী মধ্যস্থূল (Double convex) দ্বিম্যুব্জপৃষ্ঠ কাচখণ্ড সূর্য্যরশ্মিতে ধারণ করিলে, তাহার ধৃত সূর্য্যরশ্মিসমূহ এক বিন্দুর অভিমুখী হইয়া যায়; এই জন্যই তাহাকে (Converging) একবিন্দুমুখে আকর্ষণপর বা সংকর্ষক কাচখণ্ড বলা যায়। আর ঐ মধ্যস্থূলে (দ্বিম্যুব্জপৃষ্ঠে) কাচখণ্ডের সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি বা রৌদ্র এক বিন্দুর অভিমুখী করিয়া সেই বিন্দু কোন দ্রব্যের উপর ফেলিলে, তাহা দগ্ধ হইয়া যায়;—ইহার একমাত্র কারণ - আকর্ষণী শক্তির বৃদ্ধি। আবার মধ্যনিম্ন (Double concave) দ্বি-উত্তান-পৃষ্ঠ কাচখণ্ড সূর্য্যরশ্মিতে ধারণ করিলে, তাহা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করা যায়; এইজন্য এইরূপ কাচকে (Diverging) রশ্মি-বিক্ষেপক কাচখণ্ড বলা যায়।

ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়। এক সূর্য্য যেরূপ জাগতিক সকল পদার্থের উপর সমভাবে কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, ঈশ্বরও জাগতিক সকল জীবের উপর সেইরূপ সমভাবে দয়ার পরিচালন করিতেছেন; তাঁহার সেই অনন্ত দয়া আমাদিগের বাহ্য স্থূল অবস্থায় বাহ্য ব্যাপারেই আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে;—তাহার কারণ বাহ্য স্থূলত্ব—বাহ্য উন্নতি বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি নিরন্তর—চেষ্টাও যথেষ্ট। সুতরাং আমরা বাহ্য ব্যাপারে স্থূল বা প্রবল ও আভ্যন্তরীন ব্যাপারে সূক্ষ্ম বা হীনবল বলিয়া, দয়াময়ের দয়া আমাদিগের অন্তরে যে মধ্যনিম্ন (Double-concave) কাচে পতিত রশ্মির ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; আর তজ্জন্যই আমরা লোকের বাহ্য অবস্থাদির পরিচয়ে সুখ দুঃখের উপলব্ধি করিয়া থাকি, কিন্তু তিনিই আবার গ্রহপরিচালনের সহিত দ্বিবিধ ঘটনাচক্রে ফেলিয়া আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে পিষ্ট ও ঘৃষ্ট করিয়া আমাদিগের বাহ্য স্থূলত্বের হ্রাস ও আভ্যন্তরীণ স্থূলত্বের বৃদ্ধি করিতেছেন;—অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয় দুর্ব্বল ও বাহ্য ইন্দ্রিয় প্রবল আছে বলিয়া, আমরা মধ্যনিম্ন (Double concave) কাচখণ্ডের ন্যায় ঐশ্বরিকী শক্তি বাহ্য ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত করিয়াছি। বিশ্ব-

বিধাতার সুনিয়মবশে আমাদিগকে ঘটনাচক্রের নিরন্তর ঘর্ষণে পড়িতে হওয়ায় তিনি আমাদিগের বাহ্য স্থূলত্বের হ্রাস করিয়া, সুক্ষ্মত্ব ও অন্তরের বলবৃদ্ধি করিয়া পুষ্টি করিয়া দিতেছেন; আর তাহা হইলে আমরা মধ্যস্থূল (Double convex) কাচখণ্ডের ন্যায় হইয়া ভগবানের অনন্ত শক্তি এক বিন্দুর অভিমুখী করিয়া তুলিতে পারিব। এই ঘটনা বিপর্য্যয়ে ফেলিবার ইহাই একটি প্রকৃষ্ট কারণ।

আমরা এই কর্ম্মবিপাক-সঙ্কুল সংসারে এই গ্রহগণের বলে নিরন্তরই পরিচালিত হইতেছি বটে, কিন্তু তাহাতে অনুক্ষণই আমাদিগের আধ্যাত্মিকী উন্নতি হইতেছে; আবার এই আধ্যাত্মিকী উন্নতির সহিত সকলেরই সাংসারিক কর্ম্ম-বিপাকের বিঘ্নবিপর্য্যয় অপসৃত হইতেছে;—তাহার কারণ, পার্থিব জীবের আধ্যাত্মিকী উন্নতির সাধনার্থক উন্নত মহাত্মার দৃষ্টি তৎপ্রতি অনুক্ষণই রহিয়াছে। তাঁহাদিগের পার্থিব জীবের পরিচালন করিবার শক্তি বিশিষ্টরূপ থাকায়, তাঁহারা জাগতিক জীবনের সুখ দুঃখের সহন ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ; সুতরাং তাঁহাদিগের অবলম্বন পাইলে, জীবের জাগতিক দুঃখ যন্ত্রণাদি থাকে না।

একটী লৌহ ও অপর একটী কাষ্ঠ শলাকা কাগজ দ্বারা বেষ্টিত কর; পরে কোন একটী প্রদীপ্ত-শিখ অগ্নিস্তোমের উপর পূর্ব্বোক্তরূপ কাগজ বেষ্টিত শলাকাদ্বয় ঘুরাইতে থাক। ইহার ফলে দেখিবে কাষ্ঠ শলাকায় বেষ্টিত কাগজ যেমন স্বল্পক্ষণে ঐ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইবে, লৌহ শলাকায় বেষ্টিত কাগজ তেমনই স্বল্পক্ষণে দগ্ধ হইবে না। তাহার কারণ কাষ্ঠের তাপ পরিচালনী (Conductivity) শক্তি না থাকায়, কাষ্ঠলগ্ন কাগজ শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু লৌহের তাপ পরিচালনী (Conductivity) শক্তি যথেষ্ট থাকায়, লৌহশলাকালগ্ন কাগজ তত শীঘ্র দগ্ধ হয় না। সেইরূপ উন্নত মহাত্মাদিগের আশ্রিত জীবগণের পক্ষে জাগতিক দুঃখ যন্ত্রণা উপেক্ষার বিষয়ীভূত হয়। তাঁহারা ঐ মহাত্মাদিগের উপদেশে স্বরূপ-তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া জানিতে পারেন যে, ঘটনাচক্রে পড়িয়া অন্তর সবল হইতেছে;—আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সকরুণ নিয়মের বশে জাগতিক জীবের নিরন্তরই উন্নতি হইতেছে; সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যেই যে, তাঁহার এক সুমহদ্‌দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেরই সমালোচনে উপলব্ধ হইবে।

সমাপ্ত।

OPINIONS OF THE PRESS.

[SAMUDRIK REKHADIBICHAR.]

HINDU PATRIOT,
November 18, 1895.

Samudrik Rekhadi Bichar :—By Babu Roman Kristo Chatterjee. This is a treatise on Palmistry, being a companion volume to the author's first work on the same subject which was noticed in these columns sometime ago. Those who are interested in the subject will do well by providing themselves with a copy of this book by means of which it is possible to learn the Palmist's art without the help of an adept. The book is embellished with 48 diagrams which considerably enhance its utility. We trust that Roman Babu will continue the series: and that the path on which he has so long trod with such signal success may never be wholly a stranger to his fact.

AMRITA BAZAR PATRIKA,
November 22, 1895.

Treatise on Palmistry in Bengali.—Babu Roman Kristo Chatterjee of this city has just presented the public with another treatise on Palmistry in Bengalee. Babu Roman Kristo, as is well known to the public at large,—for every morning not less than one hundred person come to his house to avail themselves of his knowledge of palmistry—has been an earnest student of this branch of knowledge for the last twenty-three years ; and the treatise before us is the outcome of his assiduous study and wide observation. The value of the book is considerably enhanced by forty-eight woodcuts reprinting the various kinds of palms which are well calculated to help the student in understanding its contents.

THE INDIAN MIRROR,
January 26, 1906.

Samudrik Rekhadi Bichar.—The publication of the Book under notice has been undertaken with the object of throwing additional light on its predecessor (Samudrik Siksha) which we had the pleasure of noticing in these colums sometime ago and of preparing the reader for a clear understanding of "Samudrik Bijnan" which is to follow. The plan of instruction is the same as was adopted in the case of "Samudrik Siksha" namely, the catechistic style which is found, from experience, to be effective in impressing the subject-matter on the learner's mind. The text is alphabetically arranged and illustrated with no less than forty-eight diagrams showing the lines on the palm in different positions. The earnestness of the author in attempting to popularize palmistry among his countrymen is vividly observable in the pages of the publication.

THE INDIAN MIRROR,
January 28, 1896.

PALMISTRY.

[TO THE EDITOR OF THE "INDIAN MIRROR."]

"In the hands of all the sons of men, God places marks
That all the sons of men may know their own works,
What can be avoided
Whose end is purposed by the almighty God."

SIR,—Of all the sciences, which distinguished the sages of Ancient India, and which won for them a high name and fame among the civilized nations of the world, the science of Astrology may be regarded as the best and most useful to mankind. The high proficiency of the Hindu sages in Astrology elicited the highest admiration from many learned European scholars. The Hindu sages were equally proficient in palmistry which has hitherto been unfortunately neglected by our countrymen, and upon which the Europeans of the nineteenth century have much improved. It must be admitted on all hands that palmistry is no less a useful science than Astrology, for it predicts the future events of a man's life by the lines on the palm of the hand. Not only does Palmistry vaticinate the future destinies of humanity, but it also foretells incidents in connection with a man's present or passed life. The importance and usefulness of this much-neglected science cannot be over-estimated. Palmistry makes an individual chary of his impending calamities, though they are sure to happen, and it also directs him to choose a profession or to take to some trade in which he is likely to be successful, or, in other words, it directs the proper way to a person by which he may achieve success in life. A close study of the works on Palmistry will, no doubt, help one to acquire, spiritual culture, to which Young Bengali, who are the future hopes of their country, ought to devote their hearts and souls. Without spiritual culture, it may be said here parenthetically, the regeneration of degenerate India of the nineteenth century is out of the question, as has been time and oft pointed out by you. The reason why our countrymen do not care a straw for this useful science is not far to seek. It does not certainly procure them any pecuniary gain, worth the name. I am glad to learn that Young Bengal are evincing a lively interest in Palmistry which is at the present day very much cultivated by the Westerners. Europeans have, as I have already said, much improved upon the Indian Palmistry which dates its existence in India from time immemorial, and have produced excellent works on Palmistry which have electrified the world. The reproach is justly hurled against us that we do not admire what our forefathers admired, but we praise that which is praised by the Westerners.

It is, indeed, a matter of congratulation that our countrymen will devote their time and energy to the study of this useful science namely, Palmistry. The name of Babu Roman Kristo Chatterji, the well-known author of "Samudrik Siksha" and "Samudrik Rekhadi Bichar," which have been highly spoken of by the English and Vernacular Press alike,

may be mentioned in this connection. This gentleman, after unremitting labours of many years, has learned this art to perfection and examines the palms of persons who call for the purpose at his residence gratis. On one occasion, I was present in his house when he examined the palms of some gentlemen who came to his residence to know their future. A gentleman, named Babu Hemendra Nath Sing Roy, the author of "Prem" showed his palm to Roman Babu who told him that he would within a fortnight get an appointment in some place to which he would have to travel by sea. The predication came true within the appointed time *i.e.*, a fortnight. This gentleman is now serving as a Sub-Divisional Officer in Mourbhunj. Shortly after the publication of his work "Prem," he went to Roman Babu who predicated that some wealthy gentleman would be pleased with the perusal of his book, and send him a handsome reward. This vaticcination also came true, for an anonymous gentleman sent the author a reward of Rs. 300. The Oriental Life Insurance case may be still fresh in the minds of your readers. Dr. Rati Kanta Ghose implicated in the above case. He came to Roman Babu during the trial of the case at the Police Court, and was told that he would get off scot-free, and so he did. I would advise those who have little faith in Palmistry and palmists to show their hands to Roman Babu, who I am sure, will be able to convince them of the truth of his important science. Babu Roman Kristo Chatterji's recent work, "Samudrik Rekhadi Bichar," which is embellished with 48 diagrams, is really a valuable book on the subject. The book is in the form of questions and answers so that it is easy for beginner to learn the mysterious art of Palmistry from this book without the help of teachers. The book is moderately priced, and its get up is excellent. May Roman Babu live long, and enjoy sound health is the heart-felt prayer of us all.

Yours, &c.

The 24th January, 1896. S. L. Mukerji.

The Indian Mirror,
February 7, 1896.

THE ART OF HAND-READING WELL-NEIGH CARRIED TO PERFECTION.

[To the Editor of "The Indian Mirror."]

Sir,—It is a great pleasure to be able to say that palmistry which goes by the name of "a pretended art," has become a well-neigh perfect art with Babu Roman Kristo Chatterji, the renowned palmister, living at No. 19, Mathur Sen's Garden Lane, Nimtola Street, Calcutta.

In July last year, I went to Roman Babu to have my fortunes told. With wonderful accuracy, the palmister told me everything connected with my past life. He then predicted that four or five months after, I should have a sad bereavement, and shortly after must leave the educational institution, where I was then serving and

be the Head-master of some other school in the metropolis. The bereavement did come, indeed in the sudden and untimely death of my father-in-law, and the first prediction being thus verified, I was naturally led expect the verification of the other. As I had no intention of leaving the institution where I was serving, I was quite at a loss to guess how the influence stars could so act upon me as to make me leave the institution, but now I cannot help believing the fact that man can over-ride the asiral influence. A sorry state of things about the institution came to my knowledge through an undreamt-qouater about the middle of December 1895. I found that some *pet* teachers with their oily-tongues drew handsome salaries, while the other with all the conscientious discharge of their duties drew but starvation salary. This was more than I bear, couln and accordingly I tenndered my resignation. I am now serving Head-master of a High English School in the town. Thus thetwo predictions of Roman Babu have been most wonderfully verified. Roman Babu is already well-kown in the Metropolis for his wonderful powrs in hand-reading, and I have every reason to believe that his name will in no time spread far and wide. Yours, &c

The 3rd February, 1896. KALI KUMAR SINHA, B. A.

PALMISTRY.

THE INDIAN MIRROR,

July 1, 1896.

[TO THE EDITOR OF "THE INDIAN MIRROR."]

SIR.—Reading many correspondents in your paper in praise of Babu Roman Krishna Chatterji, celebrated amateur palmist of Mathur Sen's Garden Lane, Calcutta, I went to him one day sometime in last year. When I went to him, there were some twenty men present, all of whom had gone there for the same purpose. I was not a little surprised with the amiable and courteous manners, and with the patience with which Babu Roman Krishna was seeing the palms of their hands. The past events of my life were told by him in a manner, as if he knew me intimately from my infancy. As to the future events —as one year has elapsed since his foretelling, I can say that he has pretty accurately predicted them. To save from the clutches of greedy and designing common fortune-tellers, those of my countrymen, who care to know the future beforehand, and to recommend them to consult Roman Babu, I write this letter. Babu Roman Krishna is doing yeoman's service to the cause of palmistry in our country. He has published several books on the subject in Bengali and in English. One of his recent publication *viz.*, "Lessons on Palmistry" in English, is very creditably done and, in it he has fully retained his reputation as a successful author. The book is embellished with several diagrams of hands, and the language, in which it is written, is chaste and simple. The get-up of the book also leaves nothing to be desired. On the

whole, the author's attempt to popularise the reading of palmistry among the English-knowing people by the publication of this book, is bound to be crowned with success.

Yours, &c.,

Bansberia. TRAILOKYA NATH CHATTERJI.

COOCH-BEHAR,
June 7th 1905.

FROM H. P. SANDYAL, H. P. A., L., L., D., F. R. C. L.

My dear Sir,

Your book on Chiromancy exhibits and excellence quite unsurpassed as I am inclined to think it. The incubation of the idea during so many years of your investigation and research into this once neglected science has rounded into a satisfactory completeness. You have indeed laboured diligently to present an adequate picture of the varied conditions of this extensive subject ; and your scientific training has materially helped to give value to your exposition. Your work, I am sure, can not fail to be extremely serviceable to all who wish to understand the great problems of human destiny.

Believe me to be
My dear sir,
Yours sincerely,
H. P. SANDYAL.

THE STATESMAN,
June 9, 1896.

A book on Palmistry :—Babu Roman Kristo Chatterjee, the author of several books on the science of Palmistry has issued from the Reliance Press a neat little volume giving a course of lessons on the subject. The volume is conveniently divided into sections and carefully indexed, and illustrated. It deals lucidly with a science about which there has always been much curiosity.

সুলভদৈনিক, ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—এই মহানগরীর সুবিখ্যাত সামুদ্রিক-শাস্ত্রজ্ঞ ও "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ছাপা উত্তম, কাগজ উত্তম, সচিত্র। রমণ বাবু বহুকালাবধি সামুদ্রিক শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া, কিছু দিবস পূর্ব্বে "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণয়ন করিয়া এই মৃতপ্রায় জটিল শাস্ত্রের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। "সামুদ্রিক শিক্ষায়" করতলের প্রাকৃতিক সংস্থানানুসারে যে সকল ফলাফলের আভাস দিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহারই ফলানুসারে বিকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকদিগের অভীষ্টোপযোগী করিবার জন্য ৪৮খানি হস্ত চিত্রসহ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে ফলানুসারে ও বর্ণমালানুক্রমে গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১টী প্রশ্ন বর্ণমালানুক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার বিচার করা

হইয়াছে। মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এবং তাহাদিগের চরিত্রগত কোন পার্থক্য কিংবা বিদ্যানুশীলন ও অর্থাগম প্রভৃতি যে কোন ঘটনা জানিবার ইচ্ছা হইলে মনে স্বতই যত প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই বিচার ইহাতে আছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানির ভাষা সম্ভবতঃ সরল ও প্রাঞ্জল করিয়াছেন এবং পুস্তকের শেষাংশে "হস্তরেখানুশীলন" সম্বন্ধীয় যে চারিখানি চিত্র দিয়াছেন, তাহা শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। লেখক পুস্তকের উপসংহারে এই পৃথিবীস্থ মানবমণ্ডলী ভগবানের নিয়মানুসারে ও গ্রহ পরিচালনের বশে যে বিবিধ কর্ম্মসম্পন্ন করিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক তর্ক ও যুক্তির দ্বারা বিষদরূপে বুঝাইয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। অদৃষ্টবাদী ও যাহারা পুরুষকারেই বিশ্বাস করেন, এই দুই শ্রেণীর লোকের নিকটেই ইহার আলোচনা হইতে পারে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি।

বঙ্গবাসী, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার—শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য ১।॰ টাকা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগুরুর কৃপাবলে সামুদ্রিক রেখাদি বিচারে একজন সুপরিচিত লোক। ব্যবসা না হইলেও কেবলমাত্র শাস্ত্র শিক্ষা এবং আলোচনার নিমিত্ত তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নিত্য বহু লোকের করতলস্থ রেখার বিচার করিয়া তাঁহাদের অদৃষ্টের ইঙ্গিত বাক্যে প্রকাশ করিয়া দেন্। নিত্য নিত্য এরূপ আলোচনায় এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, এ গ্রন্থ সেই অভিজ্ঞতার ফল। গ্রন্থে তিনি ৪৮ খানি করতলচিত্র দিয়া রেখার লক্ষণ ও ইঙ্গিত মত বর্ণমালা ক্রমে লোকের অদৃষ্টের গতি এবং ভোগের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সামুদ্রিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইলেও বলিতে পারি, এ শাস্ত্র শিখিবার যাঁহার ইচ্ছা আছে, এ গ্রন্থে তাঁহার বিশেষ সাহায্য এবং উপকার হইবে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, রেখার সহিত ফল না মিলিলে শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিও না, আমার কাছে আসিও, আমি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিব। ইহা তাঁহার সামুদ্রিক শাস্ত্রে ভক্তি এবং অভিজ্ঞতা উভয়েরই পরিচয় দিতেছে।

হিতবাদী, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। করতলগত রেখাদির সহিত মনোবৃত্তির সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। করকোষ্ঠী দেখিয়া যাঁহারা ভাগ্যনির্ণয় করিতে চাহেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহারা অনেক শিক্ষা করিতে পারিবেন।

দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—"সামুদ্রিক-শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। "সামুদ্রিক-শিক্ষার" সমালোচনা উপলক্ষেই আমরা করকোষ্ঠ্যাদি ঘটিত তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে সামুদ্রিক-শাস্ত্রে অধিকারী, তাহাও সেই সময়ে দেখাইয়াছি। অদ্যকার আলোচ্য "সামুদ্রিক রেখাদি বিচার" পূর্ব্বসমালোচিত "সামুদ্রিক-শিক্ষার" এক প্রকার পরিশিষ্ট। হস্ত রেখাদির বিচার করিয়া ফলাফল স্থির করাই সামুদ্রিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এইজন্যই বলিতেছি, "রেখাদি বিচার" সামুদ্রিক শিক্ষারই পরিশিষ্ট। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রেখাদি-বিচারে ৪৮টী করচিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যত রেখার পরিচয় দিয়াছেন। করকোষ্ঠী দেখিয়া ফলবিচার করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। সামুদ্রিক শিক্ষার ন্যায় "রেখাদি বিচারেও" প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সকল কথা কথিত হইয়াছে। শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন, গুরু উত্তর দিতেছেন। এ প্রণালী শিক্ষার পক্ষে উপযোগিনী। যত্ন করিয়া পড়িলে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামুদ্রিক শিক্ষা" ও "রেখাদি বিচারে" বুদ্ধিমান পাঠক সামুদ্রিক শাস্ত্রের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। আলোচনায় তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে এবং ভাষায়ও বেশ অধিকার আছে। আর সামুদ্রিক শাস্ত্রে বেশ অধিকার না থাকিলে ত তিনি কখনই পথ এত সহজ করিয়া দিতে পারিতেন না। অতএব "সামুদ্রিক শিক্ষার" ন্যায় "রেখাদি বিচারের" ও যে, সর্ব্বত্রই সমাদর হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বঙ্গনিবাসী, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি-বিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাধারণতঃ কেহই হাত দেখাইতে রাজী ছিলেন না; করকোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। রমণবাবুর আলোচনার ফলেই লোকের মতি গতি কিছু ফিরিয়াছে। ওটা যে কিছুই নহে, আজকাল অনেকেই একথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন। নিতান্ত অপরিচিত, দেশী বিদেশী নানা জাতি তাঁহার করকোষ্ঠী জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন, এবং কতকগুলি রেখা বা বিন্দু যে মানবজীবনের অতীত অনাগত বিশিষ্ট ঘটনার অভ্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। রমণ বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত "সামুদ্রিক শিক্ষা" এবং এই পুস্তকখানি সেই অদৃষ্ট পাঠের বর্ণমালা। আমরা আগ্রহের সহিত এই মূল সূত্র অবলম্বনে কয়েকটি লোকের কররেখা পাঠ করি। অনেকগুলি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঘটনা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়াছে। সুতরাং আশা করি, অপরেও মিলাইতে পারিবেন।